নিবেদন।

শ্রীশ্রীভগবানের অনুগ্রহে 'রহস্য-লহরী' নববর্ষে পদার্পণ করিল। এই শ্রেণীর উপন্যাস-সংগ্রহ এ পর্য্যন্ত এ দেশে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই; বঙ্গদেশে গল্প-বিষয়ক অনেক মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া কিছু দিন পরেই জল-বুদ্বুদের ন্যায় কাল-সাগরে বিলীন হইয়াছে। সে জন্য গ্রাহক মহোদয়গণকে দোষী করিলে অন্যায় হয়। এই শ্রেণীর পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকগণের অনেকেই দুই নৌকায় পা দিয়া সাহিত্য-সেবা করেন, এবং শ্যাম ও কুল উভয়ই বজায় রাখিতে গিয়া কিছুই রাখিতে পারেন না। 'রহস্য-লহরী'র উন্নতির জন্য আমরা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছি; ক্ষতি লাভের দিকেও যে দৃক্‌পাত করি নাই, বহু গ্রাহকই তাহা অবগত আছেন; এবং বলা বাহুল্য, তাঁহাদের কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিয়াই 'রহস্য-লহরী' এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছে। আজ গ্রাহক ও পাঠকমণ্ডলীর নিকট সে জন্য অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদেরই আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া এই নববর্ষারম্ভে আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম।—ভগবানের কৃপায় যেন ভবিষ্যতেও তাঁহাদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইতে পারি।

'রহস্য-লহরী'র বহু অনুগ্রাহক গ্রাহক মহোদয় আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, যেন এই উপন্যাস-মালার প্রতি-খণ্ড অতঃপর প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মফঃস্বল হইতে প্রতি-মাসে দুই শত পৃষ্ঠাব্যাপী এক একখানি কাপড়ে বাঁধানো সুলভ উপন্যাস প্রকাশিত করা কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা হাতে-কলমে কাজ না করিলে বুঝিয়া উঠা যায় না।

বিশেষতঃ, আমাদের শক্তি অতি সামান্য। তবে সুখের বিষয়, আমাদের চিরসুহৃদ্ বঙ্গসাহিত্যের প্রথিতনামা লেখক ও সুপ্রসিদ্ধ মাসিক-পত্র 'ভারতবর্ষে'র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই উপন্যাস-মালার প্রকাশ-বিষয়ে যেরূপ চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে আশা হয়—এখন হইতে এক মাসে না হউক, দেড় মাসেও এক একখানি নূতন উপন্যাস আমাদের সদাশয় গ্রাহক মহোয়দগণের হস্তে প্রদান করিতে পারিব। আশা করি, তাঁহারা নিয়মিত সময়ে ইহা ডাকঘর হইতে গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী খণ্ডের সত্বর-প্রকাশ বিষয়ে আমাদের সহায়তা করিবেন। রহস্য-লহরীর স্থায়িত্ব ও নিয়মিত প্রকাশ তাঁহাদের হস্তেই নির্ভর করিতেছে। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও গ্রাহক মহোদয়গণের মনোরঞ্জনের জন্য এই উপন্যাস-মালা যথাসম্ভব সুলভ করা হইল।

আমরা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত প্রজা। রহস্য-লহরীর কোনও উপন্যাসে বৈদেশিক রাজনীতির অভাস থাকিলেও, গবর্মেণ্টের স্বার্থের প্রতিকূল কোনও আলোচনা তাহাতে কখনও স্থান পাইবে না। ইউরোপীয় গল্পই রহস্য-লহরীর প্রাণ; কিন্তু এমন কোনও গল্প ইহাতে প্রকাশিত হইবে না, যাহাতে গ্রেট্ ব্রিটনের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের বিন্দুমাত্র অভাব স্থচিত হইতে পারে। আমাদের যে সকল সম্ভ্রান্ত পাঠক কোনও পুস্তক গ্রহণের পুর্ব্বে ইতস্ততঃ করেন,—ইহা কিনিলে কোনও 'ফ্যাসাদ' ঘটিবে কি না; আর যাঁহারা কোনও নূতন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিয়া গ্রহণের ইচ্ছা থাকিলেও, এই 'ফ্যাসাদে'র ভয়েই তৎপ্রতি বিমুখ হন,—তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে 'রহস্য-লহরী' গ্রহণ করিতে পারেন।

ইউরোপীয় অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনার উপর রহস্য-লহরীর ভিত্তি সংস্থাপিত। সেই সকল ঘটনা—ইউরোপীয় সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আত্ম-নির্ভরের কঙ্কাল-স্বরূপ। উপন্যাসের নায়ক নায়িকাগণ কি জ্বলন্ত

উৎসাহে—কি অবিচল আগ্রহে তাহাদের লক্ষ্য-পথে ধাবিত হইতেছে!—তাহাদের কর্ম্মশক্তি প্রকৃতই প্রশংসার যোগ্য। যদি কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন এই ভাবেই সমাজ ও দেশের সেবা করিতে পারি; কর্ত্তব্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, ধর্ম্মের ও মনুষ্যত্বের জন্য—এই ভাবেই নিশি-দিন বিপদ ও মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে শিক্ষা করি!—কৃতান্তোপম আততায়ী-হস্তে নিপতিতা বিপন্না যুবতী বিপদ-সমুদ্রে নিমজ্জিতা হইয়াও কি ভাবে স্বীয় মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া নারী জাতির নমস্যা হইতেছেন,—তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যদি এ দেশের রমণী-সমাজের নয়ন-সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করা যায়,—তবে তাহা কোন্ যুক্তিতে নিন্দিত হইবে? 'রহস্য-লহরী' বালক যুবক বৃদ্ধ সকলেরই মনোরঞ্জনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। বঙ্গ-অন্তঃপুরে 'রহস্য-লহরী' একটি নূতন রসের প্রতিষ্ঠাসাধন করিয়াছে। ইহা বালিসের তলে লুকাইয়া রাখিয়া গোপনে পাঠ করিতে হয় না। বিদ্যালয়ের তরুণ বয়স্ক ছাত্রও অসঙ্কোচে তাহার পিতার নিকট হইতে 'রহস্য-লহরী' চাহিয়া লইয়া পাঠ করিতে পারে। যে দিন আমাদের এই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবে, সে দিন আমরা রহস্য-লহরীর প্রচার বন্ধ করা আবশ্যক মনে করিব।

বঙ্গের মাতৃগণ, ভগিনীগণ, কন্যাগণ,—শিক্ষিতা বঙ্গ-মহিলাগণ কি পুরুষগণের ন্যায় ইহাকে তাঁহাদের অবসর-সহচরীরূপে গ্রহণ করিবেন না?

ভূমিকা।

যে পৃথিবী-ব্যাপী মহা-সমরে ইউরোপে বিপুল জনক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রলয়ের সূচনা কি না কে বলিবে? ইউরোপের দেশে দেশে, সাগর উপসাগরে, পুলিনে কান্তারে;—এসিয়া মহাদেশের হৃৎপিণ্ড সন্নিধানে, মোস্‌লেম্‌-শাসিত তুরস্কের তোরণোপকণ্ঠে, আফ্রিকার মরু-প্রান্তরে;—আর দিগন্তব্যাপী সুনীল নীরনিধির সুবিমল তরল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ও আকাশের ইন্দ্রিয়াতীত ঈথর-তরঙ্গ আলোড়িত করিয়া জলে স্থলে ব্যোম-পথে যুগপৎ শত বজ্রনাদের ন্যায় নিরবধি যে কামান-গর্জ্জন সমুত্থিত হইতেছে, তাহা এসিয়ার শান্তিময় তপোবন—আধ্যাত্ম-চিন্তার পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষের কর্ণমূলে বিধাতার অমোঘ অভিসম্পাত বাণীর ন্যায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আত্মরক্ষায় অসমর্থ, রাজশক্তির প্রতি একান্ত নির্ভরপরায়ণ, রাজভক্ত ভারতীয় প্রজামণ্ডলী মহিমান্বিত ভারত সম্রাটের বিজয় কামনায়, রাষ্ট্রীয় অমঙ্গল ও অরাজকতার কবল হইতে মুক্ত থাকিবার আশায়, প্রতিদিন বিপদভঞ্জন মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতেছে।

জর্ম্মান সম্রাট কৈসার দ্বিতীয় উইলিয়াম্‌ বর্ত্তমান মহা-সমরের সর্ব্ব-প্রধান উপলক্ষ্য। হয় ত বিধাতার অপ্রতিহত বিধানে লালসা-প্রদীপ্ত, ধনগর্ব্ব-স্ফীত, বিলাস-বাসনা-জর্জ্জরিত ইউরোপের এই ভীষণ সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এজন্য আজ সমগ্র পৃথিবী একবাক্যে জর্ম্মান সম্রাটকেই দায়ী করিতেছে। তাঁহার অসংযত পররাজ্য-গ্রাস-লিপ্সা, শোণিত-রঞ্জিত গৌরব-মুকুট লাভের ইচ্ছা, সভ্যতা ও স্বাধীনতার লীলা-ক্ষেত্র সমগ্র ইউরোপকে পদানত করিয়া জর্ম্মান ভাব-প্রবাহে প্লাবিত করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে এই ধন-জন-ক্ষয়কর শান্তি-কল্যাণ-বিধ্বংসী মহা-সমরের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে

বিশেষতঃ, আমাদের শক্তি অতি সামান্য। তবে সুখের বিষয়, আমাদের চিরসুহৃদ্ বঙ্গসাহিত্যের প্রথিতনামা লেখক ও সুপ্রসিদ্ধ মাসিক-পত্র 'ভারতবর্ষে'র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই উপন্যাস-মালার প্রকাশ-বিষয়ে যেরূপ চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে আশা হয়—এখন হইতে এক মাসে না হউক, দেড় মাসেও এক একখানি নূতন উপন্যাস আমাদের সদাশয় গ্রাহক মহোদয়গণের হস্তে প্রদান করিতে পারিব। আশা করি, তাঁহারা নিয়মিত সময়ে ইহা ডাকঘর হইতে গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী খণ্ডের সত্বর-প্রকাশ বিষয়ে আমাদের সহায়তা করিবেন। রহস্য-লহরীর স্থায়িত্ব ও নিয়মিত প্রকাশ তাঁহাদের হস্তেই নির্ভর করিতেছে। নানা অসুবিধা সত্তেও গ্রাহক মহোদয়গণের মনোরঞ্জনের জন্য এই উপন্যাস-মালা যথাসম্ভব সুলভ করা হইল।

আমরা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত প্রজা। রহস্য-লহরীর কোনও উপন্যাসে বৈদেশিক রাজনীতির অভাস থাকিলেও, গবর্মেণ্টের স্বার্থের প্রতিকূল কোনও আলোচনা তাহাতে কখনও স্থান পাইবে না। ইউরোপীয় গল্পই রহস্য-লহরীর প্রাণ; কিন্তু এমন কোনও গল্প ইহাতে প্রকাশিত হইবে না, যাহাতে গ্রেট্ ব্রিটনের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের বিন্দুমাত্র অভাব সূচিত হইতে পারে। আমাদের যে সকল সম্ভ্রান্ত পাঠক কোনও পুস্তক গ্রহণের পূর্ব্বে ইতস্ততঃ করেন,—ইহা কিনিলে কোনও 'ফ্যাসাদ' ঘটিবে কি না; আর যাঁহারা কোনও নূতন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিয়া গ্রহণের ইচ্ছা থাকিলেও, এই 'ফ্যাসাদে'র ভয়েই তৎপ্রতি বিমুখ হন,—তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে 'রহস্য-লহরী' গ্রহণ করিতে পারেন।

ইউরোপীয় অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনার উপর রহস্য-লহরীর ভিত্তি সংস্থাপিত। সেই সকল ঘটনা—ইউরোপীয় সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আত্ম-নির্ভরের কঙ্কাল-স্বরূপ। উপন্যাসের নায়ক নায়িকাগণ কি জলন্ত

উৎসাহে—কি অবিচল আগ্রহে তাহাদের লক্ষ্য-পথে ধাবিত হইতেছে!—তাহাদের কর্ম্মশক্তি প্রকৃতই প্রশংসার যোগ্য। যদি কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন এই ভাবেই সমাজ ও দেশের সেবা করিতে পারি; কর্ত্তব্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, ধর্ম্মের ও মনুষ্যত্বের জন্য—এই ভাবেই নিশি-দিন বিপদ ও মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে শিক্ষা করি!—কৃতান্তোপম আততায়ী-হস্তে নিপতিতা বিপন্না যুবতী বিপদ-সমুদ্রে নিমজ্জিতা হইয়াও কি ভাবে স্বীয় মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া নারী জাতির নমস্যা হইতেছেন,—তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যদি এ দেশের রমণী-সমাজের নয়ন-সমক্ষে উদ্ঘাটিত করা যায়,—তবে তাহা কোন্ যুক্তিতে নিন্দিত হইবে? 'রহস্য-লহরী' বালক যুবক বৃদ্ধ সকলেরই মনোরঞ্জনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। বঙ্গ-অন্তঃপুরে 'রহস্য-লহরী' একটি নূতন রসের প্রতিষ্ঠাসাধন করিয়াছে। ইহা বালিসের তলে লুকাইয়া রাখিয়া গোপনে পাঠ করিতে হয় না। বিদ্যালয়ের তরুণ বয়স্ক ছাত্রও অসঙ্কোচে তাহার পিতার নিকট হইতে 'রহস্য-লহরী' চাহিয়া লইয়া পাঠ করিতে পারে। যে দিন আমাদের এই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবে, সে দিন আমরা রহস্য-লহরীর প্রচার বন্ধ করা আবশ্যক মনে করিব।

বঙ্গের মাতৃগণ, ভগিনীগণ, কন্যাগণ,—শিক্ষিতা বঙ্গ-মহিলাগণ কি পুরুষগণের ন্যায় ইহাকে তাঁহাদের অবসর-সহচরীরূপে গ্রহণ করিবেন না?

ভূমিকা।

যে পৃথিবী-ব্যাপী মহা-সমরে ইউরোপে বিপুল জনক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রলয়ের সূচনা কি না কে বলিবে? ইউরোপের দেশে দেশে, সাগর উপসাগরে, পুলিনে কান্তারে;—এসিয়া মহাদেশের হৃৎপিণ্ড সন্নিধানে, মোস্‌লেম্‌-শাসিত তুরস্কের তোরণোপকণ্ঠে, আফ্রিকার মরু-প্রান্তরে;—আর দিগন্তব্যাপী সুনীল নীরনিধির সুবিমল তরল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ও আকাশের ইন্দ্রিয়াতীত ঈথর-তরঙ্গ আলোড়িত করিয়া জলে স্থলে ব্যোম-পথে যুগপৎ শত বজ্রনাদের ন্যায় নিরবধি যে কামান-গর্জ্জন সমুত্থিত হইতেছে, তাহা এসিয়ার শান্তিময় তপোবন—আধ্যাত্ম-চিন্তার পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষের কর্ণমূলে বিধাতার অমোঘ অভিসম্পাত বাণীর ন্যায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আত্মরক্ষায় অসমর্থ, রাজশক্তির প্রতি একান্ত নির্ভরপরায়ণ, রাজভক্ত ভারতীয় প্রজামণ্ডলী মহিমান্বিত ভারত সম্রাটের বিজয় কামনায়, রাষ্ট্রীয় অমঙ্গল ও অরাজকতার কবল হইতে মুক্ত থাকিবার আশায়, প্রতিদিন বিপদভঞ্জন মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতেছে।

জর্ম্মান সম্রাট কৈসার দ্বিতীয় উইলিয়াম্‌ বর্ত্তমান মহা-সমরের সর্ব্ব-প্রধান উপলক্ষ্য। হয় ত বিধাতার অপ্রতিহত বিধানে লালসা-প্রদীপ্ত, ধনগর্ব্ব-স্ফীত, বিলাস-বাসনা-জর্জ্জরিত ইউরোপের এই ভীষণ সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এজন্য আজ সমগ্র পৃথিবী একবাক্যে জর্ম্মান সম্রাটকেই দায়ী করিতেছে। তাঁহার অসংযত পররাজ্য-গ্রাস-লিপ্সা, শোণিত-রঞ্জিত গৌরব-মুকুট লাভের ইচ্ছা, সভ্যতা ও স্বাধীনতার লীলা-ক্ষেত্র সমগ্র ইউরোপকে পদানত করিয়া জর্ম্মান ভাব-প্রবাহে প্লাবিত করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে এই ধন-জন-ক্ষয়কর শান্তি-কল্যাণ-বিধ্বংসী মহা-সমরের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে

ইউরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার কি পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা বিধাতাই বলিতে পারেন। কিন্তু এই বিরাট বিশাল অগ্নিময় মহা-শ্মশানে জর্ম্মন-সম্রাট কৈসার লোল-রসনা দিগ্বসনা রণচণ্ডীর খর্পরে লক্ষ লক্ষ মানবের উষ্ণ শোণিত ঢালিয়া দিয়া, খরসান উন্মুক্ত কৃপাণ-হস্তে উদ্দাম নৃত্যে তাঁহার যে পূজা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি; পৃথিবীবাসী উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। তিনি ধর্ম্মনীতি, সুকোমল প্রবৃত্তি ও মনুষ্যত্ব পদদলিত করিয়া যে ভাবে পৃথিবী ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, উৎকট দম্ভের পূজা করিতেছেন; তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া—পৌরাণিক যুগের দৈত্য-দানব যক্ষ-রক্ষের কথা আজ আমাদের মনে পড়িতেছে! তিনি ও তাঁহার সমধর্ম্মী জর্ম্মান সেনানায়কগণ যে সকল অপকর্ম্মের প্রশ্রয় প্রদান করিতেছেন, ইউরোপীয় লেখকগণের লেখনী-মুখে তাহা পরিব্যক্ত হইতেছে।—তাহা পাঠ করিয়া অনেকেই অতিরঞ্জিত ও বিদ্বেষ-প্রসূত বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু নিরপেক্ষ জাতি তাঁহাদের অপকার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া যে সকল বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ আছে কি না জানি না। অন্ততঃ সহজ বুদ্ধিতে ইহাই মনে হয় যে, জর্ম্মান সম্রাট স্বীয় সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে অন্যান্য জাতির দুর্গ নগর প্রাসাদ কুটীর বিধ্বস্ত করিয়া,—নিরস্ত্র পুরুষ ও রমণীগণকে রণোন্মত্ত দাম্ভিক সৈন্যগণের হস্তে শৃগাল কুক্কুরের মত নিহত করিবার উপলক্ষ্য হইয়া, নির্ব্বিরোধ, নিরীহ আরোহীপূর্ণ অর্ণবপোত সমূহ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া যে দুরপনেয় কলঙ্ক অর্জ্জন করিতেছেন,—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে;—এবং তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার অত্যাচার-কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতে-ছেন—পাঠকবর্গের মনে এ সন্দেহ স্থান পাইলেও নিরপেক্ষ রাজ্যের সংবাদ-পত্রের 'বিশেষ' সংবাদদাতাগণ কৈসারের সৈন্যমণ্ডলীর অত্যাচারে প্রপীড়িত, বিধ্বস্ত ও দগ্ধীভূত নগর গ্রাম প্রভৃতির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ

পূর্ব্বক—নিহত নর-নারীগণের পুঞ্জীভূত মৃত-দেহ নিরীক্ষণ করিয়া, সংবাদ-পত্রে তাহার যে মর্ম্মভেদী বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত, বা বিদ্বেষ-বুদ্ধি প্রণোদিত মিথ্যাভাষ বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

জর্ম্মান সম্রাট কৈসার পৃথিবীতে যে প্রলয়ানুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছেন, তাহার কাহিনী পাঠ করিয়া বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন; কেহ তাঁহাকে নরমাংস-লোলুপ শার্দ্দূল মনে করিতেছেন, কেহ তাঁহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমলঙ্কৃত মহাপুরুষ মনে করিতেছেন, কেহ বা তাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ মনে করিয়া তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের প্রশংসা করিতেছেন। সংবাদ-পত্রে এ কথাও পাঠ করা গিয়াছে যে, তাঁহার প্রজামণ্ডলী তাঁহাকে ঐশী শক্তিসম্পন্ন অভ্রান্ত পুরুষোত্তম মনে করিয়া দেবতার আসনে স্থাপিত করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ, তাঁহার চরিত্রগত বিশেষত্ব কি, তাঁহার চাল-চলন, আমোদ-প্রমোদ, রুচি-প্রবৃত্তি, কিরূপ লোক তাঁহার বন্ধু, কি ভাবে তিনি দৈনন্দিন জীবন যাপন করেন, এ সকল কথা আমাদের দেশের লোকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; এবং এই সকল কাহিনী পাঠ করিবার জন্য সকলেই সমুৎসুক। কিন্তু এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিলেও, তাঁহার পারিবারিক-জীবনের কাহিনী এ পর্য্যন্ত বঙ্গ-ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই; এমন কি, কৈসার উইল্‌হেম্‌ সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—তাহাতে তাঁহার ঘরের খবর, তাঁহার অন্তঃপুরের সংবাদ বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। আর যাহা প্রকাশিত হইয়াছে,—পাঠকগণ তাহাই যে অনতিরঞ্জিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন,—নানা কারণে সেরূপ আশাও করা যায় না।

কিন্তু সম্প্রতি এমন পুস্তক দুই একখানি প্রকাশিত হইয়াছে,—

যাহাতে কৈসার উইল্‌হেমের ব্যক্তিগত বিবরণ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে; তাহা পাঠ করিলে কৈসারের অন্তঃপুর সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত-রহস্য জানিতে পারা যায়; এই সকল পুস্তক-মধ্যে একখানির উপাদান একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া জর্ম্মান মহিলার রোজনাম্‌চা হইতে সংগৃহীত। এই মহিলাটি একজন কাউণ্টেস্; তিনি সম্রাট কর্ত্তৃক সাম্রাজ্ঞীর সহচরী (Hofdame) নিযুক্ত হইয়া সুদীর্ঘ কাল সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আর একজন পুরুষ লেখক কৈসারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। জর্ম্মান সম্রাটের অন্তঃপুর সম্বন্ধে ইঁহারা যে সকল কথা জানিতেন, অন্যের তাহা জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহারা সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী সম্বন্ধে যে সকল কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহার উপরেই নির্ভর করিয়া আমরা "কৈসার-অন্তঃপুর রহস্য" প্রকাশিত করিলাম। আশা করি, ইহা 'রহস্য-লহরী'র পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট উপন্যাসের ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক হইবে; এবং ইহা পাঠে তাঁহারা কৈসার-দম্পতীর প্রকৃত পরিচয়ও কতকটা জানিতে পারিবেন।

মনঃপূত না হইলেই সেজন্য এই নিরপরাধা সাম্রাজ্ঞীকে দায়ী করা হইত। কারণ, তিনি ইংরাজ-মহিলা! কিন্তু উইলিয়ামকে সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়াতে তাঁহার জননীর কোন হাত ছিল না; তাঁহার পিতামহই এজন্য দায়ী।

বিদ্যালয়ে কৈসার উইলিয়াম সাধারণ বালকগণের ন্যায় শাসিত হইতেন; রাজপুত্র বলিয়া যে তাঁহার বিশেষ কোনও অধিকার ছিল, বা তাঁহার কোনও অন্যায় আবদারে কর্ণপাত করা হইত, এরূপ নহে। এমন কি, তাঁহাকে অত্যন্ত সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইত। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিত না যে, তিনি রাজ-পুত্র, জর্ম্মান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। কৈসারের সতীর্থগণের অনেকেই এখনও জীবিত আছেন; ক্যাসেলের ব্যায়ামশালায় তিনি অন্যান্য বালকগণের সহিত ব্যায়াম করিতেন।

বিদ্যালয় হইতে তিনি সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করেন; কিন্তু তাঁহার বাম হস্তখানি অকর্ম্মণ্য বলিয়া অশ্বারোহী সৈন্যদলে কাজ করিবার সময় তাঁহাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। তবে তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়শীল ও পরিশ্রমী ছিলেন বলিয়াই সেই সকল অসুবিধাতে নিরুৎসাহ বা কর্ত্তব্যবিমুখ হন নাই। তাঁহার শিক্ষক ডাক্তার হিজ্‌পিটার লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি সেনানীর কার্য্যে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। একখানি হস্ত অকর্ম্মণ্য হইলেও অশ্বারোহণে তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য লক্ষিত হইত। সমর-বিভাগের সকল কার্য্যেই তিনি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সহযোগী সেনানীগণকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন; এবং যে ভাবে তিনি তাঁহার সামরিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন, যে কোন সাধারণ সৈনিকের পক্ষেও তাহা প্রশংসার্হ ছিল।

কিন্তু লোকে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রশংসা করিত না; কারণ তাহারা বলিত, তিনি 'আধা ইংরাজ আধা জর্ম্মান'। অনেকেই সন্দেহ করিত, তিনি ইংরাজ-জাতির—তাঁহার মাতুল কুলেরই—অধিক পক্ষপাতী। তাঁহার পিতারও এইরূপ দুর্নাম ছিল; তাঁহার পিতা স্বর্গীয় সম্রাট সমর বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারিগণের মতের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিলেই তাঁহারা দৈববাণী করিতেন, সম্রাটের ইংরাজ-বংশীয়া মহিষী তাঁহাকে যে ভাবে চালাইতেছেন,—তিনি সেই ভাবেই চলিতেছেন!—অহরহ এইরূপ প্রতিকুল মন্তব্য শুনিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া-নন্দিনীর হৃদয় অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিত।

সুতরাং কৈসার উইলিয়াম যে ইংরাজের পক্ষপাতী, এই অপবাদ ঘুচাইবার জন্য তিনি প্রাণপনে চিরদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। একবার ইংলণ্ড পরিভ্রমন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি যে প্রকৃতই ইংরাজ-বিদ্বেষী, তাহা কথায় ও কার্য্যে প্রতিপন্ন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠেন; এবং কোনও একটা উপলক্ষ্য পাইলেই ইংলণ্ডের অধিবাসীবর্গের, এমন কি, ইংরাজের আচার ব্যবহারেরও নিন্দা করিয়া, তাঁহার ইংরাজ-বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করিতেন। এক দিন সৈনিকের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তিনি সেনানিবাসে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, সেই সময় কিরূপে তাঁহার নাসিকাগ্রে আঘাত লাগিয়া রক্তপাত হয়। তাঁহার নাসিকা হইতে শোণিত নিঃসারিত হইতে দেখিয়া তাঁহার কোনও সহযোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

উইলিয়াম বলিলেন, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার দেহে যেটুকু ইংরাজের রক্ত ছিল, তাহাই বাহির হইয়া গেল।"

কৈসার উইলিয়াম সেই সময় হইতেই ইংরাজ-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন; আর এই জন্যই তিনি স্বদেশে প্রজাপুঞ্জের এত

প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার অনুষ্ঠিত অনেক অন্যায় কাজও এই জন্যই জর্ম্মানজাতি কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া আসিয়াছে। —এ সম্বন্ধে দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

স্বামীর মৃত্যুর পর উইলিয়ামের জননী 'সাম্রাজ্ঞী ফ্রেডারিক' নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু তিনি নানা গুণের অধিকারিণী হইলেও, ইংরাজ-কন্যা বলিয়াই তিনি জর্ম্মান প্রজাবর্গের শ্রদ্ধাভক্তি ও বিশ্বাসের পাত্রী হইতে পারেন নাই। এমন কি, জর্ম্মানরা এখন পর্য্যন্ত তাঁহার নাম শুনিলে অসন্তোষ প্রকাশ করে! ইংরাজ রাজ-নন্দিনী সাম্রাজ্ঞী হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন, ইহা যেন তাহাদের অসহ্য হইত। অন্যের কথা কি, কূটনীতিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স বিসমার্ক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রসঙ্গে বলিতেন, "এই বেচারার (সাম্রাজ্ঞী ফ্রেডারিক) অবস্থার কথা ভাবিলে আমার দুঃখ হয়; কিন্তু যে রমণী রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আসে, সে ভদ্রমহিলা পদবাচ্য নহে।"—বস্তুতঃ, প্রিন্স বিস্‌মার্ক সাম্রাজ্ঞী ফ্রেডারিককে নানারূপে উৎপীড়িত ও অপদস্থ করিবার জন্য কোনও দিন চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই।—অবশেষে তাঁহাকে এই গর্হিতাচরণের যথেষ্ট প্রতিফলও পাইতে হইয়াছিল। অধিক কি, কৈসার উইলিয়াম যখন বিসমার্ককে পদচ্যুত ও লাঞ্ছিত করেন,—তখন তিনি সাম্রাজ্ঞী ফ্রেডারিকের সহায়তা প্রার্থনা করেন;—কিন্তু সাম্রাজ্ঞী তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন, তাঁহার চেষ্টা সফল হইবার আশা নাই।—মাতাপুত্রে মনান্তরের জন্য বিস্‌মার্কই দায়ী ছিলেন।

কৈসার উইলিয়ামের পিতা যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেই সময় সাধ্বী মহিষী জর্ম্মান ডাক্তারদিগের চিকিৎসায় স্বামীর প্রাণরক্ষার আশা নাই বুঝিয়া ইংলণ্ড হইতে একজন বিখ্যাত ডাক্তারকে তাঁহার চিকিৎসার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন; স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহার এই ব্যাকুলতাকে

জার্ম্মান-বিদ্বেষের ফল বলিয়া মনে করা উচিত নহে। কিন্তু বিচক্ষণ জর্ম্মান রাজ পারিষদবর্গও তাঁহার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন নাই। মহিষীর কার্য্যে তাঁহারা, এমন কি, সাধারণ জর্ম্মান প্রজাগণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, সে সময় জর্ম্মান চিকিৎসকগণের সুনামে ইউরোপ পরিপূর্ণ; চিকিৎসা-বিদ্যায় জর্ম্মানী সভ্যজগতের গুরুস্থানীর, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস ছিল। এই সকল দেশমান্য বিখ্যাত জর্ম্মান চিকিৎসকগণকে উপেক্ষা করিয়া সম্রাটের চিকিৎসার জন্য ইংলণ্ড হইতে ডাক্তার লইয়া যাওয়া সমগ্র জর্ম্মানজাতির পক্ষে অপমানজনক,—ইহাই তাহাদের ধারণা হইয়াছিল। বোধ হয় ইহা মানব-হৃদয়েরই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার ফল।—যদি ইংলণ্ডের কোনও রাজ্ঞী জর্ম্মানপতির কন্যা হইতেন, এবং স্বামীর জীবন-সঙ্কট দেখিয়া সমগ্র ইংরাজ চিকিৎসক মণ্ডলীর শক্তি-সামর্থ্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক জর্ম্মানী হইতে ডাক্তার লইয়া গিয়া তাঁহার হস্তে স্বামীর চিকিৎসার ভার দিতেন; তাহা হইলে কয়জন ইংরাজ সেই কার্য্যের সমর্থন করিতেন?—যাহা হউক, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ জামাতার পরমায়ু শেষ হইয়াছিল, সকল চিকিৎসা বৃথা হইল; তিনি অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু জর্ম্মানরা বলিতে লাগিল, মহিষীর দোষেই সম্রাট অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন; তাঁহাকে পতিহত্যার পাতক স্পর্শ করিয়াছে!

পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় উইলিয়াম জননীর এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন!—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল! কিন্তু তিনি যে হৃদয়হীন কার্য্যের অনুষ্ঠানে জর্ম্মানজাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী হইলেন—কোনও হৃদয়বান সৎবুদ্ধিসম্পন্ন নিরপেক্ষ ব্যক্তি তাহার সমর্থন করিতে পারেন না।—পিতার মৃত্যুর পর সম্রাট উইলিয়াম

যেরূপ পিতৃভক্তির ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন,—তাহা শুনিলে তাঁহাকে আরঙ্গজেব প্রভৃতি পিতৃভক্ত মোগল বাদসাহের সমধর্ম্মী বলিয়াই ধারণা হয়।—পিতার মৃত্যু হইয়াছে, ফ্রেডারিক্স্ ক্রণের প্রাসাদ হইতে তাঁহার মৃতদেহ তখনও স্থানান্তরিত হয় নাই, রাজপরিবার শোকে মুহ্যমান, রাজধানীতে অশ্রুর স্রোত বহিতেছে,—সেই সময় উইলিয়াম সৈন্যমণ্ডলীদ্বারা রাজপুরী পরিবেষ্টিত করিলেন, এবং তাঁহার কোনও প্রীতিভাজন ও বিশ্বাসী সেনানায়ককে রাজপ্রাসাদে খানাতল্লাসী করিবার আদেশ প্রদান করিলেন!

স্বর্গীয় সম্রাটের স্বলিখিত একখানি 'আত্মজীবন-চরিতে'র পাণ্ডুলিপি রাজপ্রাসাদে ছিল। এই আত্মজীবন-চরিতে স্বর্গীয় সম্রাট ত্রিশ বৎসরের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উইলিয়ামের জননী না কি বলিয়াছিলেন, তিনি স্বামীর এই জীবনবৃত্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবেন। নবীন কৈসার প্রচার করিলেন,—এই জীবনবৃত্তে এমন অনেক কথা আছে, যাহা প্রকাশিত হইলে জর্ম্মানীর এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও দুর্ণাম প্রচারিত হইতে পারে! যাহাতে এই জীবনবৃত্ত ভবিষ্যতে লোকলোচনের অন্তরালে থাকে—তাহার উপায় অবলম্বনের জন্যই তাঁহাকে স্বর্গীয় সম্রাটের অন্তঃপুরে এই প্রকার খানাতল্লাসী আরম্ভ করিতে হইয়াছিল।—অর্থাৎ তিনি স্বদেশের এবং স্বকীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে এই নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জর্ম্মান জাতি তাঁহার এই কৈফিয়তেই খুসী হইয়া তাঁহার অপকার্য্যের সমর্থন করিল। এরূপ গর্হিত কার্য্যও সর্ব্বসাধারণে প্রশংসিত হইল!—কিন্তু ইহাতে তাঁহার পূজনীয়া জননীকে কিরূপ অবমানিত ও বিড়ম্বিত করা হইল, ইহা বোধ হয় তিনি ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইলেন না। কেবল তাহাই নহে, পিতার মৃত্যুর পর তিনি পটস্ডামের প্রাসাদের 'ফ্রেডারিকস্ক্রণ্' এই নাম পরিবর্ত্তিত

করিয়া 'নিউয়েস্ প্রাসাদ'—এই নাম দিলেন। তিনি তাঁহার জননীকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসিনীর ন্যায় বিরলে বাস করিতে বাধ্য করিলেন। অনেক স্বদেশ-প্রেমিক জর্ম্মানও তাঁহার এই আচরণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।—তিনি যে তাঁহার জননীর—অনধিকার চর্চ্চা-নিরতা ইংরাজ রাজনন্দিনীর বশীভূত নহেন,—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই কার্য্যে জর্ম্মান প্রজামণ্ডলী তাঁহাকে আদর্শ নরপতি মনে করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিল। তদবধি তাঁহার সাম্রাজ্যে যাহাতে অক্ষুণ্ণ শান্তি বিরাজিত থাকে,—তাহার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিবেন বলিয়া তিনি বহুবার প্রজামণ্ডলীকে আশ্বস্ত করিয়াছেন; কিন্তু ভবিষ্যতে মহা যুদ্ধের আয়োজন করিবার জন্য তিনি শক্তিসামর্থ্য ও অর্থব্যয়ে কোনদিন ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই।—সম্রাট উইলিয়ামের চরিত্রগত একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলেন, এমন কি, তাহাকে মুখ খুলিবারও অবসর দেন না; কিন্তু যে যে কথা বলে, তাহা তিনি বেশ মনে করিয়া রাখিতে পারেন। এমন প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু সম্রাট বোধ হয় পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। কেহ স্বাধীন ও বিচার-বুদ্ধিসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করিলেও সম্রাট অধীর হইয়া উঠেন; সে কথা যতই যুক্তি-যুক্ত ও সদুপদেশপূর্ণ হউক, সম্রাট তাহা গ্রাহ্য করেন না। সুতরাং যাঁহারা বিনা প্রতিবাদে তাঁহার উক্তির প্রতিধ্বনি করিতে পারেন, অথচ তাঁহারা যে স্তাবক ইহা সম্রাটকে বুঝিতে না দেন,—তাঁহারাই সম্রাটের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকেন। অন্যান্য দেশের রাজগণের ন্যায় সম্রাট উইলিয়ামের পারিষদবর্গের মধ্যেও স্তাবকের সংখ্যা অল্প নহে!—কৈসার উইলিয়াম এ পর্য্যন্ত ত্রয়োদশবার মাতুলালয়ে ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়াছেন;

শেষবার তিনি তাঁহার মাতুল সপ্তম এডোয়ার্ডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিতে গিয়াছিলেন।

কৈসার উইলিয়াম সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পরিবর্ত্তনের তরঙ্গে জর্ম্মান সাম্রাজ্য প্লাবিত করিয়াছেন। এমন কোনও বিষয় নাই, যাহা তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিয়াছে। সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি, গার্হস্থ্য-নীতি—সকল বিষয়েই তিনি হস্তক্ষেপন করিয়াছেন। তাঁহার অনন্য-সাধারণ সংস্কার প্রভাবে জর্ম্মানী নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এমন কি, তিনি জর্ম্মান জাতির আচার ব্যবহার ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রণালীতেও পরিবর্ত্তন সংসাধন করিয়াছেন! যে বিষয় তাঁহার অনুমোদিত নহে—তাহাতেই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। আহারে বসিয়া কি ভাবে আহার করিতে হইবে, কিরূপ আদব-কায়দায় চলিতে হইবে, কখন কিরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইবে, এমন কি, থিয়েটারে, ভজনালয়ে, রাজপথে চলিবার সময় কোন্ কোন্ নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে, তাহারও তিনি ব্যবস্থা আঁটিয়া দিয়াছেন। এ সকল নিয়ম অতি উৎকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ নাই; কিন্তু সকলে এই সকল নিয়ম মানিয়া চলিতেছে কি না, তাঁহার আদেশ অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে,—এত পাহারাওয়ালা জর্ম্মানীতে নাই। কৈসার নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন—কোনও জর্ম্মান মহিলা অশ্বারোহণে যাইবেন না, আত্মসম্মানজ্ঞানবিশিষ্টা কোনও মহিলা 'রুজ্' বা 'পাউডার' সহযোগে প্রসাধন করিবেন না।—প্রত্যেক জর্ম্মান বালিকাকে টেনিস্ খেলা শিখিতে হইবে।—রমণী-সমাজ সম্রাটের এই সকল আদেশপালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

শিল্পকলা, বিজ্ঞান, নাট্যকলা, সাধারণ শিক্ষা, সকল বিষয়েরই সম্যক আলোচনা ও উন্নতির প্রতি সম্রাটের লক্ষ্য আছে। সম্রাট জর্ম্মানীর

সমর-বিভাগ ও জর্ম্মানীর অভিজাত সম্প্রদায়ের বিধাতৃস্থানীয়। জর্ম্মানীর অভিজাতবর্গের মধ্যে তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—যাঁহাদের পিতৃপুরুষেরা অতীত কালে কোন-না-কোন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। জর্ম্মানীতে এরূপ বংশের সংখ্যা তিন শত। সেই সকল রাজার রাজ্য এখন জর্ম্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে, রাজ-বংশধরেরা এখন পেন্সন ভোগ করিতেছেন; তন্মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার এখনও পূর্ব্বের উপাধি ভোগ করিতেছেন, রাজ্য গিয়াছে—কিন্তু অমুক রাজ্যের 'যুবরাজ' এই আখ্যায় তাঁহারা সম্মানিত হইতেছেন। ইঁহারা জর্ম্মানীর প্রথম শ্রেণীর "বনিয়াদী ঘর।"—ইঁহারা আধুনিক সম্ভ্রান্ত বণিক সম্প্রদায়ের সহিত মেলামেশা করেন না। তবে অনেকে বিষ হারাইয়া 'ঢোঁড়া' হইয়া কাঞ্চন-কৌলিন্যের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছেন; অজ্ঞাতকুলশীল ধনাঢ্য বণিকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন।

কৈসার উইলিয়ামের বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ; জর্ম্মানীতে প্রকৃত বাগ্মীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিয়াই জনসাধারণ তাঁহার এই শক্তিতে অধিক মুগ্ধ।—তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "আমি যুদ্ধের পক্ষপাতী নহি, কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে দেশকে অব্যাহত রাখিতে হইলে অন্যের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করা আবশ্যক।"—তাঁহার এই উক্তির মূলে কি পরিমাণ সত্য আছে, তাহা পাঠক বিচার করুন। তবে একথা সত্য যে, তাঁহার এই যুক্তি অনুসারে তিনি গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া শক্তির উদ্বোধন করিয়া আসিয়াছেন। সমগ্র ইউরোপের শান্তিসূত্র তিনিই আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ক্রমাগত সৈন্য-সংখ্যা ও যুদ্ধোপকরণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তাই তিনি শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না।—শান্তির ধ্বজা স্কন্ধে লইয়া, শান্তির মহিমা গান করিতে করিতে তিনি স্বয়ং এমন ভীষণ রণরঙ্গে অবতরণ করিলেন—যাহার

তিনি আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধঘোষণা করিতে পারেন, শান্তি স্থাপনও করিতে পারেন ; তিনি স্বয়ং রাজদূত ও মন্ত্রী নিযুক্ত করেন ; এজন্য তিনি রাষ্ট্রীয় মহাসভার মুখাপেক্ষী নহেন। সাম্রাজ্যে তাঁহার অসীম ক্ষমতা ; তিনি প্রসিয়ার বংশানুক্রমিক রাজা হইলেও সমগ্র জর্ম্মানজাতির সম্রাট।

ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার ন্যায়—জর্ম্মানীতেও এক মহাসভা আছে ; ইহা দুই অংশে বিভক্ত। একটি—ইংলণ্ডের লর্ড সভার ন্যায় উচ্চ বংশীয় অভিজাতবর্গের সভা ;—ইহার নাম বণ্ডেস্‌র্যাট (Bundesrat) ; এই সভার সভ্যসংখ্যা ৬১ ; প্রত্যেক পাঁচবৎসর অন্তর জর্ম্মানীর বিভিন্ন প্রদেশ ও ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য বা রাজ্যাংশ (Principality) হইতে এই সকল সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। যে প্রদেশ বা রাজ্য যত ছোট বা বড়, সেখানকার সভ্য সংখ্যাও তদনুপাতে কমবেশী হইয়া থাকে।

সাধারণ সভা হাউস অব কমন্সের মত ;—তাহার জর্ম্মান নাম রিষ্টাগ্‌ (Reichstag) ইহার সভ্য সংখ্যা ৩৯৭ জন। এই সভ্যেরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন ; তাঁহাদেরও সভ্য থাকিবার মেয়াদ একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর।

কৈসার স্বেচ্ছানুসারে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। মন্ত্রীদের কোনও সভা নাই ; বৃটীশ মন্ত্রীসভার সদস্যেরা যেমন তাঁহাদের কার্য্যের জন্য পার্লিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদিহী করিতে বাধ্য, কৈসারের মন্ত্রীসমাজের সহিত তদ্দেশীয় মহাসভার সেরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। এক একজন মন্ত্রীর উপর এক এক বিভাগের ভার অর্পিত আছে ; তাঁহারা স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব বিভাগের কার্য্য পরিচালিত করিলেও প্রধান মন্ত্রী তাঁহাদের সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। প্রধান মন্ত্রীই কৈসারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। জর্ম্মানীর রাষ্ট্রীয় মহাসভা কোনও বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর কৈফিয়ৎ চাহিতে পারেন, কিন্তু কোন বিষয়ে তাঁহার কতটুকু দায়িত্ব, তাহা

নির্দ্দিষ্ট নাই। প্রধান মন্ত্রী অভিজাতবর্গের সভায় (Bundesrat) সভাপতিত্বও করিয়া থাকেন।

উভয় সভার অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারেই আইন 'পাশ' হইয়া থাকে; কিন্তু এ জন্য কৈসারের অনুমতি অপরিহার্য্য। মন্ত্রীসমাজও এই সভায় কোন আইনের খসড়া পেশ করিতে পারেন; জর্ম্মান পার্লিয়ামেণ্ট তাহা পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত আকারে পাশ করিতে পারেন, তাহা অগ্রাহ্য করিতেও পারেন। ইংলণ্ডের মন্ত্রীসমাজ পার্লিয়ামেণ্টে কোনও আইন পাশ করিবার প্রস্তাব করিলে, পার্লিয়ামেণ্ট যদি তাহা অগ্রাহ্য করেন—তাহা হইলে শাসনপরিষদের পরিবর্ত্তন ঘটে; এমন কি, পার্লিয়ামেণ্ট পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। কিন্তু জর্ম্মানীতে সেরূপ কিছু হয় না; তবে কৈসার পার্লিয়ামেণ্ট ভাঙ্গিয়া না দিলে এক মাসের মধ্যে পুনর্ব্বার তাহার অধিবেশন আরম্ভ হয়। আর যদি তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া দেন, তাহা হইলে দুই মাসের মধ্যে নূতন পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন শেষ করিয়া, তিন মাসের মধ্যে তাহার অধিবেশন আরম্ভ হইয়া থাকে।

জর্ম্মানীদেশে যে সকল দল আছে—সেই সকল দলের কোনও একটি দল বা ব্যক্তিবিশেষ নূতন কোনও আইনের খসড়া পার্লিমেণ্টে পেশ করিতে পারেন; তাহা উভয় সভার পরিগৃহীত হইলেও কৈসারের সম্মতি-ব্যতিরেকে আইনে পরিণত হইতে পারে না।—কৈসার তাহা অগ্রাহ্য করিলে সেখানেই তাহার শেষ।

কাগজে-কলমে, কৈসার এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ কোনও ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তনে সমান অধিকারী হইলেও কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। যদি রিষ্ট্যাগ কৈসারের প্রবর্ত্তিত কোনও ব্যবস্থা রদ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে পার্লিয়ামেণ্ট ভাঙ্গিয়া নূতন পার্লিয়ামেণ্ট গঠিত হয়। তবে

কৈসার তাঁহার মন্ত্রীসমাজের সাহায্যে রিষ্ট্যাগে কোনও আইন উপস্থাপিত করিলে তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট আন্দোলন আলোচনা হয়; তাহার কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হইতেও পারে,—কিন্তু তাহা পাশ করিতেই হইবে।

ইংলণ্ডেশ্বর বৃটীশ মহাসভায় বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা করিলে তাহার মর্ম্ম মন্ত্রীগণের অজ্ঞাত থাকে না; সে জন্য ইংলণ্ডের জনসাধারণ মন্ত্রীসমাজকেই দায়ী মনে করেন, এবং বক্তৃতা প্রস্তুত হইলে তাহা পাঠের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কোনও মন্ত্রীকে তাহা স্বাক্ষরিত করিতে হয়; সাধারণতঃ, প্রধান মন্ত্রীই তাহাতে স্বাক্ষর করেন; কিন্তু কৈসার জর্ম্মান মহাসভায় কখন কোন্ বক্তৃতা করিবেন, তাহা "দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ?"—এমন কি, কৈসারও অনেক সময় বলিতে পারেন না—কখন তাঁহাকে কিরূপ বক্তৃতা করিতে হইবে। কিন্তু বক্তৃতা করিবার সময় তিনি প্রকাশ করেন,—সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতেই তাঁহার এই বক্তৃতা।

ইংলণ্ড কোনও রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণায় উদ্যত হইলে পার্লিয়ামেণ্টে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয়। বৃটীশ পররাষ্ট্রসচিব যুদ্ধের আবশ্যকতার কারণ বুঝাইয়া দেন। কিরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়াছে, বিপক্ষগণের সহিত কিরূপ পত্র-ব্যবহার হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সম্যক আলোচনা হওয়ায় জনসাধারণ যুদ্ধের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে সকল কথাই জানিতে পারে। কিন্তু জর্ম্মান সম্রাট যুদ্ধঘোষণা করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন; তিনি বড় জোর বলেন,—সাম্রাজ্যের স্বার্থ-রক্ষার জন্য এই যুদ্ধ। তাঁহার এই কৈফিয়তেই প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, কৈসার জর্ম্মান সাম্রাজ্যে একপ্রকার সর্ব্বশক্তিমান। ইউরোপের অন্য কোনও সম্রাটের হস্তে এত শক্তি ন্যস্ত হয় নাই। কৈসারের এই বিপুল শক্তি যথেচ্ছাচারের নামান্তর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম উইলিয়াম যে

রাজশক্তি পরিচালিত করিতেন, বর্ত্তমান কৈসার তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তি পরিচালিত করিয়া থাকেন। কারণ, প্রথম উইলিয়ামের সময় প্রসিয়া দরিদ্র ছিল, সমরনিপুণ হইলেও বহু যুদ্ধ ও বহু বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া তাহাকে তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

জর্ম্মান সম্রাট বর্ত্তমান কৈসারের আয় কত, ইহা জানিবার জন্য পাঠকবর্গের আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক।—জর্ম্মান সাম্রাজ্যের 'সম্রাট' হিসাবে তাঁহার বার্ষিক আয়—এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ উনিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু প্রশিয়ার নিকট হইতে তিনি পূর্ব্বে এক কোটী সাড়ে পনের লক্ষ টাকা (৭৭০,০০০ পাউণ্ড) পাইতেন; এখন এক কোটী পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা (৯০০০০০ পাউণ্ড) আদায় করেন। কিন্তু সিংহাসনারোহণের পর কয়েক বৎসর বার্ষিক প্রায় দেড় কোটী টাকা আয়েও তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না; তাঁহাকে সর্ব্বদাই অর্থের অভাব অনুভব করিতে হইত। কারণ পৃথিবীতে বর্ত্তমান কৈসারের ন্যায় অমিতব্যয়ী সম্রাট আর কেহই নাই। এই জন্যই তাঁহার কোনও চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন, 'The Kaiser is probably the wildest spendthrift that ever wore a crown''

তাঁহার এই অমিতব্যয়িতার যথেষ্ট কারণও আছে। তাঁহার বাসোপযোগী 'কাস্‌ল' ও প্রাসাদের সংখ্যাই পঞ্চাশটি। এই সকল বাসভবনের জন্য তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে সরঞ্জমী খরচ যোগাইতে হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্য তিনটি থিয়েটার আছে। প্রথম, বার্লিনের 'রয়াল অপেরা,' দ্বিতীয়, 'রয়াল থিয়েটার', তৃতীয়, 'উনস্‌বাডেনের 'রয়াল থিয়েটার।' এই সকল প্রমোদভবনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রতিবৎসর তাঁহাকে অগাধ অর্থ দণ্ড দিতে হয়। থিয়েটারের ব্যবসায়ে তিনি কোনও দিন লাভবান হইতে পারেন নাই; চিরদিন ক্ষতি সহ্য করিয়াই

আসিতেছেন। কৈসারের রাজসভার ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণ রাজসভা ইউরোপে অন্য কোনও সম্রাটের নাই; অন্য কোনও রাজান্তঃপুরেও এত বিপুল অর্থ ব্যয় হয় না। তাঁহার খাসের কর্ম্মচারীগণের বেতনও উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীগণের বেতনের অনুরূপ। তাঁহাদের পদের নামও তদ্রূপ আড়ম্বরপূর্ণ; কেহ 'মিনিষ্টার অব দি ইম্পিরিয়াল হাউস্', কেহ 'ডিরেক্টার অব দি ইম্পিরিয়াল হাউস্', কেহ 'ডিরেক্টর অব রয়াল আর্কিড্স্, কেহ 'প্রেসিডেণ্ট অব দি হেরালড্রি', কেহ 'কোর্ট মার্শাল', কেহ 'মাষ্টার অব দি ষ্টেবলস্', কেহ 'মাষ্টার অব দি সেরিমনিস্',—এইরূপ কত বড় বড় পদ তাঁহার খাসের কর্ম্মচারীরা অধিকার করিয়া সম্বৎসরে এক একটি রাজ্যের আয় ভোগ করিতেছেন—তাহার তালিকা লিখিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। এ সকল অর্থই কৈসারের পকেট হইতে যোগাইতে হয়।

ইহার উপর কৈসারের ন্যায় আত্মীয়-পালক সম্রাট পৃথিবীতে আর একজনও নাই। তিনি অসংখ্য আত্মীয়কে যথাযোগ্য মাসিক বৃত্তি দান করিয়া প্রতিপালিত করিতেছেন। তাহার ছয় পুত্র; তাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক, বিবাহিত; পুত্র ও পুত্রবধূদের সকল ব্যয় তাঁহাকেই নির্ব্বাহ করিতে হয়,—সে বড় সামান্য ব্যয় নহে।—এতদ্ভিন্ন কৈসার দেশভ্রমণের একান্ত অনুরাগী। দেশভ্রমণে প্রতি বৎসর তাঁহার প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়; ভ্রমণের ব্যয় ত আছেই, তদ্ভিন্ন বাদসাহ হারূণ-অল-রসিদের মত তিনি দাতা। দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া তিনি সামান্য কারণে বা অকারণে অনেককে এত অধিক পুরস্কার দান করেন যে, প্রাচ্য ভূখণ্ডেই এক সময় নরপতিগণের তাহা শোভা পাইত। তিনি প্রবাসযাত্রা করিবার সময় জাহাজ বোঝাই হীরকাঙ্গুরীয়, পিন্, সোণার ঘড়ি, নেক্লেস্ প্রভৃতি লইয়া যান,—উপহার দানের জন্য।

শিল্প, বিজ্ঞান, বিবিধ কলাবিদ্যার তিনি যে একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক, ইহা প্রদর্শনের জন্যও তিনি অপরিমিত অর্থ ব্যয় করেন।—কোনও নূতন

চিত্রকর কি ভাস্করকে প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া মনে করিলে, তিনি তাঁহার শ্রমজাত শিল্প যে মূল্যে ক্রয় করেন,—তাহার প্রকৃত মূল্য বাজারে অনেক কম। তিনি তাঁহার প্রাসাদসমূহ সুশোভিত করিবার জন্য যে সকল শিল্পদ্রব্য ক্রয় করেন, তাহাতে তাঁহার রুচি অপেক্ষা খেয়ালেরই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। পুরস্কৃত ব্যক্তির যোগ্যতা অপেক্ষা তাঁহার খেয়ালের উপরেই পুরস্কারের পরিমাণ নির্ভর করে। অনেক সময় এমনও দেখা গিয়াছে—তিনি হয় ত কোথাও একটি প্রাচীন বিধ্বস্তপ্রায় ভজনালয় দেখিলেন; তাঁহার খেয়াল হইল সেটিকে তিনি তাঁহার নিজের রুচি অনুসারে নূতন করিয়া নির্ম্মিত করিবেন।—সেই জীর্ণ ভজনালয়ের নির্ম্মাণকল্পে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা মঞ্জুর হইয়া গেল; তাঁহার প্রধান ইঞ্জিনিয়ারদের উপর তাহার পুনর্গঠনের ভার পড়িল।

কৈসারকে বাল্যকালে অর্থকৃচ্ছ্রতা সহ্য করিতে হইয়াছিল; এখন তিনি তাহারই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এই নিদারুণ অমিতব্যয়িতার মধ্যেও কখন কখন তাঁহাকে এমন কার্পণ্য প্রকাশ করিতে দেখা যায় যে, মনে হয় ইহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এখানে তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। একবার তাঁহার কন্যার জ্যাকেটের বোতামগুলি পছন্দ না হওয়ায় তিনি সেই সকল বোতামের পরিবর্ত্তে পছন্দমত বোতাম চাহিয়া বসেন।—কৈসার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক একটি বোতামের দাম কত?" সম্রাটনন্দিনী বলিলেন, "বার আনা।" কৈসার সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি! বার আনা দামের এক একটা বোতাম তোমার পোষাকে (yachting suit) আঁটিতে হইবে?—এ তোমার অন্যায় আবদার!"—কৈসার-দুহিতার প্রার্থনা পূর্ণ হইল না। অনেক বিষয়ে সাধারণ গৃহস্থেরা যে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হন, এমন কি অপরিহার্য্য মনে করেন, কৈসার অনেক

সময় তাহা অনাবশ্যক বাজেখরচ মনে করেন! লক্ষ লক্ষ টাকা বৃথা নষ্ট হইতেছে—সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই; কিন্তু একটা পয়সা বাজেখরচ হইলেই তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হয়! ইহাকেই বোধ হয় খাঁটি বাঙ্গালায় বলে "বজ্র আঁটুনি—ফক্কা গেরো!"

কৈসারের অন্তঃপুরের ইতিহাস-লেখিকা লিখিয়াছেন,—

যিশুখৃষ্টের জন্মোৎসবে ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় জর্ম্মানীতেও আনন্দস্রোত পূর্ণ বেগে প্রবাহিত হয়। এই উপলক্ষে কৈসার প্রাসাদস্থ দাসদাসীগণকে পুরস্কৃত করেন; কিন্তু এই পুরস্কারের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য। যিনি দেশভ্রমণকালে দানশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিভিন্ন দেশের অধিবাসীগণকে বিস্ময়াভিভূত করেন, তিনি ধর্ম্মোৎসবে প্রাসাদস্থিত প্রত্যেক ভৃত্যকে দশ 'মার্ক' অর্থাৎ সাড়ে সাত টাকার অধিক দান করা অপব্যয় মনে করেন! এই পুরস্কারের নাম 'আদারুটি' খাওয়ার বক্‌শিস্।

যে সকল খানসামা কৈসারের সঙ্গে অষ্টপ্রহর থাকে,—তাহাদের প্রত্যেকে এই সময় পঞ্চাশ 'মার্ক' অর্থাৎ সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা হিসাবে পায়।—এই পুরস্কার ব্যতীত কৈসার তাঁহার কোনও ভৃত্যকে অন্য কোনও সময় কোনও কারণে পুরস্কার প্রদান করেন না।

কৈসার অশ্বারোহণে রাজপথে ভ্রমণে বাহির হইলে অনেক ভিক্ষুক তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করে; তাঁহার প্রহরীরা তাহাদের এই ধৃষ্টতা দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানে তাহাদিগকে রাজপথ হইতে নিঃসারিত করে না, বা তাহাদিগকে কারাগারেও প্রেরণ করে না।—কৈসারের এই প্রাচ্যদেশসুলভ উদারতায় বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না; কারণ, যাহারা কিঞ্চিৎ ভিক্ষা লাভের জন্য তাঁহাকে বিরক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদিগকে তিনি কারাগারে প্রেরণের ব্যবস্থা না

করিয়া তিন 'মার্ক' হিসাবে ভিক্ষা দান করেন! এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক রবিবারে ভিক্ষুকদের জন্য তিনি দাতব্য-ভাণ্ডারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থও দান করেন। ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া এই টাকা দেওয়া হয়; যত টাকা দিতে হইবে তাহা কৈসারের একজন কর্ম্মচারী তাঁহার শকটারোহণ-কালে তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। ভিক্ষুকেরা প্রাসাদসংলগ্ন আস্তাবলে আসিয়া রাজকীয় ভিক্ষার জন্য দরখাস্ত করিলে ভিক্ষা পায়।

'হাইলিজার এবেণ্ডে' অর্থাৎ খৃষ্টোৎসবের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে কৈসার সাধারণ ভদ্রলোকের ন্যায় পোষাক পরিয়া একাকী ভ্রমণে বহির্গত হন। সেদিন তাঁহার কোনও দেহরক্ষীর বা কর্ম্মচারীর তাঁহার সঙ্গে গমনের নিয়ম নাই। অবশ্য, পুলিসের গুপ্তচরেরা (Secret police) তাঁহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখে, এবং তিনি যাহাতে কোনও রূপে বিপন্ন না হন—তাহারও ব্যবস্থা করিয়া রাখা হয়। এই সময় তিনি সাধারণতঃ নগরের মধ্যেই থাকেন, এবং দরিদ্র নাগরিকগণকে কিছু কিছু অর্থদান করিয়া উৎসবে তাহাদিগকে আমোদ করিতে বলেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রথম প্রথম দুইশত মার্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণ মুদ্রা পকেটে লইয়া বাহির হইতেন। তাঁহার ধনাধ্যক্ষ মেস্‌নার একবার বাছিয়া বাছিয়া নূতন চক্‌চকে টাকা তাঁহার সঙ্গে প্রদান করিলে কৈসার হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ রাত্রে গরীব বেচারাদের বড়ই সৌভাগ্য দেখিতেছি! টাকাগুলি বড় সুন্দর।"

ইহার একটি কৌতূহলোদ্দীপক গল্প আছে। বলিয়াছি, কৈসার পূর্ব্বে দরিদ্রদিগকে খৃষ্টমাস-উপহার স্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতেন; কিন্তু সেইবার তিনি তাঁহার কোর্ট মার্সাল, কাউণ্ট ইউলেন-বর্গকে বলেন, "মেস্‌নারকে বলিয়া দিবে—সোনার টাকা না দিয়া এবার যেন সে রূপার টাকা আমার সঙ্গে দেয়।" তাই মেস্‌নার বাছিয়া

বাছিয়া চক্‌চকে টাকা দিয়াছিল। সোণার টাকার পরিবর্ত্তে রূপার চক্‌চকে টাকা পাইয়াই গরীবেরা ভুলিবে, এবং তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে, এ ভরসা তাঁহার অবশ্যই ছিল।—আমরাও কি চক্‌চকে জর্ম্মান পণ্যে মুগ্ধ নহি ?

যাহা হউক, সম্রাট যখন মোহরের পরিবর্ত্তে টাকা বাহির করিবার আদেশ প্রদান করেন, সেই সময় সাম্রাজ্ঞী সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; সম্রাটের উদারতা ও মিতব্যয়িতার পরিচয় পাইয়া তিনি একটু হাসিলেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া কৈসার বলিলেন, "দেখ, এই যে গরীবদের ক্রাউন, ডবল ক্রাউনগুলা বিতরণ করা যায়—এটা ভাল কি মন্দ, তাই ভাবিতেছিলাম। কোনও বেটা শয়তান হঠাৎ যদি সন্দেহ করিয়া বসে, আর আমাকে সুদ সমেত উহা ফিরাইয়া দেয়,—তবেই দেখ কি বিভ্রাট ! আমি উহাদের সন্দেহের ও নিজের বিপদের মধ্যে না গিয়া সোনার পরিবর্ত্তে রূপার টাকা দিয়াই আমার অভাবগ্রস্ত বন্ধুদের সাহায্য করিব।"

মহিষী সম্রাটকে চিনিতেন, কিন্তু রসিকতার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "ওঃ, তোমার কি দূরদৃষ্টি !"

সাম্রাজ্ঞীর সখীরাও সেখানে ছিলেন ; কৈসারের কথা শুনিয়া কাউণ্টেস্ ভন ব্রকডর্ফ স্ অন্য একজনের কাণের কাছে বলিলেন, "সম্রাটের দূরদৃষ্টি সর্ব্বত্র !"—একজন কাউণ্ট সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন ; তিনি নিম্ন স্বরে বলিলেন, "বিশেষতঃ পকেটের উপর।"—সম্রাট যে চক্‌চকে টাকাগুলি এবার সঙ্গে লইয়াছিলেন, তাহা একশতও নহে, সাতান্নটি 'মার্ক' মাত্র !—"ক্রমশঃ বিজ্ঞতম ভবতি জনঃ।"

সম্রাট বাল্যকালে ইচ্ছানুরূপ অর্থ হাতে পাইতেন না,—যাহা হাতে পাইতেন, তাহাও স্বেচ্ছানুসারে খরচ করিতে পারিতেন না ;—পূর্ব্বপুরুষদিগের নিয়ম তাঁহার প্রতিও প্রযুক্ত হইয়াছিল, এবং তিনিও সেই নিয়ম

পুত্রগণ সম্বন্ধেও বহাল রাখিয়াছিলেন। একবার ক্রাউন প্রিন্স ফেড্রারিক একটী সরকারী ভৃত্যকে পট্‌স্‌ডাম হইতে উষ্টারহাউসে কুকুর আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। দশ ক্রোশ দূর হইতে কুকুর আনিয়া দিয়া সে ক্রাউন প্রিন্সকে সন্তুষ্ট করিলে, ক্রাউন প্রিন্স তাহাকে আট মুদ্রা বক্‌শিস প্রদান করেন। ইহাতে তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছিল! বাল্যের অর্থাভাব কখন কখন কৈসারের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে ব্যয়কুণ্ঠ করিয়া তোলে।

সম্রাটের ব্যবসায় বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ। সেরা ব্যবসাদার জর্ম্মান জাতির শিরোমণির ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব কল্পনারও অতীত! কৈসার সৌখীন পুরুষ; তিনি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার 'চাষ' আরম্ভ করিলেন। কাউণ্ট লেন্‌ডর্ফ এই কৃষিকর্ম্মের কর্ত্তা বা অধ্যক্ষ হইলেন। ঘোড়ার চাষে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইতে লাগিল।—চারিদিকে যে প্রতিবাদের কলরোল না উঠিল, একথাও বলিতে পারি না; কিন্তু জর্ম্মান সম্রাট এই ব্যবসায়ে কেবলই অর্থ ঢালিতে লাগিলেন।

ইহার ফলে এত উৎকৃষ্ট অশ্ব উৎপন্ন হইতে লাগিল যে, সৈন্য বিভাগের অশ্বেরও শ্রী ফিরিয়া গেল। ভাল ভাল ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া বড় বড় বাজি জিতিতে লাগিল। কার্ল্‌সহর্ষ্ট ও গ্রনিওয়াল্ডের ঘোড়দৌড়ের মাঠে নরমুণ্ডের স্রোত চলিতে লাগিল। ঘোড়দৌড়-লব্ধ অগাধ অর্থ ক্রমাগত রাজ ভাণ্ডারে জমিতে লাগিল। কৈসার যে টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, ধনভাণ্ডারে তাহার বহু গুণ অধিক অর্থ সঞ্চিত হইল।

কৈসার স্বয়ং অনেক ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তাঁহার 'কাড়িনেন' তালুকে কুমারের কারখানা আছে। এই কারখানায় যে সকল ঘটি বাটি সরা মাল্‌সা নির্ম্মিত হয়—জর্ম্মানীতে তাহাদের মহা সমাদর।—এই সকল জিনিসের সাধারণ নাম—"মাজ্‌লিকার বাসন!" কৈসারের কারখানার

এই সকল বাসন বিক্রয়ের জন্য লিপ্‌জিজার, ষ্ট্রেসি, বার্লিন প্রভৃতি নগরে অনেক আড়ত আছে। সেই সকল আড়তের নাম—"হোহেনজোলার্ণ শ্রমশিল্প ভাণ্ডার।"—আমাদের দেশে জর্ম্মানীর ও অষ্ট্রীয়ার লোহার বাসন পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতেই আমরা কৃতার্থ; পিতল কাঁসা লক্ষ্মীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছে, এখন অবলম্বন লোহার তৈজসপত্র! তাহার পরিবর্ত্তে যদি 'হোহেনজোলার্ণ শ্রমশিল্প ভাণ্ডার' আমাদের স্কন্ধে আরোহণ করেন, তাহা হইলে শস্তায় বাবুগিরির চূড়ান্ত সুযোগ উপস্থিত হইবে, এবং আমাদের স্বদেশীয় কুম্ভকার মহাশয়দিগকে ক্ষৌরকার-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে!

যাহাহউক, কৈসারের এই 'শ্রমশিল্প ভাণ্ডারে'র দিন দিন উন্নতিই হইতেছে; এবং বার্লিন ও অন্যান্য জর্ম্মান নগরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হোটেলে 'মাজ্‌লিকার বাসন' প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সকল বাসনের উপাদানে কৈসারের যে প্রতিমূর্ত্তি (Bust) নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তির ন্যায় সুদৃশ্য হইলেও অত্যন্ত সুলভ; জর্ম্মানীর অনেক লোকই তাহা ক্রয় করিয়া রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদের দেশে আমাদের ভক্তিভাজন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞীর এরূপ প্রতিমূর্ত্তির একান্ত অভাব; অথচ জর্ম্মানীর আমদানী চীনমাটীর পুতুল প্রত্যেক সৌখীন পরিবারেই দুই চারিটি দেখিতে পাওয়া যায়।—কৈসার একটি সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও স্বয়ং ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করেন না; বরং স্বদেশজাত শিল্প দ্রব্যাদির যাহাতে কাটতি বাড়ে, সেজন্য তিনি যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন,—তাহা কোনও পণ্য-ব্যবসায়ী বা দালালের পক্ষেই শোভা পায়। তিনি 'কিয়েল' নামক যে বিশাল খাল খনন করাইয়াছেন, সেই খালে একবার নৌযুদ্ধের অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। দর্শকগণের মধ্যে রুষীয়

রণতরী বহরের একজন অধ্যক্ষ ছিলেন ; তাঁহার নাম এড্‌মিরাল গ্রিগ্‌রো-ভিচ্‌। এই রণাভিনয়ের সময় একখানি 'ক্রুজার' জাহাজ প্রদর্শিত হইয়াছিল; ক্রুজারখানি নূতন ধরণের, ইহা সাবেক ক্রুজারের উন্নত সংস্করণ। এই ক্রুজারখানির প্রতি উক্ত এড্‌মিরালের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কৈসার বলেন, "আমরা অর্ডার পাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এরূপ ছয়খানি 'ক্রুজার' নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারি। রুষিয়া যেরূপ ক্রুজার চাহেন, ইহা ঠিক সেই রকমেরই হইয়াছে।"—সেই স্থানে ইউরোপের কতিপয় প্রধান রাজ্যের নর-পতিগণের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন; কৈসারের দালালীর পরিচয় পাইয়া তাঁহারা সঙ্কোচ অনুভব করিলেও কৈসারকে বিলক্ষণ সপ্রতিভ দেখা গেল।

কৈসারের এই প্রকার ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া জর্ম্মানীর অভিজাত সম্প্রদায় সময়ে সময়ে বিরক্ত হইয়া উঠিলেও, জনসাধারণ বেশ আমোদ উপভোগ করে।—কৈসার এরূপ অনেক ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন—যাহা তাঁহার পক্ষে আদৌ শোভন নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সরাপের ব্যবসায়ের উল্লেখ করিতে পারি। মাদক দ্রব্য গবর্মেণ্টের আবগারী বিভাগের তত্ত্বাবধানেই বিক্রয় হইয়া থাকে; কিন্তু স্বয়ং তাহার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া রাজ্যেশ্বরের শোভা পায় না। কিন্তু হাম্‌বার্গে যে 'চোলাইখানা' (Brewery) আছে, জর্ম্মান সম্রাট তাহার একজন মালিক। তাহাতে তাঁহার যে অংশ আছে, তাহার মুনফা বাবদ তিনি প্রতি বৎসর তিন হাজার টাকা পান।—তাঁহার ন্যায় কোটীপতিও মদ বিক্রয় করিয়া তিন হাজার টাকা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন! তাঁহার বাল্যবন্ধু প্রিন্স কুয়ারষ্টেনবর্গ জর্ম্মানীর একজন ধনকুবের; মদের ভাটির কল্যাণেই তিনি কোটীপতি। তাঁহার এই কারবারে কৈসারেরও অনেক টাকা খাটিতেছে। প্রতি বৎসর তিনি এখান হইতে বিস্তর অর্থ লাভ করেন।

পরলোকগত কাল হেগেন্‌বেক জর্ম্মানাধিকৃত দক্ষিণপশ্চিম আফ্রিকায় 'গাড়োলের' চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। জর্ম্মান সম্রাটই তাঁহাকে সেখানে উঠপাখীর চাষ আরম্ভ করিবার উপদেশ দান করেন; এবং স্বয়ং সেখানে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার অভিপ্রায়ে তুইশত বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীকে প্রচুর পরিমাণে উঠপাখী লইয়া তাহার চাষ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। হেগেন্‌বেক বলিয়াছিলেন, এই ব্যবসায়ে ভবিষ্যতে বিপুল অর্থাগমের আশা আছে।

এইরূপ আমেরিকার ব্রাজিলে, কালিফর্ণিয়ায়, বৃটীশ কলম্বিয়ায় বিভিন্ন ব্যবসায়ের জন্য তিনি বিস্তর মূলধন দিয়াছেন। কিন্তু এ সকল কারবার তাঁহার নিজের নামে চলে না; সুতরাং তিনি যে ইহাতে লিপ্ত আছেন—ইহা অনেকেরই অজ্ঞাত।

হের মার্টিন নামক একজন প্রসিদ্ধ জর্ম্মান লেখক "ন্যাসন্যাল জাইটঙ্গ" নামক জর্ম্মান পত্রিকায় গত বৎসর (১৯১৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভভাগে) লিখিয়াছিলেন, "ব্যক্তিগত হিসাবে কৈসার জর্ম্মান ধনীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি স্বকীয় চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন—তাহার পরিমাণ ত্রিশ কোটী টাকা।"—এই জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রসিদ্ধ ধনকুবের সিসিল রোড্‌স রহস্য করিয়া একবার কৈসারকে বলিয়াছিলেন, "আপনি ইংরাজ হইলে ভাল হইত, তাহা হইলে আমি আপনাকে আমার কারবারের ম্যানেজার করিতাম।"

তৃতীয় অধ্যায়।

কৈসার গার্হস্থ্য সুখের একান্ত পক্ষপাতী। তিনি যে পত্নীবৎসল পতি এবং সন্তানবৎসল পিতা, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার সাহচর্য্যে তিনি অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেন, কিন্তু কার্য্যানুরোধে তাঁহাতে অনেক সময় দূরে দূরে থাকিতে হয়।

প্রত্যেক জর্ম্মান প্রজা জানে, কৈসার রাজার কর্ত্তব্য ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন; এবং তাহাদিগকে কঠোর কর্ত্তব্যে অনুরক্ত ও কঠিন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। সম্রাট হোহেনজোলার্ণ রাজবংশের প্রথানুসারে অল্প বয়সেই তাঁহাদের বিবাহ দিয়াছেন। এই বংশের উৎপাদিকা শক্তি ইউরোপে বিখ্যাত। কৈসার-নন্দনেরাও এই শক্তির সম্যক পরিচয় প্রদান করিতেছেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা রাজপরিবারস্থ সকলেরই বড় আদরের পাত্রী। কৈসার ব্রন্স্‌উইকের ডিউকের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন। এই বিবাহে প্রজামণ্ডলী অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছিল; কারণ, এই বিবাহের ফলে জর্ম্মানীর দুইটি প্রধান বংশের মনোমালিন্য দূর হইয়াছে।

কৈসার-মহিষীর ধরণ-ধারণ অনেকটা সেকেলে। মহিষী অতি বুদ্ধিমতী; তাঁহার চোকমুখ দেখিলেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ন্যায় কেশের প্রাচুর্য্য রমণীগণের আকাঙ্ক্ষার বস্তু; কিন্তু তাঁহার কেশগুলি তুষার-শুভ্র (Suow white)। প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনে তাঁহার অসীম আগ্রহ; প্রজারাও তাঁহার অত্যন্ত পক্ষপাতী। কৈসার মহিষীর জীবন-যাপনের যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সাম্রাজ্ঞী তাহার এক তিলও ব্যতিক্রম

করেন না। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ব্যতিব্যস্ত হইবার আগ্রহ আদৌ তাঁহার নাই; পুত্রকন্যাগণের সুখ সচ্ছন্দতা, গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম, স্বীয় পরিচ্ছদ-পারিপাট্য ও স্বামীর মনোরঞ্জন ভিন্ন অন্য দিকে তাঁহার বড় লক্ষ্য নাই।

সাম্রাজ্ঞী প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে কৈসারের কোনও পার্শ্বচরের নিকট তাঁহার পরদিনের দৈনন্দিন কার্য্যের তালিকা সংগ্রহ করেন, এবং তদনুসারে স্বামীর সহিত সাক্ষাতের সময় স্থির করেন। সাম্রাজ্ঞী কোনও কারণে স্বামীর সহিত আলাপে যোগদান করিতে না পারিলে উভয়েই অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন, এবং দিনটি বৃথা গেল মনে করেন। কৈসার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূকে অত্যন্ত স্নেহ করেন; মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য চলিতেছিল, কিন্তু সে জন্য পুত্রবধূর প্রতি তিনি কোনও দিন বিরাগ বা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। পুত্রবধূকে তিনি কন্যার ন্যায় ভালবাসেন, এবং অনেক বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন।

কৈসার যখন প্রাসাদে থাকেন—তখন প্রত্যহ প্রভাতে ছয়টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া দৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। রাজধানী হইতে স্থানান্তরে গিয়া তিনি প্রভাতে সাতটার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করেন না। প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বেই তাঁহার অনেক কাজ শেষ হইয়া যায়। প্রাতর্ভোজনের সময় রাজকায়দা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়; রাজপরিবারের বাহিরের কোনও লোক সে সময় খানার টেবিলে উপস্থিত থাকেন না। প্রাতর্ভোজনের পর কৈসার রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। সেই সময় রাজকীয় আড়ম্বর ও আদবকায়দা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অন্য কোনও সম্রাটের রাজসভায় এমন বাহ্যাড়ম্বর দেখা যায় না। কৈসারের রাজ-দরবারের আড়ম্বরের তুলনায় রুষ সম্রাট-দরবারের আড়ম্বরও তুচ্ছ!

কৈসার প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ঠাণ্ডা মাংস ও বিয়র মদ্যে উদর পূর্ণ

করেন ; এই সময়ের খানাও পারিবারিক গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে। রাজকীয় পান ভোজনের যে বাঁধা নিয়ম আছে,—সে নিয়মে তখন কাজ হয় না। কৈসার তখন জর্ম্মানীর মধ্যবিত্ত গৃহস্থের আদর্শেই পান ভোজন শেষ করেন। গৃহস্থ-পরিবারে ভোজনকালে যেমন অসঙ্কোচে হাসি, গল্প, আলাপ চলে, সে সময় তাঁহার ভোজন-টেবিলেও সেইরূপ চলিয়া থাকে। পরিবারের বহির্ভূত কোনও কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও কৈসার মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত একত্র ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। এ সময় তাস খেলাও চলে ; কিছু কিছু টাকা বাজি রাখিয়া খেলা হয়। কিন্তু তিনি প্রায়ই কাহাকেও হারিতে দেন না। যদি তিনি বুঝিতে পারেন—প্রতিপক্ষ স্বেচ্ছায় হারিয়া তাঁহাকে জিতাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করেন।

কৈসার পেটুকের মত খাইতে পারেন। তিনি বলেন, তাঁহার খুব ক্ষুধা হয়। তিনি মদ্যপানে অভ্যস্ত হইলেও কখনও মাত্রাধিক্য ঘটে না ; এ বিষয়ে তাঁহার সংযম প্রশংসনীয়। পলাণ্ডু সংযুক্ত মাংসের 'কাবাব' (যাহা 'হাম্‌বার্গ-ষ্টিক' নামে প্রসিদ্ধ) কৈসারের প্রিয় খাদ্য। এতদ্ভিন্ন হাঁসের 'রোষ্টে' তাঁহার বড়ই রুচি ; কিন্তু ইহা খাইলেই তাঁহার পেট অত্যন্ত গরম হয়, এবং তাঁহার আচরণে সেই উত্তাপের তীব্রতা সকলেই বুঝিতে পারে। এই জন্য সম্রাটের প্রধান বাবুর্চি হের কার্ল জেডিকে হাঁসের 'রোষ্ট' কোনও দিন তাঁহাকে পরিবেশন করিতেন না। পাচকপ্রবর জানিতেন, কৈসার হাঁসের 'রোষ্ট' আহার করিলেই তাঁহার মেজাজ উগ্র হইয়া উঠে, এবং অকারণে তিরস্কারের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়।—কিন্তু হের কার্ল জেডিকে এখন জীবিত নাই।

হের জেডিকে 'চেফ্' আখ্যাধারী জর্ম্মান পাচক। তিনি কৈসারের জন্য ফরাসী ধরণে রাঁধিতেন। ফরাসী পাচকেরাই ইউরোপের সর্ব্বত্র

রন্ধনবিদ্যা-বিশারদ বলিয়া খ্যাত। কৈসার ফরাসী খানার তেমন পক্ষপাতী নহেন; তিনি খাঁটি জর্ম্মান খানাই পছন্দ করেন, ইহা বুঝিয়া জেডিকে রন্ধনের আদর্শ পরিবর্ত্তিত করিয়া সম্রাটকে খুসী রাখিতেন। জেডিকের রান্না সম্রাট অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেন। জেডিকে ফরাসী দেশের অনেক ব্যঞ্জনের জর্ম্মান নাম দিয়াছিলেন! রন্ধন ফরাসী ধরণে হউক,—কিন্তু ব্যঞ্জনের জর্ম্মান নাম হওয়া চাই; তাহা হইলে ভোজনে সম্রাটের তৃপ্তির অভাব হয় না।

কৈসারের নাপিতের নাম হের হাবি। ইনি জর্ম্মান সম্রাটের ক্ষৌরকার,—সুতরাং বড় সাধারণ লোক নহেন! এই নরসুন্দর অসাধারণ ধূর্ত্ত। আমরা কৈসারের চিত্রপটে তাঁহার যে আকাশমুখো গোঁফ দেখিতে পাই, নরসুন্দর হাবিই এই জগদ্বিখ্যাত অদৃষ্টপূর্ব্ব গুম্ফের আবিষ্কর্ত্তা। হের হাবি ইংলণ্ডেও অপরিচিত নহেন। লোকটি খুব জোয়ান, দেখিতে সৈনিক পুরুষের ন্যায় ভঙ্গিবিশিষ্ট; তাঁহার উর্দ্ধমুখী বিরাট গোঁফের বাহার দেখিয়া উইণ্ডসরের ছোট ছোট ছেলেরা তাঁহাকে কৈসার বলিয়া ভ্রম করিত; তাঁহাকে পথে বাহির হইতে দেখিলেই তাহারা তাঁহার অভ্রভেদী গোঁফের জন্য হাততালি দিয়া বিদ্রূপ করিত।

কৈসারের গুম্ফের প্রসাধনের জন্য হের হাবি একপ্রকার আরোক প্রস্তুত করেন; এই আরোকের নাম দিয়াছিলেম, "এস-ইষ্ট-এরিচ।"—ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। এই দ্রব পদার্থে কৈসারের একচেটে অধিকার; তিনি ভিন্ন অন্য কেহ তাহা ব্যবহার করিতে পারে না; আর তাহা কিনিতে পাইলে ত সকলে ব্যবহার করিবে।—কিন্তু কৈসারের উর্দ্ধমুখী সূচ্যগ্র গোঁফের বাহার দেখিয়া যত গুঁফো জর্ম্মান সেইরূপ গোঁফ লাভ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া দাঁড়াইল! সকল দেশেই গড্ডালিকা-প্রবাহ ফ্যাসানের অন্ধ স্তাবক। এক সময় 'এলবার্ট ফ্যাসানের টেরি'

রাজপ্রাসাদ হইতে গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান-সম্প্রদায়ে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছিল! এখন আবার দেখিতে পাই, অনেকে সাহেবী কেতায় চুল ছাঁটেন ;—অর্থাৎ মস্তকের পশ্চাতের চুল ক্রমশঃ খাটো হইয়া ঘাড়ের কাছে ক্ষুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সম্মুখের চুল তিন ইঞ্চি লম্বা! সুতরাং কৈসারের অনুকরণে জর্ম্মান জাতি গোঁফকে আকাশমুখো করিবার জন্য ক্ষেপিয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। সুযোগ বুঝিয়া বুদ্ধিমান হের হাবি 'স্নুরবার বাইণ্ডে'র (schnurrbar binde) আবিষ্কার করিলেন। এই উৎকট নামধারী জিনিসটি এক টুক্‌রা 'ক্যাম্বিস' ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাত্রিকালে গোঁফ-জোড়াটা কোনও আরোকে ভিজাইয়া, সেই ক্যাম্বিসখণ্ড ওষ্ঠের উপর দিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। হের হাবির আবিস্কৃত এই 'গুম্ফ-কৌপিন' হাজার হাজার টাকার বিক্রয় হইতে লাগিল। হের হাবির অবস্থা ফিরিয়া গেল। কিন্তু কিছুদিন পরে কৈসার যখন দেখিলেন, জর্ম্মান দেশের মেথর মুদ্দফরাস পর্য্যন্ত তাঁহার গোঁফের অনুকরণে গোঁফ রাখিতেছে ; তখন তিনি বিরক্ত হইয়া গোফের ডগা নিম্নাভিমুখী করিলেন, সুতরাং হের হাবির এমন লাভের ব্যবসায়টি মাটি হইল ; 'গুম্ফ-কৌপিনের' বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল!

যাহাহউক, কৈসারের এই নরসুন্দর-প্রবরের উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কৈসারের দাড়ী কামাইবার সময় হের হাবি তাঁহার মুখমণ্ডলে অনেকক্ষণ ধরিয়া সাবান ঘষিত, ইহাতে একদিন কৈসারের বড় রাগ হয় ; তিনি বলেন, ইহাতে তাঁহার অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়, তিনি ক্ষৌরকার্য্যে আর সাবান ব্যবহার করিবেন না।—দুইদিন পরে হের হাবি সম্রাটকে জানাইল, সে এমন সামগ্রী আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাঁহার মুখে আর সাবান ঘষিতে হইবে না ; সাবান ব্যবহার না করিয়াই

সে ক্ষুরচালনের সুবিধাটুকু আয়ত্ব করিতে পারিয়াছে।—সেই দিন হইতে কৈসারের ক্ষৌরকার্য্যে আর সাবান ব্যবহার করিতে হয় না।

হের হাবির প্রতি আদেশ আছে, সে প্রত্যহ একবার করিয়া সম্রাটের দাড়ী কামাইবে।—কিন্তু সম্রাট তাঁহার ক্ষৌরকার্য্যের যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহার এক মিনিট এদিক-ওদিক হইলেই সর্ব্বনাশ! এক দিন হের হাবি কৈসারকে কামাইতে আসিতে কয়েক মিনিট বিলম্ব করিয়াছিল; কৈসার তাহার কৈফিয়তে কর্ণপাত করিলেন না। হের হাবি সম্রাটের সুতীব্র ভর্ৎসনারাশি পরিপাক করিয়া, কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেল। পর দিন সে যথাসময়ে কৈসারকে কামাইতে আসিলে, কৈসার ক্ষুর-ঘর্ষণের আরাম উপভোগ করিতে করিতে হের হাবিকে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তোমাকে যে সোণার ঘড়িটা বখ্‌শিস্ দিয়াছিলাম,—সেটা এখনও আছে কি?"

হের হাবি ক্ষুর চালাইতে চালাইতে সোৎসাহে বলিল, "আছে বৈ কি ধর্ম্মাবতার, আমার সঙ্গেই আছে।"

কৈসার বলিলেন, "ঘড়িটা কিনিবার সময় মনে হইয়াছিল উহা ঠিক সময় রাখিবে; কিন্তু এখন দেখিতেছি উহা তেমন ভাল নয়। তা তুমি এক কাজ কর, ঘড়িটা আমাকে ফেরত দাও।—আমি উহার বদলে তোমাকে উহা অপেক্ষা ভাল আর একটা ঘড়ি দিব।"

হের হাবি তৎক্ষণাৎ ঘড়িটি কৈসারের হস্তে প্রদান করিল; তিনি তাহা অম্লানবদনে গ্রহণ করিয়া তাহাকে পানের ডিবার মত বৃহৎ একটা ঘড়ি দিলেন, তাহা নিকেল নির্ম্মিত; এবং তাহার মূল্য দুই 'মার্ক' অর্থাৎ দেড়-টাকার অধিক নহে!—বেচারা হাবি বুঝিল, পূর্ব্বদিন কৈসারকে কামাইতে আসিতে দুই মিনিট বিলম্ব হওয়াতেই মূল্যবান ও সুদৃশ্য সোণার ঘড়ির পরিবর্ত্তে এই 'বে-ঢপ' পানের ডিবাটি তাহার পকেট ছিঁড়িতে আসিল!

কৈসারের রসিকতা এইরূপ পিত্তনাশিনী। একবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্লসহর্ষ্টে ঘোড়দৌড় খেলিতে গিয়াছিলেন। তিনি যে ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন, তাহাই বাজি জিতিয়াছিল বটে; কিন্তু যুবরাজ একটা নয়ঞ্জুলির ভিতর পড়িতে পড়িতে অতি কষ্টে সাম্‌লাইয়া লইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া সম্রাট যুবরাজকে ধমক দিয়া বলিলেন, "খানায় পড়িয়া পঞ্চত্ব লাভের জন্যই যুবরাজেরা জন্মগ্রহণ করে না, তাহাদের অন্য কর্ত্তব্যও আছে।"

বক্তৃতা-স্পৃহা কৈসারের একটা রোগবিশেষ; বক্তৃতাদানের কোনও-একটা উপলক্ষ্য পাইলে আর রক্ষা নাই! কৈসার অনেক বক্তৃতায় তাঁহার মহিষীর এত প্রশংসা করেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া কৈসার-মহিষীর মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠে। এক দিন কৈসার বক্তৃতা করিতে উঠিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন, "শ্লেস্‌উইগ্‌-হল্‌ষ্টীনের সহিত আমি যে বন্ধনে আবদ্ধ, সেই বন্ধন এই প্রদেশকে অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা আমার নিকট অধিক আদরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই বন্ধন উজ্জ্বল রত্নরূপে আমার পার্শ্বে প্রভা বিস্তার করিতেছে। এই প্রদেশে সাম্রাজ্ঞী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যে সকল মহৎ গুণ রাজবংশের অলঙ্কার-স্বরূপ, সাম্রাজ্ঞী সেই সকল গুণের আদর্শ।.........জর্ম্মান পত্নীগণ রাজ্ঞী লুইসার নিকট এই শিক্ষা লাভ করিতে পারেন যে, রাজনৈতিক সভা সমিতি বা অনুষ্ঠানে যোগদান করাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য নহে; রন্ধনাগারে, শুদ্ধান্তের অন্তর্দ্দেশেই তাঁহাদের শান্তিপূর্ণ কর্ত্তব্যের কার্য্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত।"

সাম্রাজ্ঞী সম্রাটের সকল আদেশ নতশিরে পালন করেন,—এমন কি, বস্ত্রালঙ্কার ব্যবহারেও তিনি সর্ব্বদাই কৈসারের রুচির অনুবর্ত্তিনী। কৈসার অসাধারণ 'স্বদেশী,' মহিষীও তদ্রূপ। যে পরিচ্ছদ জর্ম্মান দেশে

প্রস্তুত হয় নাই, তাহা যতই মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হউক, সাম্রাজ্ঞী কোনও কারণে তাহা ব্যবহার করেন না। এমন কি, তিনি রাজ-দরবারের অধিষ্ঠাত্রী মহিলাগণকে এ কথাও বলেন যে, তাঁহারা চেষ্টা করিলে বার্লিনেই এমন সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারেন—যাহা প্যারিস-নির্ম্মিত মরসুমী পোষাক অপেক্ষা অধিক সুদৃশ্য ও সুরুচিসম্পন্ন।—সাম্রাজ্ঞীর স্বদেশীয় পরিচ্ছদে অনুরাগ দেখিয়া কৈসার এক দিন মহিষীকে একটু অপ্রতিভ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। শ্বশুরের মনোরঞ্জনের অভিপ্রায়ে যুবরাজ-মহিষী শ্বাশুড়ীর সহিত রহস্য করিয়া সকলকে আমোদিত করিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই ঃ—

কৈসারের রাজ-দরবারে যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা সর্ব্বদা বিরাজ করেন, যুবরাজ-মহিষী প্রিন্সেস্ সিসিলী তাঁহাদের অন্যতম। তিনি পরিচ্ছদ সম্বন্ধে প্যারিসের 'ফ্যাসানে'র অত্যন্ত পক্ষপাতিনী। এইজন্য তাঁহার পরিচ্ছদের আড়ম্বরও অত্যন্ত অধিক, এবং তাঁহার পরিচ্ছদ তাঁহার সহযোগিনীদিগের পরিচ্ছদ অপেক্ষা সুদৃশ্য ও সুরুচিপূর্ণ। কৈসার-মহিষী যে সকল পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইয়া দরবারে আসিতেন, তাহা বার্লিনে প্রস্তুত বলিয়া দেখিতে অত্যন্ত সেকেলে-ধরণের, ও নিতান্ত জবড়জঙ্গ। মহিষীর এইরূপ পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের অভাব লক্ষ্য করিয়া কৈসার এক দিন প্রিন্সেস্ সিসিলীকে জিজ্ঞাসা করেন;—মহিষীকে ফরাসী পরিচ্ছদে সজ্জিত করা যায় কি না; কিন্তু সে পরিচ্ছদ প্যারিসের আমদানী, একথা জানিলে মহিষী কখনও তাহা পরিধান করিবেন না। তাহা যে বার্লিনেই প্রস্তুত, মহিষীর মনে এরূপ ধারণা জন্মাইতে হইবে।—যুবরাজ-মহিষী দেখিলেন, শ্বাশুড়ীর সঙ্গে একটু রগড় করিবার এ সুযোগ কোনও ক্রমে ত্যাগ করা যায় না। তিনি শ্বশুরকে বলিলেন, এ আর শক্ত কাজ কি?—

অনন্তর অবিলম্বে পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক 'রাণীমা'র জন্য একটি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ লইয়া আসিলেন ; এই পরিচ্ছদটি প্যারিসে প্রস্তুত।

কৈসার এই পরিচ্ছদটি লইয়া সাম্রাজ্ঞীকে উপহার প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, সেই দিন সন্ধ্যাকালে 'অপেরা' দেখিতে যাইবার সময় তিনি যেন এই পরিচ্ছদটি পরিধান করেন। সাম্রাজ্ঞী স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অপেরা দেখিতে চলিলেন। তাঁহার একবারও সন্দেহ হয় নাই যে, সম্রাট তাঁহাকে বিদেশজাত পরিচ্ছদ উপহার দিবেন ; কারণ, সম্রাট স্বদেশীর কিরূপ গোঁড়া, তাহা তাঁহার সুবিদিত ছিল। মহিষীর অঙ্গে এই পরিচ্ছদটি এমন সুন্দর দেখাইতেছিল যে, তাঁহার সহচরীবৃন্দ তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এই মনোরম পরিচ্ছদের প্রশংসাবাদে গৃহকক্ষ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

সাম্রাজ্ঞী ইহাতে গর্ব্ব অনুভব করিয়া সহর্ষে বলিলেন, "আমি ত তোমাদিগকে কত বার বলিয়াছি, পছন্দ করিয়া লইতে জানিলে বার্লিনেই যেমন পোষাক পাওয়া যায়—তেমন সুন্দর পোষাক বিদেশে মিলে না।"

সাম্রাজ্ঞী যদি জানিতে পারিতেন—যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তিনি এত গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন, তাহা খাঁটি ফরাসী মাল ;—তাহা হইলে তাঁহাকে মহিলাসমাজে কিরূপ অপদস্থ ও বিব্রত হইতে হইত, সহৃদয়া পাঠিকা তাহা কল্পনা করুন। কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে সেখানে অপদস্থ করা কাপুরুষোচিত কার্য্য বলিয়া মনে করিলেন। যুবরাজ-মহিষী অপাঙ্গভঙ্গিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন। —কৈসার বোধ হয় মনে মনে বলিলেন, "কেমন জব্দ !"

বার্লিন প্রাসাদের অসীম ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর-মত্ততায় ক্লান্ত হইয়া কৈসার-মহিষী অনেক সময়েই শান্ত সুন্দর নিভৃত পল্লীর অভ্যন্তরে গিয়া কয়েক দিন পল্লীপ্রকৃতির মাধুর্য্য ও পল্লীজীবনের শান্তিসুখ উপভোগের জন্য

অধীর হইয়া উঠেন।—তখন কৈসার অহোরাত্রব্যাপী রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কয়েক দিনের ছুটী লইয়া তাঁহার খাস-মহালস্থিত কোনও দূরবর্ত্তী পল্লীতে প্রবাস-যাত্রা করেন। মহিষী এইরূপ পল্লী-বাসের একান্ত পক্ষপাতিনী; ইহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ মনে করেন। নিভৃত পল্লীভবনে প্রেমময় পতির সহিত কিছু দিন একত্র বাস করিতে পাইলে তিনি আর কিছুই চাহেন না।—কৈসারও পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া, রাজকীয় আড়ম্বর ও বাদসাহী কায়দা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধারণ ভদ্রলোকের মত দিনপাত করেন। সম্রাট হইলেও তিনি মানুষ, এ কথা বোধ হয় ভুলিতে পারেন না। তিনি 'হ্যারিস্ টুইডে'র পোষাক পরিয়া, সবুজ বর্ণের সূচ্যগ্র 'টাই-রোলিস্ হ্যাট' মাথায় আঁটিয়া, কড়া তামাকু পূর্ণ (full of coarse tobacco) 'পাইপ' মুখে গুঁজিয়া গ্রাম্য-পথে ঘুরিয়া বেড়ান। পল্লী-বাসীগণ প্রত্যূষে কাজে বাহির হইয়াই পথিপ্রান্তে সম্রাটকে দেখিতে পায়। সম্রাট তাহাদিগকে দেখিয়াই 'নমস্কার, মহাশয়!' বলিয়া অভিবাদন করেন; তাহারাও প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে গভীর সম্মানভরে তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করে।—কৈসারের দাসানুদাসও 'পাড়াগেঁয়ে'দের দেখিয়া অগ্রেই নমস্কার করা দূরের কথা, প্রত্যভিবাদন পর্য্যন্ত করে কি না সন্দেহ। কিন্তু যিনি স্বীয় সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যমধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তিনি শিষ্টাচার প্রদর্শনে অন্যের অপেক্ষা হীন হইবেন কেন?—কৈসার এই ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে পল্লীবাসীদের উপর, অজস্র প্রশ্নবাণ বর্ষণ করেন; কিন্তু তাহাদের উত্তর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল কি না তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। তাঁহার কৃষিক্ষেত্র-জাত ফল মূল শস্যাদি যাহাতে অত্যন্ত বৃহদাকার হয়,—সেজন্য তিনি চেষ্টা যত্নের ত্রুটী করেন না।—কৃষিবিদ্যায় কৈসারের অনন্যসাধারণ অনুরাগ।

পল্লীনিবাসে আসিয়া কৈসার আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া আহার করেন, আর বোতল বোতল 'বিয়ার' পান করেন। কিন্তু তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এক এক 'জগ' সরবতেই তৃপ্তি লাভ করেন। সাম্রাজ্ঞী স্বামীর জন্য স্বহস্তে এই সরবত প্রস্তুত করেন; সরবতের প্রধান উপাদান—কমলা ও কাগজি লেবুর রস। তাহাতে যে জল মিশ্রিত করা হয়, তাহা খনিজ জল। সন্ধ্যার পর কৈসার কোনও দিন গল্প করিতে, কোনও দিন-বা খেলা করিতে বসেন। একবার তাঁহার গল্প আরম্ভ হইলে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু খেলায় তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ থাকিলেও তিনি দীর্ঘকাল খেলায় মত্ত থাকিতে পারেন না। একবার তাঁহার এইরূপ এক পল্লী-প্রবাস কালে এক দিন তাঁহার নিকট এক 'পার্শেল' আসিয়া হাজির! পার্শেলটি লইয়া তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "এডোয়ার্ড মামা (আমাদের স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড) উপহার পাঠাইয়াছেন দেখিতেছি!"—কৌতূহলী কৈসার তৎক্ষণাৎ পার্শেলটি খুলিয়া ফেলিয়া দেখিলেন, তাহার ভিতর 'পিং-পং' খেলিবার সরঞ্জাম রহিয়াছে। সে সময় ইংরাজ-সমাজে এই খেলার ধূম পড়িয়া গিয়াছিল।—কৈসারও মামার স্নেহোপহার পাইয়া এই খেলায় মত্ত হইলেন; কিন্তু মত্ততা শীঘ্রই ছুটিয়া গেল।

কৈসারের লাইব্রেরীটি তেমন বৃহৎ নহে; বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের অবতার, বিশ্বগ্রাসী জর্ম্মান ভাবপ্রবাহের নিয়ন্তা কৈসারের লাইব্রেরীতে কেতাবের সংখ্যা অল্প, এ কথা সহজে কাহারও বিশ্বাস হইবে না। কিন্তু সাময়িক পত্রাদি হইতে যে সকল অংশ কর্ত্তিত হয়—তাহা পাঠেই তাঁহার লাইব্রেরীর অভাব পূর্ণ হয় বলিয়া তাঁহার লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে তিনি তেমন আগ্রহবান নহেন। এখন তাঁহার প্রাসাদ-লাইব্রেরীতে ঊর্দ্ধসংখ্যা ছয় সহস্র পুস্তক আছে। এই সকল পুস্তকের অধিকাংশ

বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক অভিধান ও নির্ঘণ্ট-পুস্তক; কতক বা সমরনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। কর্ণেল রুজ্‌ভেল্ট একবার কৈসারের অতিথি হইয়াছিলেন। সেই সময় কৈসার তাঁহাকে যে সকল পুস্তক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অর্দ্ধেক ধর্ম্মনীতিবিষয়ক গ্রন্থ; অবশিষ্ট প্রায় সমস্ত পুস্তকই সমরনীতি সম্বন্ধীয়। কৈসার জর্ম্মান সাহিত্যের কোন্ বিভাগের পক্ষপাতী, এই দৃষ্টান্ত হইতে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

কৈসার অতিরিক্ত মাত্রায় রসিক। কখন কখন তাঁহার রসিকতা এমন মাত্রা ছাড়াইয়া উঠে যে, বদ্‌রসিক ভিন্ন অন্য কাহারও সেরূপ স্থূল রসিকতার পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি হয় না। তথাপি সমগ্র খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-জগতে কৈসার নিরতিশয় আমোদপ্রিয় নরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন (the most jovial monarch of Christendom.)।

কিন্তু সাধারণ লোকে তাঁহার রসজ্ঞানের পরিচয় জ্ঞাত নহে; জনসাধারণে জানে কৈসার অত্যন্ত গম্ভীর, দাম্ভিক, উদ্ধত নরপতি। —পাঠক এখানে কৈসারের উৎকট রসিকতার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখুন।

একবার কৈসার ঘটনাক্রমে একখানি জাহাজের প্রাচীন অধ্যক্ষের সহিত এক টেবিলে খানা খাইতে বসিয়াছিলেন। লোকটি নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, এবং ভয়ানক পেটুক। ষাঁড়ের মাংস-সিদ্ধ ও ব্যঞ্জন তাঁহার মুখরোচক খাদ্য। যথাসময়ে পরিচারক তাঁহার সম্মুখে একখানি প্রকাণ্ড থালায় রাশিকৃত খাদ্য সামগ্রী পরিবেশন করিয়া গেল। তিনি ছুরি ও কাঁটা বাগাইয়া ধরিয়াছেন, এমন সময়ে কৈসার তাঁহার উপর প্রশ্নবাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন! বেচারার হাতের কাঁটা মাংসে বিঁধিয়া রহিল, তাহা আর মুখে তুলিবার অবসর হইল না;—তিনি সেই ভাবেই কৈসারের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। কিন্তু সমাগত অন্যান্য

ভোক্তারা নীরবে ভোজ্য দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কৈসারের প্রশ্ন শেষ হয় না, কাপ্তেনেরও উত্তর ফুরায় না। এই অবস্থায় ভৃত্য 'প্লেট' পরিবর্ত্তন করিতে আসিল। টেবিলে সকলেরই খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষিত হইয়াছে, কেবল তাঁহারই 'প্লেট' তখনও পূর্ণ। ভৃত্য মনে করিল,—এ সকল তিনি খাইবেন না; তাই সে প্লেটখানি স্থানান্তরিত করিতে উদ্যত হইল। সে যেমন তাঁহার সান্কীতে হাত দিয়াছে—আর অমনই তিনি তাঁহার হস্তস্থিত কাঁটা তাহার হস্তে বিদ্ধ করিয়া তাহার হাতখানি প্লেটের উপর গাঁথিয়া ফেলিলেন! সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রাখ, রাখ!"—কৈসার তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।—আর কি রক্ষা আছে? অন্যান্য ভোক্তাগণ সকলেই সমস্বরে সম্রাটের হাস্যের তুমুল প্রতিধ্বনি আরম্ভ করিল।

বার্লিনের ভূতপূর্ব্ব বৃটীশ রাজদূত সার ফ্রাঙ্ক লেসেলেস্ কৈসারের রসিকতার আর একটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—একদিন প্রত্যুষে কৈসার এই দূত-প্রবরের বার্লিনস্থ গৃহে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন,—তখন পর্য্যন্ত তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই! কৈসার তাঁহার পার্শ্বচর জর্ম্মান কর্ণেলকে দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, রাজদূতের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং প্রায় বিশ মিনিট কাল তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। কৈসার যখন বিদায় লইলেন, সে সময় রাজদূত শয্যাত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করা শিষ্টাচারসঙ্গত মনে করিলেন। কিন্তু তিনি অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় শয়ন করিয়াছিলেন; পরিধানে একটি পায়জামা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। অগত্যা সেই বেশেই তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে গৃহদ্বার পর্য্যন্ত চলিলেন; দ্বার-সন্নিকটে

আসিয়াই কৈসার সবেগে দ্বার খুলিয়া তাঁহার পার্শ্বচরকে আহ্বান পূর্ব্বক সহাস্যে বলিলেন, "দেখ দেখ, কি বীভৎস্য দৃশ্য!"—জর্ম্মান কর্ণেল রাজদূতের দিকে চাহিয়া কৈসারের স্থূল রসিকতার পরিচয়ে লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

কর্ম্মচারীদের সুখসচ্ছন্দতার প্রতি কৈসারের দৃষ্টি নাই। হের আলফ্রেড বালিন নামক একজন ইহুদী কৈসারের অধীনে চাকরী করিতেন। একদিন সম্রাট টেলিফোঁতে তাঁহাকে ডাকিলেন। ইহুদী মহাশয় অবিলম্বে টেলিফোঁর কলের কাছে আসিয়া কৈসারকে বলিলেন, "সম্রাট, আপনার আদেশ শ্রবণ করিতে আসিয়া আমি যেমন করিয়া কাঁপিতেছি, আপনার কোনও সামান্য ভৃত্যও আপনার সম্মুখে আসিয়া তেমন করিয়া কাঁপে না।"

কৈসার এ কথায় মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি খুলিয়া বল।—এ কথা কেন বলিতেছ?"

হের বালিন বলিলেন, "আপনি টেলিফোঁতে যখন আমাকে আহ্বান করেন, সে সময় আমি ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢালিতেছিলাম; আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জল ঝরিতেছে।—ভিজা কাপড়ে শীতে আমি থর থর করিয়া কাঁপিতেছি।"

রসিকতার সন্ধান পাইয়া কৈসার হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, সে হাসি আর থামে না! শেষে তিনি বলিলেন, "যাও, ভিজা কাপড় ছাড়িয়া শীঘ্র এখানে আমার সঙ্গে দেখা করিবে।"

কৈসার পোষ্টকার্ডের উপর নানা প্রকার অদ্ভুত ছবি আঁকিয়া তাহা বন্ধু ও মোসাহেব মহলে বিতরণ করেন। কৈসারের নামের কার্ডগুলি অতি প্রকাণ্ড; পোষ্টকার্ড অপেক্ষাও অনেক বড়! এতদ্ভিন্ন তিনি যে কাগজে চিঠি পত্রাদি লিখিয়া থাকেন, তাহার বর্ণ নীলাভ;

তাহার শীর্ষদেশে তাঁহার প্রকাণ্ড 'মনোগ্রাম'। এই সকল পত্র ভাঁজ করিয়া লেফাপায় দেওয়া হয় না। যত বড় কাগজ, লেপাফা খানিও তত বড়! এই বিরাট লেফাপার এক কোণে লেখা থাকে "অত্যন্ত জরুরী সংবাদ।"

কৈসারের রাজসভায় অনেক আড়ম্বরপ্রিয় অপদার্থ লোকেরও স্থান আছে। তাহারা তাঁহার প্রসাদভিক্ষু; অনেকেই চাকরী ও উপাধীর উমেদার। কৈসার সময়ে সময়ে তাহাদের সঙ্গে যেরূপ রসিকতা করেন, তাহাতে তাহাদেরও পিত্ত জ্বলিয়া যায়; কিন্তু অপদার্থ চাটুকারের অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান। কৈসার কোন কোন দিন মধ্যরাত্রে এক একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া তাহা তাঁহার সেই বিশালাকার লেফাপায় পুরিয়া পূর্ব্বোক্ত উমেদারদের নিকট পাঠাইয়া দেন। সে বেচারারা হয় ত তখন স্ব-স্ব গৃহে গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। কৈসারের আরদালী তাহাদের দরজায় গিয়া মহা সোরগোল আরম্ভ করিতে থাকে; অগত্যা নিদ্রাতুর উমেদার শয্যাত্যাগ করিয়া সেই পত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কেহ কেহ মনে করে, এত রাত্রে যখন এমন জরুরী পত্র, তখন নিশ্চয়ই পত্রে কোনও খোস্ খবর আছে; হয় ত এবার তাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন! কিন্তু পত্র খুলিয়াই সে দেখিতে পায়—সম্রাট তাহাকে কোনও তুচ্ছ কারণে পত্রে তীব্র তিরস্কার করিয়াছেন!

বুল্‌গেরিয়ার রাজা ফার্দ্দিনান্দের সহিত কৈসার একবার খুব রসিকতা করিয়াছিলেন; সে রসিকতার জের এত দিনেও মিটিয়াছে কি না সন্দেহ। অনেক দিন পূর্ব্বে রাজা ফার্দ্দিনান্দ জর্ম্মানীতে আসিয়া কৈসারের অতিথি হইয়াছিলেন। ফার্দ্দিনান্দ বিলক্ষণ স্থূলকায়, বৃষস্কন্ধ জোয়ান পুরুষ। এক দিন রাত্রিকালে কৈসারের ব্রন্‌জউইক 'কাস্‌লে' নৈশ-ভোজনের পর, রাজা ফার্দ্দিনান্দ একটি বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া

'ব্যাণ্ড' শুনিতেছিলেন।—নীচে আঙ্গিনায় তখন খুব ভাল একদল ব্যাণ্ড-ওয়ালা 'ব্যাণ্ড' বাজাইতে ছিল। কয়েক মিনিট পরে কৈসার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ফার্দ্দিনান্দের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন; এবং তাঁহার সুপ্রশস্ত পৃষ্ঠদেশ দেখিয়া কিঞ্চিৎ রসিকতা-প্রয়োগের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি হঠাৎ ফার্দ্দিনান্দের স্কন্ধদেশে বিরাশি শিক্কা ওজনের একটি বিরাট কিল বর্ষণ করিলেন! ভাদ্র মাসের সুপক্ক তালের মত সেই গুরুতর কিল স্কন্ধমূলে নিপতিত হইবামাত্র ফার্দ্দিনান্দ আর্ত্তনাদ করিয়া মুখ ফিরাইলেন, এবং কৈসারকে স্মিতমুখে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান দেখিয়া ক্রোধে লাল হইয়া উঠিলেন; তীব্র স্বরে বলিলেন "মহাশয়, আমার সঙ্গে আর কখনও এমন হাড়ভাঙ্গা রসিকতা করিবেন না।"—তাহার পরই সেখান হইতে প্রস্থান! অনেকেই ফার্দ্দিনান্দের ক্রোধভঞ্জনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। এই রসিকতা-প্রয়োগের কয়েক বৎসর পরে ইংলণ্ডেশ্বর স্বর্গীয় সপ্তম এডোয়ার্ডের সমাধি-যাত্রার দিন লণ্ডনে কৈসারের সহিত ফার্দ্দিনান্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু এই দীর্ঘকাল পরেও ফার্দ্দিনান্দ কৈসারের সেই রসিকতা বিস্মৃত হন নাই; তাঁহার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিতে পারেন নাই। কৈসার উইল্‌হেমকে দেখিবামাত্র বুল্‌গেরিয়াপতি আহত ভল্লুকের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; কিন্তু কৈসার তাঁহার সেই বিরাগ আমোলে আনিলেন না।

কৈসার তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে সময়ে সময়ে এরূপ অপদস্থ ও বিপন্ন করেন যে, তাঁহারা তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেও ভয় পান! এক দিন সন্ধ্যাকালে কৈসার তাঁহার কতিপয় বন্ধুকে 'বিয়ারে'র মজলিসে নিমন্ত্রণ করেন।—বন্ধুগণ মজলিসে উপস্থিত হইলে, তিনি কথাপ্রসঙ্গে কোনও একটি দেশহিতকর প্রস্তাবের উত্থাপন করেন। কিন্তু অর্থ ভিন্ন

কোনও দেশে কোনও ব্যয়সাধ্য প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না; সুতরাং তৎক্ষণাৎ চাঁদার খাতা বাহির হইল! খাতাখানি সর্ব্বপ্রথমে হের থাইসেনের (Herr Thyssen) হস্তে প্রদান করা হইল। হের থাইসেন জর্ম্মানীর একটি কুবের; লোহার কারবারে তিনি কোটী-পতি হইয়াছেন। কিন্তু অগাধ অর্থের অধিকারী হইলেও তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী। চাঁদার খাতা দেখিয়া বিয়ার-ভক্ত হের থাইসেনের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল! বিয়ার পান করিতে আসিয়া এ কি বিভ্রাট! কিন্তু কৈসার স্বয়ং চাঁদাপ্রার্থী, খাতায় দান স্বাক্ষর না করিয়া নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই।—হের থাইসেন অগত্যা অপ্রসন্ন মনে পঁচাত্তর হাজার টাকা চাঁদা সহি করিলেন।

কৈসার চাঁদার পরিমাণ দেখিয়াই মুখ অন্ধকার করিয়া বলিলেন, "না, উহাতে হইবে না। উপস্থিত বন্ধুগণের অনেকেই চাঁদা সহি করিবেন; তুমি পঁচাত্তর হাজার টাকা সহি করিয়াছ দেখিলে তাঁহারা আর উহার উপরে উঠিবেন না।—তুমি চাঁদাটা দ্বিগুণ করিয়া দাও।"

হের থাইসেনকে অগত্যা দেড়লক্ষ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়া বিয়ারের পিপাসা মিটাইতে হইল!

এই ঘটনার কিছু দিন পরে কৈসার আর একবার 'বিয়ার' পানের মজলিস্ করেন; সে দিনও চাঁদার খাতা বাহির হইয়াছিল! উপর্য্যুপরি দুইবার বিয়ারের মজলিসে চাঁদার খাতা বাহির হইতে দেখিয়া কৈসারের ইয়ারবন্ধুবর্গের দারুণ হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সুতরাং অতঃপর তৃতীয় বার যখন বন্ধুগণকে বিয়ার পানের জন্য সান্ধ্য মজলিসে নিমন্ত্রণ করা হইল, তখন সকলেই প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা কিংকর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য গোপনে একটি মজলিস্ করিলেন। মজলিসে কি স্থির হইল, প্রকাশ নাই; তবে কৈসারের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে কাহারও সাহস

হইল না। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা কৈসারের মজলিসে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; কৈসার তাঁহাদিগকে বসিতে অনুরোধ করিলেও তাঁহারা বসিলেন না। ইতিমধ্যে থাইসেন কৈসারের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহার কোটের পকেট উল্টাইয়া দেখাইলেন, পকেটে টাকা-কড়ি কিছুই নাই, শূন্য পকেট!

কৈসার নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ওঃ, এই জন্য এ রকম করিতেছ? তা চিন্তা নাই বাপু, আজ রাত্রে বিয়ার-পানে কোন খরচ লাগিবে না।"

কৈসারের কথা শুনিয়া নিমন্ত্রিত বিয়ার-ভক্তেরা অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগ হইলেন।

যাহা হউক, রসিক কৈসার ইংলণ্ডে গিয়া একবার বড়ই জব্দ হইয়াছিলেন। তিনি উইণ্ড্‌সর ষ্টেসনে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে, ইটন কলেজের ছাত্রমণ্ডলী তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য তাঁহার গাড়ী হইতে ঘোড়া খুলিয়া উইণ্ড্‌সর কাস্‌ল্‌ পর্য্যন্ত গাড়ীখানি টানিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। কৈসার দেখিলেন, বক্তৃতা করিবার এমন একটি সুন্দর সুযোগ ত্যাগ করা যায় না। ছেলেরা গাড়ীর ঘোড়া খুলিতেছে, সেই অবসরে তিনি গাড়ীতে দাঁড়াইয়া বক্তৃতার সূত্রপাত করিলেন; কিন্তু তিনি মুখ খুলিতে-না-খুলিতে-ছেলেরা মহা সোরগোল করিয়া গাড়ী টানিতে আরম্ভ করিল। অগত্যা তিনি গাড়ীতে ঝুপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িতে বাধ্য হইলেন; তাঁহার মুখের বক্তৃতা মুখেই রহিয়া গেল!

কৈসারের দাম্ভিকতা গগনস্পর্শী। এমন দাম্ভিক নরপতি পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছেন কি না সন্দেহ; হের বেবেল নামক একজন জর্ম্মান গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "কৈসার মূর্ত্তিমান দাম্ভিকতা।"

লড্‌উইগ গ্যাঙ্‌হফার ব্যাভেরিয়ার একজন প্রধান উপন্যাস-লেখক; কৈসার উইল্‌হেম তাঁহার রচনার বড়ই পক্ষপাতী। এক দিন কৈসার বাণীর এই একনিষ্ঠ সেবককে নিমন্ত্রণ করিয়া, স্ব-রচিত একটি কবিতা তাঁহাকে দেখিতে দিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে চাহেন। কবিতাটি নিতান্ত সাধারণ ধরণের কবিতা; জর্ম্মান সম্রাটের লেখনীপ্রসূত—ইহাই তাহার একমাত্র বিশেষত্ব। গ্যাঙ্‌হফার কবিতাটি পাঠ করিয়া সুখী হইতে পারিলেন না; কিন্তু সম্রাটের সাক্ষাতে তাঁহার নিরপেক্ষ মত ব্যক্ত করিতে সাহসী না হইয়া কেবলমাত্র বলিলেন, "ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক।"

সম্রাট গ্যাঙ্‌হফারের নিকট হইতে কবিতাটি ফেরত লইয়া পুনর্ব্বার তাহা পাঠ করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "ওঃ বুঝিয়াছি, উহাতে আমার নাম স্বাক্ষর নাই বলিয়াই তুমি এ কথা বলিলে!"—অনন্তর কৈসার এক কলম কালী লইয়া কবিতার নীচে আপনার নাম স্বাক্ষর পূর্ব্বক তাহার সকল ত্রুটী সংশোধন করিলেন।

আর একদিন তাঁহার চুরুটের গোড়া কাটিবার জন্য একখানি ছুরির আবশ্যক হয়। একটি যুবক-কর্ম্মচারী কৈসারের নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি পকেট হইতে একখানি ছুরি বাহির করিয়া কৈসারের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। কৈসার সেই ছুরি দিয়া চুরুটের গোড়া কাটিয়া ছুরিখানি ফেরত দিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, "ছুরিখানি হারাইও না, তোমার এ ছুরি আজ হইতে স্মরণীয় হইয়া রহিল।"

কৈসারের গোঁফের ডগা হইতে তাহার পায়ের জুতার বগলস্ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই উৎকট দম্ভের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের সহিত কৈসারের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি ইংলণ্ডেশ্বর-প্রদত্ত সম্মানিত উপাধিগুলি ত্যাগ করিয়াছেন; এবং বিভিন্ন উপাধির মর্য্যাদাসূচক যে সকল

বৃটীশ পরিচ্ছদাদি আমাদের সম্রাটের নিকট হইতে উপহার পাইয়াছিলেন, তাহা ফেরত দিয়াছেন। যুদ্ধারম্ভের কয়েক ঘণ্টা পরে কৈসার বার্লিনস্থ বৃটীশ রাজদূতকে লিখিয়াছিলেন, "আপনি আপনাদের রাজাকে বলিবেন, আমি বৃটীশ 'ফীল্ড মার্সাল' ও বৃটীশ নৌ-সেনাপতির উপাধি ধারণ গৌরবের বিষয় মনে করিলেও, এই যুদ্ধ-ঘোষণার পর আর আমি ঐ সকল উপাধি ধারণ করিতে ইচ্ছুক নহি।"

কৈসার এই সকল পরিচ্ছদ ফেরত দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যবহারের জন্য পরিচ্ছদাগারে এত প্রকার পরিচ্ছদ আছে যে, পৃথিবীর অন্য কোনও রাজার তত নাই। তিনি বিভিন্ন রাজ্যের ১৫০ রকম পরিচ্ছদ ধারণের অধিকারী। তদ্ভিন্ন তাঁহার রাজকীয় 'ইউনিফর্ম্ম' পাঁচ শতাধিক প্রকারের! তাঁহার ব্যবহারের জন্য প্রত্যহই পোষাকের নূতন নূতন 'প্যাটার্ণ' আবিষ্কৃত হইতেছে। সাত জন পুরুষ ও সাত জন রমণী এই সকল পরিচ্ছদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছে। আর সেই সকল পরিচ্ছদের সহিত ব্যবহার যোগ্য অস্ত্র-শস্ত্রই বা কত! কৈসার স্বয়ং এক প্রকার শিকারের পোষাক (Hunt uniform) স্বীয় রুচি অনুসারে প্রস্তুত করাইয়াছেন; সিংহচর্ম্মে এই পরিচ্ছদ নির্ম্মিত, কিন্তু তাহার প্রান্তভাগ শৃগাল ও শশকের চামড়ায় মোড়া! কৈসার বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন-স্বরূপ কোন কোন 'দরবারী'কে এই পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করেন।—যাঁহাদের অদৃষ্ট অত্যন্ত প্রসন্ন, তাঁহারাই এই উপহার পাইয়া থাকেন।—এই উপহারের মর্য্যাদা অসাধারণ।

প্রাসাদের দুইটি প্রকাণ্ড কক্ষেও কৈসারের সকল পরিচ্ছদের স্থান সঙ্কুলান হয় না। নিউয়েস্ প্রাসাদে কেবল নিত্য ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ-সমূহই সংরক্ষিত হয়। একটি প্রকাণ্ড হল এই সকল পরিচ্ছদে পূর্ণ। কৈসারের বেশকারী (Kammerdiener) প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত

পরিচ্ছদাগারে বসিয়া থাকে ; কৈসার যখন যে পরিচ্ছদ চাহেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতে হয়। তিনি এত রকমের জুতা ব্যবহার করেন যে, তাঁহার বিনামার গুদাম দেখিলে মনে হয়, সম্রাট বুঝি জুতার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন ! কৈসারের ব্যবহার্য্য সকল জিনিস সম্বন্ধেই এ কথা তুল্যরূপে প্রযোজ্য। কৈসার কোন কোন দিন দশ বার বারও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করেন। তিনি যখন রুষিয়ার কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অভ্যর্থনা করেন, তখন রুষিয়ার 'ইউনিফর্ম্মে' সজ্জিত হওয়াই তিনি আবশ্যক মনে করেন ; এবং তাঁহার যে ত্রিশ প্রকার 'রুষিয়' পরিচ্ছদ আছে,—তাহার যে কোনও একটি পরিধান করিতে পারেন ; সুতরাং বেশকারীকে সেই ত্রিশ রকম পরিচ্ছদই হাতের কাছে গুছাইয়া রাখিতে হয়।

জর্ম্মানীতে যখন বিমান-বিহারোপযোগী খ-পোতের কার্য্যকারিতার পরীক্ষা আরম্ভ হয়, তখন কৈসার বিমান-বিহারে যাত্রা করিবার জন্য এক প্রকার নূতন ইউনিফর্ম্ম প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।—সেই পরিচ্ছদে তিনি আকাশে উড়িয়াছিলেন।

কৈসারের পরিচ্ছদ ব্যতীত রাজকীয় সাজ-সজ্জার উপকরণ ৩২৩ প্রকার। এই সকল সাজ-সজ্জা তিনি ভিন্ন অন্যে ব্যবহার করিতে পারেন না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। মার্ক-নিউ কার্চেন (Markneu Kirchen) নামক একজন বাদ্য-যন্ত্র-নির্ম্মাতা মোটর গাড়ীতে ব্যবহার-যোগ্য এক প্রকার বাঁশি আবিষ্কার করে। এই বংশীর বিশেষত্ব এই যে, তাহার পেট টিপিলেই তাহা হইতে চারি প্রকার সুস্পষ্ট ও শ্রবণ-মধুর গৎ বাজিয়া উঠে। মার্কনিউ কার্চেন তাহার এই আবিষ্কারে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, এইরূপ একটি বাঁশি রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা কৈসারকে উপহার প্রদান করে। কৈসারের মোটর গাড়ীতে এই

বংশী সংযোজিত করা হইলে, বাঁশির সুস্বরে সম্রাটের হৃদয়-যমুনা উজানে বহিতে লাগিল! তিনি সোৎসাহে আদেশ করিলেন, "এই বাঁশির আবিষ্কারককে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর, আমি স্বহস্তে তাহাকে পুরস্কৃত করিব।"

ভাগ্যবান বাদ্যযন্ত্র-নির্ম্মাতা কৈসার-সমীপে আনীত হইলে, সম্রাট তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিলেন; এবং একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর বলিলেন, "এই বাঁশি পাইয়া আমি এত সুখী হইয়াছি যে, তোমার প্রতি আমার অসামান্য অনুগ্রহের (Extreme favour) নিদর্শন-স্বরূপ আদেশ করিতেছি, এই বাঁশি কেবল আমার মোটর গাড়ীতেই ব্যবহৃত হইবে; অন্যে ইহা ব্যবহার করিতে পারিবে না।"—এই 'অসামান্য অনুগ্রহে' বংশী-নির্ম্মাতা কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। কারণ,—'কৈসার তাঁহার মোটর গাড়ীতে এখন এই বাঁশিই ব্যবহার করিতেছেন', এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া সে অল্প দিনেই তাহা কৈসারের গোঁফের মত সমগ্র জর্ম্মানীতে সর্ব্বজন-সমাদৃত করিতে পারিত, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জনের সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না। কৈসার স্বয়ং যাহা ব্যবহার করিতেছেন, অন্য লোক তাহা ব্যবহার করিবে? অসহ্য!—এইরূপ অনেক সৌখীন সামগ্রীতেই কৈসারের একচেটিয়া অধিকার।

কৈসার স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহার 'আটপৌরে' পরিচ্ছদ লণ্ডনেই প্রস্তুত হইত। সেই সকল পরিচ্ছদের ছাঁট-কাটের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। তাঁহার বিশ্বাস, 'হ্যারিস্ টুইডে'র পরিচ্ছদই তাঁহার অঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর দেখায়।

'হাম্‌বার্গ হ্যাট' নামক টুপি সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের বড় প্রিয় ছিল। তিনি এই টুপির পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াই ইংলণ্ডে এক সময়

ইহার অসাধারণ আদর হইয়াছিল। কৈসারও এই টুপিই আটপৌরে ভাবে ব্যবহার করিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু তাঁহার 'নেক্‌টাই' যে কত বিভিন্ন বর্ণের ও আকারের, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা কঠিন। তাঁহার পরিচ্ছদাগারে আঠার হাজার 'নেক্‌টাই' আছে! এগুলি তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছেন। প্রত্যহ দশ বার 'নেক্‌টাই' পরিবর্ত্তন করিলেও সকলগুলি ব্যবহার করিতে পাঁচ বৎসর লাগে!

কৈসারের প্রতিজ্ঞা, তিনি তাঁহার কটিদেশকে স্থূল হইতে দিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য তিনি যৌবন কালে তাঁহার ব্যবহার্য্য কোমরবন্ধের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছিদ্র করিয়া রাখেন; কোমরের পরিধি সেই ছিদ্রের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই।—এখন পর্য্যন্ত তাঁহার এই জিদ্ 'বহাল' আছে।

জর্ম্মানজাতি সাধারণতঃ কিছু স্থূলাঙ্গ; কৈসার এই স্থূলতার পক্ষপাতী নহেন; এজন্য তাঁহাকে যখন-তখন বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখা যায়। তিনি প্রজাবর্গকে বলেন, "মধ্যে মধ্যে ওজন হইয়া দেখিবে—মোটা হইতেছ কি না।"—ছাত্রমণ্ডলীকে তিনি সম্বোধন করিয়া বলেন, "তোমরা খুব ব্যায়াম করিবে, আর কম করিয়া বিয়ার পান করিবে।" স্ত্রী জাতিকেও তিনি অল্প পরিমাণে মিষ্টান্ন ভোজন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।—কিন্তু ছাত্রমণ্ডলী বা রমণীসমাজ বিয়ারে বা মিষ্টান্নে বিরাগ প্রদর্শন করে নাই।

কৈসার মোটা মানুষ দেখিতে না পারিলেও, প্রকাণ্ডাকার দ্রব্যেই তাঁহার অনুরাগ। তাঁহার নামের কার্ড ছয় ইঞ্চি লম্বা, চারি ইঞ্চি চওড়া! দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় জর্ম্মানীর কিঞ্চিৎ অধিকার আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে সেখানে একটি 'মনুমেণ্ট' স্থাপনের প্রস্তাব হইলে কৈসার বলেন, একটি হস্তীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হউক! কিন্তু স্থপতিগণ তাঁহার এই প্রস্তাবের

উপযোগিতা অস্বীকার করেন।—ইহাতে ফল এই হইল যে, মনুমেণ্ট আর সেখানে নির্ম্মিত হইল না।

একবার কৈসার হাম্‌বার্গ নগর পরিদর্শনে গমন করিয়া তত্রত্য রেল-ষ্টেসন দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন, কারণ ষ্টেসনটি তেমন বৃহৎ ছিল না। তিনি নগরাধ্যক্ষকে বলিলেন, "নূতন একটা বড় ষ্টেসন চাই।"—তিনি স্বয়ং হাম্‌বার্গে উপস্থিত থাকিয়া নূতন ষ্টেসন প্রস্তুত করাইলেন। এরূপ বৃহৎ ও যাত্রীগণের সুবিধাজনক ষ্টেসন ইউরোপে অল্পই আছে। একজন ইংরাজ লেখক এই ষ্টেসনের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "It is certainly big and convinient beyond the dreams of a traveller in Great Britain."

কলোন নগরে রাইন নদের বক্ষে যে সেতু আছে, সেই সেতুর উপর কৈসারের এক প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; কৈসারের আদেশে তাহা এরূপ বৃহদাকার করা হইয়াছে যে,—মূর্ত্তিটির ওজন সাড়ে চারি টন, অর্থাৎ প্রায় একশত পঁচিশ মণ!

রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ —সকল বিষয়েই কৈসার যে অসাধারণ পণ্ডিত, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার প্রচুর উৎসাহ ও অনুরাগ লক্ষিত হয়। অধ্যাপক ভণ্ট হফ্‌ হল্যাণ্ডবাসী পণ্ডিত; রসায়ন বিদ্যায় তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি। তিনি যখন আমষ্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন, সেই সময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য তিনি 'নোবেল্‌' পুরস্কার লাভ করেন। কৈসার তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া বার্লিন নগরে তাঁহাকে একটি ভাল চাকরীতে নিযুক্ত করেন।

'অরোরা বোরিয়ালিস্‌' অর্থাৎ 'কেন্দ্রিয় উষা' সম্বন্ধে বিদ্বজ্জন সমাজে এ পর্য্যন্ত অনেক আলোচনা হইয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ে অধ্যাপক ভণ্ট হকের ন্যায় অভিজ্ঞতা পৃথিবীতে আর কাহারও নাই। এই বিষয়ের গবেষণায় তিনি জীবনের সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছেন।

অধ্যাপক ভণ্ট হফ্ বার্লিনে উপস্থিত হইলে, কৈসার উইল্‌হেম্ তাঁহাকে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন; ভোজনাগারে সম্রাট ও যুবরাজ রাজ-পরিজনবর্গ সহ উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট অধ্যাপকের সহিত আলাপ করিতে করিতে 'কেন্দ্রিয় ঊষার' প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেন।—অধ্যাপক কৈসারের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, 'কেন্দ্রিয় ঊষা' সম্বন্ধে তিনি যে সকল তত্ত্ব অবগত আছেন, অনেক বিখ্যাত বিশেষজ্ঞও তৎসম্বন্ধে তত দূর অভিজ্ঞ নহেন।—অধ্যাপক স্ব-লিখিত গ্রন্থে কৈসারের পাণ্ডিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।—কৈসার যে এরূপ সুপণ্ডিত, ইহা পূর্ব্বে তিনি কল্পনাও করেন নাই।

কৈসার যে অত্যন্ত গম্ভীর—'রাশভারি' লোক,—সাধারণের নিকট ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক। তিনি যে হাসিতে জানেন,—ইহাও তিনি প্রজা-সাধারণকে জানাইতে চাহেন না! একবার তাঁহার ফটোগ্রাফ্ তুলিবার সময় 'ফটোগ্রাফার' তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন,—তিনি মুখ বুঁজিয়া খুব গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিলে ছবি ভাল হইবে না। এ কথা শুনিয়া তাঁহার মুখে কিঞ্চিৎ হাস্যচ্ছটা লক্ষিত হয়; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে 'ফটোগ্রাফার' তাঁহার ছবি তুলিয়া লয়।—তিনি দেখিলেন, ছবিতে তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়াছে! দেখিয়াই তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ 'প্লেট্'খানি নষ্ট করিয়া শান্তি লাভ করিলেন।

অনেক বদ্‌খেয়ালী বড় লোকের মত কৈসারও অকারণে ক্রুদ্ধ হন। বার্লিন নগরে একজন ঝাড়ুদার ছিল (Chimny sweep), তাহার চেহারা অবিকল কৈসারের চেহারার মত!—কোন-কোনও হুজুকপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক সেই ঝাড়ুদারের ছবি স্ব-স্ব সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়া কৈসারের সহিত তাহার আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখাইয়া দেন; ইহাতে কৈসারের সম্ভ্রমে এতই আঘাত লাগে যে, কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বিচলিত ভাব দূর হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

কৈসার জর্ম্মান ভাব-প্রবাহ (German culture) পৃথিবীব্যাপী করিবার জন্য বহুদিন হইতেই সচেষ্ট। তিনি নানা ভাবে তাঁহার এই সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অঙ্কিত একখানি বিখ্যাত চিত্রের নাম "জর্ম্মান দ্রাক্ষালতা" ;—ইহা তাঁহার চিরপোষিত জর্ম্মান সভ্যতা-বিস্তারের রূপক। দ্রাক্ষালতার মূলে পৃথিবীর সকল জাতি সমবেত হইয়া আঙ্গুর রস পানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ! সুতরাং, "আঙ্গুর টক" বলিয়া ক্ষুণ্ণ মনে কেহ যে ফিরিয়া যাইবে, ইহা কৈসারের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে জর্ম্মান-সভ্যতার যে উলঙ্গ মূর্ত্তি জগৎসমক্ষে প্রকটিত হইয়াছে,—তাহা দেখিয়া এই রসপানে বোধ হয় অন্য কোনও জাতির আগ্রহ হইবে না। যে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ সভ্যতা ও ইহ-সর্ব্বস্বের শিক্ষা সমাজের সুখশান্তি হরণ করিয়া তাহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়,—আমাদের ন্যায় প্রাচ্যদেশবাসীগণ সেরূপ সভ্যতার ও শিক্ষার পক্ষপাতী হওয়া আত্ম-বিনাশের হেতু বলিয়াই মনে করিবেন।

এই সভ্যতা-হুতাশনের ইন্ধন যোগাইতে কৈসারকে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হয়। কৈসার মনে করেন 'থিয়েটার' ও শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের একটি অপরিহার্য্য উপকরণ; সুতরাং থিয়েটারের তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ন্যায় থিয়েটারও যে শিক্ষাবিস্তারের একান্ত উপযোগী, এ কথা তিনি তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,—ইহাও তাঁহার একখানি অস্ত্র ! "The theatre is also one of my weapon."

কৈসার তাঁহার থিয়েটারের সখের জন্য বার্ষিক এগার লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করেন; অর্থাৎ মাসিক গড়ে প্রায় লক্ষ টাকা থিয়েটারে ব্যয় হয়! কোনও কোনও নাটকের অভিনয়ের জন্য তিনি স্বয়ং নাটকের পাত্রপাত্রীগণের পরিচ্ছদের নমুনা পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া দিয়া থাকেন। সঙ্গীত রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য আছে; যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সৈন্যমণ্ডলীর 'কুচে'র সময় গাহিবার জন্য আটটি রণসঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা জর্ম্মানীর জাতীয় সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত।

সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা ও থিয়েটার অপেক্ষা পূর্ত্তবিদ্যা ও স্থাপত্য বিদ্যায় কৈসারের অধিক অনুরাগ লক্ষিত হয়। কতকগুলি সুবৃহৎ হর্ম্ম্যের নক্সা তিনিই প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে হর্ম্ম্যগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার রুচির ও নির্ম্মাণ-পারিপাট্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অধুনা অন্য সকল বিষয় ছাড়িয়া কেবল আড়ম্বরের দিকেই তাঁহার লক্ষ্য। কৈসার হাম্‌বার্গে মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ বিস্‌মার্কের যে প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,—তাহা যেন এক বিরাট-বপু দানবের দেহ! মানুষের প্রতিমূর্ত্তি মৈনাক পর্ব্বতের মত গগনস্পর্শী হইলে তাহা অত্যন্ত কদাকার দেখায়। 'বিরাট' না হইলে কোনও জিনিস জর্ম্মানদের মনঃপুত হয় না। তাহাদের জাহাজগুলা যেন এক একটা নগর, জর্ম্মান কামানগুলা যেন এক একখান লোহার রথ, কামানের গোলাগুলা যেন এক একটা গম্বুজ! তাহাদের সুপার জেপেলীন, সুপার সবমেরিণ প্রভৃতি সমস্তই যেন সত্যযুগের একুশ হাত মানুষের ব্যবহারোপযোগী রূপে নির্ম্মিত।—এই বিপুল আড়ম্বরের পরিণাম কোথায়,—কে বলিবে?

আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্যের ওয়াসিংটন নগরে জর্ম্মান রাজদূতের বাসোপযোগী একটি ভবন প্রস্তুতের জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে জর্ম্মান ইঞ্জিনিয়ার-

গণের মধ্যে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়। এই হর্ম্ম্য কি ভাবে নির্ম্মিত হইবে, তাহা সহজে স্থির হইল না; ২৭০ প্রকার নক্সা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হইল। অবশেষে জর্ম্মানীর প্রধান প্রধান স্থপতি, এবং জর্ম্মানীর পররাষ্ট্র-সচিব হের ভন যাগো ও মার্কিনস্থ জর্ম্মান রাজদূত কাউণ্ট বার্ণস্টর্ফ প্রভৃতি রাজপুরুষেরা সেই সকল নক্সা পরীক্ষা করিয়া হের মোয়েরিং নামক স্থপতির নক্সাটিই মনোনীত করিলেন। কিন্তু কৈসার সেই নক্সাও অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, ইহার সহিত ওয়াসিংটন নগরের হর্ম্ম্যাদির আকারগত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে না। তিনি সকল নক্সা নামঞ্জুর করিয়া বার্লিনস্থ রাজ-প্রাসাদের স্থপতি হের ভন ইনেকে এই গৃহের নক্সা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন।—বুদ্ধিমান ইনে সম্রাটের অভিসন্ধি বুঝিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে এক নূতন নক্সা প্রস্তুত করিলেন; এবং তদনুসারে হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইল। কৈসার এইরূপে শিরোবেষ্টন-পূর্ব্বক নাসিকা প্রদর্শন না করিয়া স্বয়ং একখানি নক্সা আঁকিয়া দিলে, ২৭০ খানি নক্সা লইয়া এতগুলি লোকের গলদ্‌ঘর্ম্ম হইবার আবশ্যক হইত না।—কিন্তু কৈসারের চাল সাধারণের দুরধিগম্য।

বস্তুতঃ, কৈসারের ন্যায় কূটনীতিজ্ঞ সম্রাট পৃথিবীতে বিরল; কূট-নীতিতে তিনি সচিবশ্রেষ্ঠ বিস্মার্ককেও পরাজিত করিয়াছেন।

বিস্মার্কের নিকট জর্ম্মান সাম্রাজ্য কত দূর ঋণী—তাহা ইউরোপের ইতিহাস-পাঠকগণের সুবিদিত। বিস্মার্কই প্রসিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ-গুলি সম্মিলিত করিয়া, নানা বিরোধ-বিসংবাদ ও অনৈক্য দূর করিয়া, তাহাদিগকে মহাপরাক্রান্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন জর্ম্মান সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন; তাঁহারই অনন্যসাধারণ চেষ্টায় প্রসিয়ার নরপতি জর্ম্মান সম্রাট নামে প্রসিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, বিস্মার্কই

জর্ম্মানীর মুকুট-হীন সম্রাট ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী হইলেও ইউরোপের দেশ-নায়কমণ্ডলীতে তাঁহার স্থান কোনও নরপতির নিম্নে ছিল না। বিস্‌মার্কের প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা, অসামান্য গৌরব, দাম্ভিক কৈসার দ্বিতীয় উইল্‌হেমের সহ্য হয় নাই; তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই বিস্‌মার্ককে অপদস্থ ও পদচ্যুত করিবার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; বিসমার্কের প্রবর্ত্তিত রাজনীতি পরিহার-পূর্ব্বক নূতন পথে চলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, কৈসার উইলিয়াম বিস্‌মার্কেরই শিষ্য; কূটনীতিতে বিস্‌মার্কই তাঁহার 'হাতে খড়ি' দিয়াছিলেন। কিন্তু বিস্‌-মার্ক বহুদর্শী, সতর্ক, ধীরপ্রকৃতি রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন; আর উইল্‌হেম্‌ দর্পান্ধ, অপরিণামদর্শী, উদ্ধত, স্বাধীকারপ্রমত্ত সম্রাট। তাঁহার 'গুরুমারা বিদ্যা' অল্প দিনেই বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠিল! কৈসার উইল্‌হেম্‌ যে অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন, ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু প্রতিভা উন্মার্গগামী হইলে তাহার যে কি বিষময় ফল হয়, বর্ত্তমান মহাসমরই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।—সম্রাট উইল্‌হেমের প্রতিভার অনলে আজ ইউরোপ বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছে!

বিস্‌মার্ককে পদচ্যুত করিবার জন্য কৈসার অনেক দিন হইতেই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; তিনি বিজ্ঞ বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রীকে পদে পদে অপদস্থ করিতেছিলেন। কিন্তু সে সকল অপমান ও অবজ্ঞা বিস্‌মার্ক বড় আমলে আনিতেন না।—অবশেষে বার্লিন নগরে 'ইণ্টারন্যাস্‌নাল্‌ সোসালিষ্ট কন্‌ফারেন্সে'র অধিবেশনের জন্য কৈসার উইল্‌হেম্‌ অত্যন্ত জিদ করিতে লাগিলেন। বিস্‌মার্ক এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন; এই উপলক্ষে কৈসার বিস্‌মার্কের সহিত তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করি-লেন; কেহই নিজের জিদ ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবশেষে বিস্‌মার্ক কৈসার-কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া সক্রোধে বলিলেন, "আমি মন্ত্রীত্ব ত্যাগ

করিলাম।”—অনন্তর তিনি সক্রোধে কৈসারের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিস্‌মার্ক প্রাসাদ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কৈসার তাঁহার একজন ‘এডিকং’কে বিস্‌মার্কের নিকট পাঠাইলেন; তাঁহাকে আদেশ করিলেন, অবিলম্বে বিস্‌মার্কের পদত্যাগ-পত্র লইয়া আসিবে।—বিস্‌মার্ক এডিকংএর নিকট কৈসারের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বুঝিলেন, তিনি রাগের ঝোঁকে চাকরী ত্যাগের প্রস্তাব করিয়া ভাল করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার মন্ত্রীত্ব ত্যাগের ইচ্ছা আদৌ ছিল না; কৈসারের ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়াই ক্রোধে ও ক্ষোভে—কতকটা অভিমান ভরেও বটে,—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। বহুদর্শী পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা প্রভুর প্রতি বিরক্ত হইয়া অনেক সময়েই এরূপ বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, বিস্‌মার্ক ‘এডিকং’কে বলিলেন, পর দিন তিনি ইস্তফানামা দাখিল করিবেন। কৈসার এডিকংকে আদেশ করিয়াছিলেন,—ইস্তফানামা না লইয়া তিনি যেন বিস্‌মার্কের গৃহ হইতে ফিরিয়া না আসেন।—বিস্‌মার্ক অনিচ্ছাক্রমেই পদত্যাগ-পত্রখানি ‘এডিকং’ মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। লোকে জানিল,—তিনি কৈসারের সহিত মতভেদের জন্য স্বেচ্ছায় মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু পদত্যাগ করিয়াও বিস্‌মার্ক স্ব-পদে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইবার আশায় কৈসার-জননীর নিকট দরবার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বিস্‌মার্কের পদত্যাগের পর ক্যাপ্রিভি প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। ক্যাপ্রিভি যতই সুদক্ষ সেনাপতি হউন, সাম্রাজ্য পরিচালনের শক্তি তাঁহার ছিল না; রাজনীতিজ্ঞ বিস্‌মার্কের সহিত ক্যাপ্রিভির তুলনাও হইতে পারে না। কৈসার পতঙ্গকে মাতঙ্গের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমগ্র ইউরোপকে বিস্ময়াকুল করিলেন। সকলেই বুঝিলেন,

কৈসার স্বহস্তে সাম্রাজ্য পরিচালিত করিবেন, ক্যাপ্রিভি উপলক্ষ্য মাত্র। ক্যাপ্রিভির সাধ্য কি, তিনি সুমন্ত্রণা দ্বারা কৈসারকে পরিচালিত করেন?

অতঃপর কৈসার স্বীয় সঙ্কল্প-পথে চলিতে লাগিলেন। তিনি কি ভাবে সাম্রাজ্য পরিচালিত করেন, তাহা দেখিবার জন্য সমগ্র ইউরোপের রাজনীতিকগণগুলী উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন; এবং সমগ্র ইউরোপ তাঁহার প্রত্যেক কথা শুনিবার জন্য কয়েক বৎসর উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

যাহা হউক, ক্যাপ্রিভি দীর্ঘ কাল প্রধান মন্ত্রীর আসনে উপবিষ্ট থাকিতে পারিলেন না; হোহেনলোহে (Hohenlohe) নামক একজন রাজ-আত্মীয় প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারও সাম্রাজ্য পরিচালনের যোগ্যতা ক্যাপ্রিভি অপেক্ষা অধিক ছিল না। হোহেন-লোহেও অধিক দিন মন্ত্রীত্ব করিবার অবকাশ পাইলেন না; ভন্ বুয়েলো (Von Buelow) তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন। এই কুটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী কিয়ৎ-পরিমাণে বিস্‌মার্কের পদের সম্মান রক্ষায় সমর্থ হইলেন। বিস্‌মার্কের পদের তিনি নিতান্ত অযোগ্য উত্তরাধিকারী নহেন।—জর্ম্মান সম্রাটের বিশ্বগ্রাসী আশা ও গগনস্পর্শী আকাঙ্ক্ষার পরিচয় 'ইম্পিরিয়াল্ জর্ম্মানী' নামক গ্রন্থে বিষদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

কৈসারের অন্তঃপুর-রহস্যের আলোচনা করিতে করিতে প্রসঙ্গক্রমে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি।—এইবার আমরা কৈসারের অন্তঃপুর-রহস্য সম্বন্ধে আলোচনায় পুনঃ-প্রবৃত্ত হইব।

কৈসার যাঁহাকে যে কার্য্যেই নিযুক্ত করুন, যে-কোনও সময় তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন না। এই ব্যাপার লইয়া সময়ে সময়ে বিষম বিভ্রাটও ঘটিয়া থাকে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কৈসার সিলেসিয়ায় অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ও সাক্সনীর রাজার সম্মুখে জর্ম্মানীর প্রধান সেনাপতি কাউন্ট ওয়াল্ডারসির সম্মতির অপেক্ষা-মাত্র না করিয়া

সমরবিভাগের কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করেন; এবং তাঁহার প্রতি কঠোর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেন। ইহাতে মর্ম্মপীড়িত কাউণ্ট ওয়াল্ডারসি পদত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন।—যিনি যত উচ্চ পদেই প্রতিষ্ঠিত থাকুন, কৈসার সকলকেই তাঁহার ক্ষুদ্র ভৃত্য মনে করেন! এ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী হইতে সামান্য পরিচারক পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণা অভিন্ন।

কৈসারের পাঠ-কক্ষের পার্শ্বে আর একটি কক্ষ আছে। সেই কক্ষে তাঁহার দুইজন এড্‌জুটাণ্ট, এবং সমর বিভাগ ও নৌ-বিভাগের এক একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত থাকিতে হয়।—কৈসারের আর্দ্দালীরা এই কক্ষের পরবর্ত্তী কক্ষে অপেক্ষা করে।

কৈসারের অদূরে দুইটি ভীষণ-দর্শন সারমেয় সর্ব্বক্ষণ বাঁধা থাকে; এই কুকুর দুইটি (Dachshunds) 'টেকেল্' নামে অভিহিত। এই কুকুর দু'টিকে কেহ মুহূর্ত্তের জন্য স্থির থাকিতে দেখে নাই!—কৈসার যখন যেখানে গমন করেন,—তাহারা তাঁহার অনুগমন করিবেই; কেবল মহিষীর খাতিরে তাঁহার শয়ন-কক্ষে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই! তাহারা এমন দুর্দ্দান্ত ও দুর্ব্বিনীত যে, যাহাকে দেখিবে তাহাকেই আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে! তাহাদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় ভীত ভাবে কাহাকেও পলায়ন করিতে দেখিলে কৈসার বড় আমোদ পান; এবং সারমেয়দ্বয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া সোহাগ করেন! কৈসারের কোর্ট মার্সাল ভন্ ইউলেন্‌বর্গ কুকুর দুইটির বেয়াদপিতে সময়ে সময়ে অস্থির হইয়া উঠেন; পাছে তাহারা কোনও জিনিস-পত্র নষ্ট করে,—এই আশঙ্কায় তিনি তাহাদের গমন-পথ হইতে গৃহসজ্জার অনেক উপকরণ দূরে সরাইয়া রাখেন। কারণ, তাহারা চলিতে চলিতে সম্মুখে যাহা দেখিবে,—তাহাই ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া একাকার করিবে। কৈসার তাহাদিগকে নানাপ্রকার ক্রীড়া শিখাইয়াছেন, তন্মধ্যে ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান একটি।

এক দিন সাম্রাজ্ঞীর অন্যতম কর্ম্মচারী ব্যারণ ভন্ মিরবাস্ কুকুর দুইটির শয়তানীতে বিরক্ত হইয়া কোর্ট মার্সাল ইউলেন্‌বর্গকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি এই আপদ দুটোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিতে পার না ?"

এই কথা শুনিয়া ইউলেন্‌বর্গ হাসিয়া বলেন, "আমার এক-এক সময় এই রকমই ইচ্ছা হয় বটে ; যদি বুঝিতাম, এ দুটি মরিলে অন্য কুকুর আসিয়া উহাদের স্থান অধিকার করিবে না, তাহা হইলে এত দিন উহাদের কুকুর-লীলার অবসান হইত। কিন্তু কৈসার যদি এই দুইটির অভাবে এক দল নূতন 'দিনেমার' (Danish) কুকুর আমদানী করেন,—তাহা হইলে আমাদের কাহারও নিরাপদে থাকা সম্ভব হইবে না।"

অনেক দিন পূর্ব্বে একবার বার্লিনের রাজপ্রাসাদে এক মজলিস্ বসে। মজলিসে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কৈসার ও কৈসারিণের সহিত ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কথা ছিল, মধ্যাহ্ন একটা পনের মিনিটের সময় একটি কক্ষে (Pillar Room) তাঁহারা সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর প্রতীক্ষা করিবেন ; তাঁহাদের শুভাগমনের পর সকলে কক্ষান্তরে ভোজন করিতে যাইবেন।

সাম্রাজ্ঞীর সহচরী কাউণ্টেস্ ফেলার ও ফ্রলিন্ ভন্ জার্সডর্ফ নিমন্ত্রিত মহিলা ও পুরুষগণের সম্মুখে—দ্বারের অনতিদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই দ্বার দিয়া সম্রাট ও মহিষী সেই কক্ষে প্রবেশ করিবেন,—তাহা তাঁহারা জানিতেন।

সহসা কক্ষ-দ্বার উন্মুক্ত হইল, রাজা রাণী আসিতেছেন মনে করিয়া সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের পরিবর্ত্তে সম্রাটের প্রিয় কুকুর দুটি নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল !—তাঁহারা সম্রাট ও মহিষীকে অভিবাদন করিবার

জন্য মস্তক নত করিয়া দরবারী কেতায় সেলাম ভাঁজিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, রাজা রাণীর পরিবর্ত্তে সম্মুখে কুকুর দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন।

কুকুর দু'টি সভাসদ্‌বৃন্দের শ্রীচরণ-কমলে রঙ্গীন রেশমী মোজা দেখিয়া 'ঘেউ ঘেউ' করিতে করিতে অগ্রসর হইল। তখন নিমন্ত্রিত বড় বড় বীর পুরুষেরা মহিলাগণের পশ্চাতে গিয়া পদগৌরব রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন! হের ভন্ এগ্‌লোফষ্টীন্, প্রিন্স ফ্রেডারিক লিয়োপোল্ড প্রভৃতি বীরগণের অবস্থাও যখন এইরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল, তখন আর অন্যের কথা কি বলিব?—সুখের বিষয়, সম্রাটের কুকুর দু'টী কাহাকেও দংশন না করিলেও তাহারান্ কাউন্টেস্ ফেলার ও ভ জার্সডর্ফের পদপ্রান্তে বসিয়াপড়িয়া তাঁহাদিগকে দংশনোদ্যত হইলে, কুকুর-রক্ষী তাহাদিগকে বেত্রাঘাত আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহারা রণে ভঙ্গ দিবার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করিল না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মহিষীকে সঙ্গে লইয়া কৈসার সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন,—সুতরাং ভীতা মহিলাদ্বয় সরিয়া যাইতেও পারিলেন না। তাঁহারা অতি কষ্টে সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রাজা রাণীকে অভিবাদন করিলেন। কুকুর দুইটি তখন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে করিতে কৈসারের 'বুটে' মাথা ঘসিতে লাগিল। কৈসার মুহূর্ত্তমধ্যে সভাসদ্‌বৃন্দের শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারিলেন; তিনি কুকুর দুইটিকে ধমক দিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং তাঁহার অতিথিবর্গের ভীতি-ব্যাকুল ভাব দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন! তাঁহার উচ্চ হাস্যে কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; কিন্তু মহিষী এই আমোদে যোগদান করিলেন না। তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া স্বামীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে ভোজন-কক্ষে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

কুকুর দুইটি তখন আমোদের অন্য উপলক্ষ্য না পাইয়া কাউণ্টেস্ ভন্ সলেন্‌বর্গের সুদৃশ্য মূল্যবান হাত-পাখাখানি আক্রমণ পূর্ব্বক তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল!—কাউণ্টেস্ পাখাখানি সেই কক্ষে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

কৈসারের কুকুর অপেক্ষাও তাঁহার প্রাসাদের রক্ষীরা অধিক ভয়ানক। কৈসারের আদেশ আছে, তিনি ও সাম্রাজ্ঞী যখন নিউয়েস্ প্রাসাদে থাকিবেন, তখন বাহিরের কোনও লোককে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। এ আদেশের উপর আপীল নাই; সুতরাং এ জন্য অনেক সময় অনেক মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও অপদস্থ হইতে হয়।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সুবিখ্যাত মার্কিন ধনকুবের মিঃ ভাণ্ডারবিল্ট কৈসারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে নিউয়েস্ প্রাসাদে যাত্রা করেন। বলা আবশ্যক, কৈসারের সহিত ভাণ্ডারবিল্টের যথেষ্ট বন্ধুত্ব আছে; সুতরাং প্রাসাদে প্রবেশে কোনও বাধা উপস্থিত হইবে, ইহা তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করেন নাই।—ভাণ্ডারবিল্টের শকট প্রাসাদের সিংহ-দ্বারে উপস্থিত হইলে সশস্ত্র শান্ত্রী শকটের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল, এবং প্রাসাদ-প্রবেশের অনুমতি-পত্র দেখিতে চাহিল।

মিঃ ভাণ্ডারবিল্টের পারিষদ জ্যাকস্ হারটগ্ গাড়ীর ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিলেন, "ইনি সম্রাটের বন্ধু; পথ ছাড়িয়া দাও।"

শান্ত্রী সে কথা কানে তুলিল না, কণ্ঠস্বর আরও উচ্চ করিয়া বলিল, "প্রবেশের অনুমতি-পত্র কোথায়, মহাশয়?"

হারটগ্ এবার অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, "শান্ত্রী সাহেব, তুমি কি আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ না? ইনি মার্কিন ধনকুবের মিঃ ভাণ্ডারবিল্ট।"

'মার্কিন' শুনিয়াই 'শান্ত্রী সাহেবে'র মেজাজ চটিয়া গেল ! সে তাহার লেফ্‌টেনাণ্টের নিকট শুনিয়াছিল, ইউনাইটেড্‌ ষ্টেটস্‌ প্রজাতন্ত্রের দেশ। সে দেশে রাজা নাই, রাজপুত্র নাই, বেতনভোগী সৈন্য সামন্তও নাই;—অতি জঘন্য স্থান!—এমন দেশের লোক তাহাদের সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে!—সে বন্দুকটা বাগাইয়া ধরিয়া হুঙ্কার দিল, "গাড়ী ফিরাও, শীঘ্র ফিরাও; যে পথে আসিয়াছ, সেই পথে সোজা চলিয়া যাও! এখনই যাও বলিতেছি। তিনবার বলিবার পরও যদি না যাও, তাহা হইলে গুলি করিব।"

শান্ত্রী গাড়ী লক্ষ্য করিয়া 'রাইফেল' উদ্যত করিল। জর্ম্মান সম্রাটের যত প্রজা, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ 'ডলার' (মার্কিন রৌপ্যমুদ্রা, এ দেশের তিন টাকা দুই আনার সমান) যাঁহার ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে, তিনি কৈসারের একজন সামান্য শান্ত্রীর হুঙ্কারে ভয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন! যদি শান্ত্রীর বাধা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি প্রাসাদে প্রবেশের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে প্রহরীর গুলিতে তাঁহাকে ইহলীলা সংবরণ করিতে হইত, সন্দেহ নাই। শান্ত্রী নিশ্চয়ই কৈসারের মামুলি আদেশ (Standing order) অনুসারে কার্য্য করিত।

এই ঘটনার কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি প্রহরীকে তিরস্কার পর্য্যন্ত করেন নাই! তবে তিনি যে প্রহরীর কর্ত্তব্যানুরাগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,—ইহার পরবর্ত্তী একটি ঘটনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মিঃ ভাণ্ডারবিল্টের অপমানের কথা প্রচারিত হইলে, বার্লিনে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়; এমন কি, সম্রাটের পরিবারস্থ অনেকে এই অপকার্য্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার এক মাস পরে কৈসার তাঁহার রক্ষী সৈন্যদের সম্বোধন করিয়া যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেই

তাঁহার মনোভাব সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি সেই বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "রক্ষী সৈন্যগণ, তোমরা এখন আমার দেহ ও আত্মার প্রহরী! তোমরা আমার প্রত্যেক আদেশ পালন করিবে, শপথ করিয়াছ; আমার প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা, আমার উপদেশ, সন্তোষ সহকারে তোমাদিগকে পালন করিতে হইবে। স্মরণ রাখিবে, যে আমার শত্রু, কেবল সে-ই তোমাদের শত্রু।—যদি আমি তোমাদিগকে কোনও দিন আদেশ করি—পরমেশ্বর করুন, আমাকে যেন কখনও এরূপ আদেশ প্রদান করিতে না হয়;—কিন্তু যদি কখনও এরূপ আদেশ করি যে, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের ভ্রাতা ভগিনীদিগকে, এমন কি, তোমাদের পিতা মাতাকে গুলি করিয়া বধ কর, তাহা হইলেও তোমরা তোমাদের শপথ ভুলিও না।"

যে উৎকট দম্ভ আজ অর্দ্ধ-পৃথিবী নরশোণিতে প্লাবিত করিতেছে, ইহা সেই দম্ভেরই আভাস জ্ঞাপন করিতেছে, সন্দেহ কি?

মিঃ ভাণ্ডারবিল্টকে যেভাবে অবমানিত করিয়া প্রাসাদ-দ্বার হইতে বিতাড়িত করা হয়,—পৃথিবীর অন্য কোনও সভ্য দেশে তাহা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। কোনও সামান্য ব্যক্তিকে কৈসারের প্রাসাদ-দ্বারে গুলি করা কঠিন নহে, স্বীকার করা যায়; কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনবান ব্যক্তিকে একটা সামান্য রক্ষী এ ভাবে অবমানিত করিল,—অথচ সম্রাট তাহা নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনার মত অগ্রাহ্য করিলেন, দেখিয়া প্রাসাদ-বাসিনী রমণী-সমাজ পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন!

যাহা হউক, অবশেষে কোর্ট মার্সাল উক্ত মার্কিন কুবেরকে জ্ঞাপন করেন, সাম্রাজ্ঞী প্রাসাদে অবস্থান করায় তৎকালে তাঁহাকে প্রাসাদ দেখাইবার সুবিধা হয় নাই!—দাম্ভিক কৈসার বোধ হয় ভাণ্ডার-বিল্টের নিকট ত্রুটী স্বীকার করাও আবশ্যক মনে করেন নাই।

বার্লিনের নিউয়েস্ প্রাসাদের দুই শত কক্ষ সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী সর্ব্বদা ব্যবহার করেন। এই সকল কক্ষে সাধারণের সর্ব্বদা প্রবেশাধিকার নাই; তন্মধ্যে আটচল্লিশটি কক্ষে বাহিরের কোনও লোককে কোনও সময়েই প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। এই সকল কক্ষের অধিকাংশই হোহেনজোলার্ণ রাজবংশের স্বর্গীয় রাজগণের সঞ্চিত প্রাচীন যুগের কৌতূহলোদ্দীপক দুর্লভ দ্রব্যরাজিতে পূর্ণ। প্রথম উইলিয়াম অগণ্য অর্থ সঞ্চিত করিয়া গিয়াছিলেন; তাহা ব্যয় করিয়া বর্ত্তমান কৈসার যে সকল আধুনিক শিল্প-সামগ্রী ও তৈজস-পত্রাদি সংগৃহীত করিয়াছেন—তাহাও সেখানে দর্শন করিয়া বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ পর্য্যন্ত কৈসারের সমৃদ্ধি ও রুচির পরিচয় লাভে সমর্থ হইতেন!

দ্বিতলে কৈসারের পাঠগৃহ—অত্যন্ত প্রশস্ত ও উচ্চ। সেই কক্ষে বসিয়া কৈসার জর্ম্মান সাম্রাজ্যের পরিচালকবর্গকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শক্তিশালী রাজন্যবর্গকে পত্র লিখিতে থাকেন।—এই সকল পত্রে নিউয়েস্ প্রাসাদের নাম অঙ্কিত থাকে।

কৈসারের পাঠ-কক্ষে যে সকল বাক্স ডেস্ক আছে—তাহাদের উপর নানাপ্রকার ছবি সংস্থাপিত রহিয়াছে। তাহাদের কতক 'ফ্রেমে' আঁটা, কতক আ-বাঁধা। কোন ছবি সামুদ্রিক দৃশ্য, কোনখানা জাহাজের ছবি; নানা রকমের ছবির মধ্যে সুন্দরী স্ত্রীলোকের ফটোগ্রাফের সংখ্যাই অধিক। কৈসার ও কৈসারিণ উভয়েই অত্যন্ত ফটো-ভক্ত। সাম্রাজ্ঞী তেমন বাছিয়া-গুছিয়া ছবি ক্রয় করেন না, পছন্দ হইলেই হইল; কিন্তু কৈসারের পছন্দ অন্য রকম। তিনি বাছিয়া-বাছিয়া সুন্দরীর ছবি সংগ্রহ করেন। রূপসীর 'ফটোর' তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী; এমন কি, ছবির খাতিরে তিনি অনেক লোকের মুরুব্বি হইয়া তাহা-

দিগকে রাজসভায় বা গবর্মেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেই ছবিগুলি তিনি এমন ভাবে আট্‌কাইয়া রাখেন যে, সামান্ত মক্ষিকাটি পর্য্যন্ত তাহাদের সন্ধান পায় না!—যে সকল সুন্দরীর রূপলাবণ্যে কৈসার কোন-না-কোন দিন মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের 'ফটো' তিনি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা বিভিন্ন কক্ষ সজ্জিত করিয়াছেন। সুন্দরীদের অঙ্গে বহুমূল্য পরিচ্ছদ; আবার নগ্নদেহা সুন্দরীর চিত্রেরও অভাব নাই। অনেকগুলি চিত্র সুসজ্জিত; কোন কোন চিত্রের নীচে দুই একছত্র কবিতা, প্রেমের কবিতা!—কৈসার প্রেমিক পুরুষ সন্দেহ কি?

কৈসারের লিখিবার টেবিলের (writing table) উপর যে সকল চিত্র সযত্নে সংরক্ষিত আছে, তন্মধ্যে ডচেজ্ অব আয়োষ্টারের অর্দ্ধোলঙ্গ মূর্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সমুন্নত বক্ষস্থল অনাবৃত; কণ্ঠে অতি স্থূল মুক্তার হার—কলারের আকারে সন্নিবিষ্ট। কৈসার এই চিত্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী; কারণ তিনি বলেন, এই চিত্রখানি দেখিয়া ডচেজ্ মহোদয়ার বৃদ্ধা মাতামহী (Great grand-aunt) নেপোলিয়ান-মহিষী সাম্রাজ্ঞী জোসেফাইনের কথা তাঁহার মনে পড়ে। এক দিন কৈসার কথাপ্রসঙ্গে মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ডচেজের চেহারা কি জোসেফাইনের মত নয়?"—সাম্রাজ্ঞী ডচেজের পক্ষপাতিনী ছিলেন না, না থাকাই স্বাভাবিক; স্বামীকে পরকীয়ার পক্ষপাতী দেখিলে, কোন্ স্ত্রীর মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার না হয়? কৈসারের প্রশ্ন শুনিয়া মহিষী বলিয়াছিলেন, "তা হইতে পারে, কিন্তু জোসেফাইন বক্ষস্থল অনাবৃত রাখিলে তাঁহার কোনও ক্ষতি ছিল না; কারণ, শুনিয়াছি তিনি মোম-নির্ম্মিত পয়োধর ব্যবহার করিতেন।"—কৈসারের ডেস্কের উপরেও এই ডচেজের আর একখানি চিত্র সংরক্ষিত আছে। ডচেজের প্রতি কৈসারের

এই অনুচিত পক্ষপাতের কথা লইয়া প্রাসাদস্থ রমণী-সমাজ যে গোপনে রহস্যালাপ না করিতেন, এরূপ কেহ মনে করিবেন না।—কিন্তু তেজস্বী লোকেরা বিরুদ্ধ সমালোচনা গ্রাহ্য করেন না।

অন্য যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলার চিত্র সম্রাটের নয়নরঞ্জন, তন্মধ্যে গ্র্যাণ্ড ডচেজ্ ব্লাডিমার, লেডী ডড্‌লে, এডিন্‌বরার মেরি, প্রিন্সেস্ অব ওয়েল্‌স্, এবং প্রসিয় সেনাপতির কন্যা ফ্রলিন ভন্ বোক্‌লিনের চারু চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই শেষোক্ত মহিলা এক সময় জর্ম্মানীতে অদ্বিতীয়া সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে গ্রীক মহিলাগণ যে পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, ফ্রলিন ভন্ বোক্‌লিনকে সেই পরিচ্ছদে সজ্জিত: দেখিতে কৈসার বড়ই ভালবাসেন। কৈসারের আদেশ, তিনি যখনই ছবি তোলাইবেন, সেই ছবি একখানি করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইতেই হইবে।

কৈসারের সকল কক্ষের সাজসজ্জার খুঁটি-নাটি বর্ণনা পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণের ধৈর্য্য নষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় আমরা তাহাতে বিরত হইলাম।

কৈসারের স্নানাগার সম্বন্ধে একটী কৌতূহলোদ্দীপক গল্প আছে, এ স্থানে আমরা তাহার উল্লেখ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বেল্‌জিয়মের রাজা লিয়োপোল্ড বার্লিনে পদার্পণ করিয়া কৈসারের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কৈসারের কোর্ট মার্সাল লাইবেনো ব্রুসেল্‌স্ হইতে সংবাদ পাইয়াছিলেন, বেল্‌জি-রাজ প্রত্যহই স্নান করিয়া থাকেন; এবং স্নানের সময় তাঁহার জন্য গরম জল আবশ্যক। কৈসার-মহিষী যে প্রাসাদে বাস করিতেন,—

সেই প্রাসাদে রাজা লিয়োপোল্ডকে বাস করিতে দিতে মহিষী সম্মত হন নাই। অগত্যা রাজা লিওপোল্ডের বাসের জন্য 'ষ্টাট্ শ্লস্' (Stadt Schloss) প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই প্রাসাদে একটিমাত্র স্নানাগার ছিল; এই স্নানাগার-সংলগ্ন কক্ষে প্রসিয় রাজবধূগণ বিবাহের পর তাঁহাদের স্বামীর সহিত প্রথম রাত্রি যাপন করিতেন। আমাদের দেশে যাহাকে 'বাসর ঘর' বলে, ইহা অনেকটা সেইরূপ। এই উৎসব-স্মৃতি বিজড়িত কক্ষে রাজবংশীয় বর ভিন্ন অন্য কাহারও বাসের অধিকার ছিল না। কেবল মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টি একবার এই নিয়মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; কারণ—তাঁহার খেয়ালে বাধা দানে কাহারও শক্তি ছিল না। যাহা হউক, বেলজি-রাজ লিয়োপোল্ডকে এই কক্ষ-সংলগ্ন স্নানাগার ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না, স্থির হইল। কিন্তু প্রাসাদে ত অন্য স্নানাগার নাই! এ অবস্থায় লিয়োপোল্ডের স্নানের কি ব্যবস্থা করা যায়, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিব্রত হইলেন। অবশেষে কোর্ট মার্সাল লাইবেনোর মস্তিকে একটি ফন্দীর উদয় হইল। তিনি তাড়াতাড়ি একটি উঠ্‌বন্দী-রকমের স্নানাগারের পত্তন করিলেন! একটি কক্ষে জলের 'টব' বসাইয়া দেওয়া হইল, সেই টবের সহিত একটি নল সংযোজিত হইল। বাহির হইতে গ্যাসের সাহায্যে জল গরম হইয়া এই নল দিয়া টবে আসিয়া পড়িবে, তাহারও বন্দোবস্ত করা হইল। টবের পাশে ঠাণ্ডা জলেরও একটা চৌবাচ্চা থাকিল। রাজ-অতিথি যদি দেখেন, নল দিয়া যে জল আসিতেছে, তাহা অত্যন্ত গরম,—তাহা হইতে তিনি তাহা সেই চৌবাচ্চার শীতল জলের সহিত মিশাইয়া লইয়া সুখে স্নান সমাপন করিবেন,—এই উদ্দেশ্যেই এরূপ পরিপাটী ব্যবস্থা হইল।

পূর্ব্ব-রাত্রে রাজকীয় উৎসবে লিয়োপোল্ডের স্ফূর্ত্তি সীমা অতিক্রম

করিয়াছিল; সুতরাং প্রভাতে স্নান করিয়া তিনি প্রকৃতিস্থ হইবেন, এই অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন; এবং ঠাণ্ডা হইবার আশায়—গরম জল যে নল দিয়া প্রবাহিত হইবার কথা—তাহারই নীচে বসিয়া নলের মুখ খুলিয়া দিলেন! গ্যাসের উত্তাপে নলের জল তখন বাষ্পাকার ধারণ করিয়াছিল; সেই অত্যুষ্ণ জল হড়-হড় করিয়া তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া পড়িল। সে ত জল নহে, আগুণ! সেই জল যেমন মাথায় পড়া,—আর সঙ্গে সঙ্গে বেল্‌জি-নরপতি করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকারে সমগ্র প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হইল! ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া দ্বার-রক্ষকেরা প্রহরীদের সংবাদ দিল। তখন দশ বার জন রাজকর্ম্মচারী ও ভৃত্য রাজার কি হইল দেখিবার জন্য ছুটিল।—তাহারা মনে করিয়াছিল, রাজাকে কেহ খুন করিতেছে! কিন্তু তাহারা দৌড়াইয়া আসিয়া দেখিল, স্নানাগারের দ্বার রুদ্ধ; কক্ষমধ্যে রাজা করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছেন! রুদ্ধদ্বার স্নানাগারে তাহারা প্রবেশ করিবে কি না হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু রাজার আর্ত্তনাদের বিরাম নাই; ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া ভন্ লাইবেনো রাজার পার্শ্বচরকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি স্নানাগারের দ্বার ঠেলিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রাজা উলঙ্গ হইয়া অর্দ্ধ-দগ্ধ অবস্থায় নৃত্য করিতেছেন, আর একবার ফরাসী একবার জর্ম্মান ভাষায় পোড়া-ঘায়ের 'লিনিমেণ্ট,' মাখন প্রভৃতি আনিবার আদেশ করিতেছেন!

পর দিন প্রভাতে রাজা লিয়োপোল্ডের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য জর্ম্মান সৈন্যগণের রণাভিনয় হইয়াছিল; কিন্তু রাজা সে দিন প্রাসাদ-কক্ষ হইতে বাহির হইতে পারেন নাই, বাতায়ন-পথে জর্ম্মান-সৈন্যগণের রণাভিনয় দর্শন করিয়াই তাঁহাকে পরিতুষ্ট হইতে হইয়াছিল। কৈসারের

প্রাসাদে আতিথ্য-গ্রহণের কথা তিনি বোধ হয় দীর্ঘকাল বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

কৈসার রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় যদি কোনও দিন প্রভাতে স্নান করিবার অবসর না পান, তাহা হইতে অপরাহ্নে কিংবা সান্ধ্যভোজের পূর্ব্বে বা পরে স্নান করিয়া থাকেন। তাঁহার স্নানের জল গরম করিবার 'ষ্টোভ'ও—দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ প্রজ্জ্বলিত থাকে। তাঁহার গাত্র-মার্জ্জনে প্রত্যহ এক একখানি সাবান ব্যয় হয়।

কৈসার অত্যন্ত সন্দিগ্ধচেতা নরপতি। কৈসার-মহিষী যখন কোনও আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হন, সে সময় যদি কোনও পরিচারক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া মহিষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে কৈসারের রোষের সীমা থাকে না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথমে কৈসার 'ড়েসাও' (Dessau) নামক স্থানে কার্য্যোপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। মহিষী তাঁহার সহিত গমনের ইচ্ছা করিলে সম্রাট তাঁহার আশা পূর্ণ করেন নাই, এজন্য মহিষীর মন সে দিন বড় অপ্রসন্ন ছিল। তিনি সন্ধ্যার সময় তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক বাতির আলোকে একখানি নভেল পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।—হঠাৎ সেই কক্ষের দ্বারদেশে কাহার পদশব্দ শুনিয়া তিনি সাগ্রহে উঠিয়া বসিলেন।

মহিষী প্রথমে মনে করিলেন, তাঁহার স্বামী বোধ হয় তাঁহাকে নিরাশ করিয়া দুঃখিত হইয়াছেন ; তাই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য ফিরিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁহার আশা শূন্যে বিলীন হইল ; তিনি দেখিলেন, সম্রাটের পরিবর্ত্তে একটা চাকর এক আঁটি শুষ্ক কাঠ কাঁধে লইয়া সেই কক্ষের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে, এবং কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবে কি না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে।

চাকরটাকে দেখিয়াই মহিষী ক্রোধে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার

ভাব দেখিয়া ভৃত্য ঝুপ্ করিয়া সেই কাঠের আঁটি দ্বার-প্রান্তে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেখান হইতে অদৃশ্য হইল!

মহিষী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বৈদ্যুতিক ঘণ্টা স্পর্শ করিলেন; ঝন্ ঝন্ শব্দে ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। সে শব্দ আর থামে না! নীচের একটি কক্ষে মহিষীর পরিচারিকারা নৈশ-ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা মহিষীর কক্ষ হইতে অবিশ্রান্ত ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল; কোনও বিভ্রাট না ঘটিলে ত মহিষী এ ভাবে ঘণ্টাধ্বনি করেন না। ঘরে আগুন লাগিল না কি? না, মহিষীর কোনও বিপদ ঘটিয়াছে,— ইহা স্থির করিতে না পারিয়া পরিচারিকাবর্গ কাঁটা-চাম্চে ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে মহিষীর শয়ন-কক্ষে ছুটিল। প্রহরীদের আদেশ করিয়া গেল, "শীঘ্র ডাক্তার ডাক, মন্ত্রীদের ও হাউস মার্সালকে সংবাদ দাও, মহিষীর শয়ন-কক্ষে কি বিভ্রাট ঘটিয়াছে!"—অনন্তর সকলে মহিষীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারিল,—তাহাদের আশঙ্কা অমূলক!—মহিষী অসুস্থ হন নাই, কোনরূপ বিপদও ঘটে নাই; কিন্তু তিনি শয্যায় বসিয়া ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন!

পরিচারিকাদিগের দেখিবামাত্র মহিষী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "চোর! আমার শয়ন-কক্ষে চোর ঢুকিয়াছিল। যদি চোর না হয়, তবে আমার বিনানুমতিতে কে এখানে আসিয়াছিল, শীঘ্র অনুসন্ধান কর। কৈসারকে এই মুহূর্ত্তেই সংবাদ পাঠাও।—যে এমন কাজ করিয়াছে, তাহাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা কর।"

মহিষীর কথা শুনিয়া ভৃত্যবর্গ ভয়ে ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। অবশেষে একজন পরিচারক ভয়ে ভয়ে বলিল, "কৈসার এ সংবাদ পাইলে ভয়ঙ্কর অনর্থ উপস্থিত হইবে।"

মহিষী মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে আমার প্রধানা সহচরী গ্রাফিন্ ব্রক্‌ডর্ফকে শীঘ্র ডাক।—তাহার সহিত পরামর্শ করি।"

প্রধানা সহচরী স্বীয় কক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তিনি এই বিভ্রাটের সংবাদ শুনিয়া ভয়ে হতবুদ্ধি হইলেন; জড়িত স্বরে বলিলেন, "কৈসারিণের শয়ন-কক্ষে পুরুষ মানুষ!—অসম্ভব! সম্রাট এ কথা শুনিলে আমাদের চাকরী যাইবে।"

সেই কক্ষে অন্য একটি সহচরী ছিলেন, তিনি বলিলেন, "মহিষী স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পান নাই ত?—তিনি আজ আহারের সময় ঠাণ্ডা শূকর-মাংস খাইয়াছেন কি না।"

পরিচারিকা বলিল, "না, সত্যই মহিষীর শয়ন-কক্ষে পুরুষ প্রবেশ করিয়াছিল; মহিষী ভিন্ন অন্য লোকও তাহার পদশব্দ শুনিয়াছে।"

গ্রাফিন্ ব্রক্‌ডর্ফ মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।—প্রায় পনের মিনিট পরে তিনি কক্ষান্তরে আসিয়া ফ্র ভন্ লারিস্ (Frau Von Larisch) নাম্নী সাম্রাজ্ঞীর অন্যতম সহচরীকে উদ্ধতভাবে আদেশ করিলেন, "সাম্রাজ্ঞীর আদেশ অনুসারে—আমি তোমাকে জানাইতেছি তিনি তোমার প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়াছেন; তুমি তোমার তল্পি-তল্পা গুছাইয়া লইয়া এই মুহূর্ত্তেই সরিয়া পড়।"

মাদাম ভন লারিসের সহিত গ্রাফিন্ ব্রক্‌ডর্ফের সদ্ভাব ছিল না। উভয়েই উচ্চপদস্থ শুদ্ধান্তবাসিনী হইলেও পরস্পরের হিংসা করিতেন।

ফ্র ভন লারিস্ গ্রাফিনের কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নীরস স্বরে বলিলেন, "কি জন্য তুমি আমাকে এ ভাবে অবমানিত করিতেছ?"

গ্রাফিন্ ব্রক্‌ডর্ফ বলিলেন, "কারণ অবিলম্বেই জানিতে পারিবে। —সাম্রাজ্ঞী এই মুহূর্ত্তেই তোমার মাথা লইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন—(reisaen sie ihr den kopt ab)। আমি তোমার

মাথা না লইয়া, তোমার তল্পি-তল্পা লইয়া তোমাকে সরিয়া পড়িতে বলিলাম।"

অন্য একটি সহচরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাম্রাজ্ঞীর এরূপ গোসা কারণ কি ?"

গ্রাফিন্ ব্রক্‌ডর্ফ বলিলেন, "সাম্রাজ্ঞী তাঁহার শয়ন-কক্ষে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন, এমন সময় একজন চাকর এক বোঝা কাঠ লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করে। সাম্রাজ্ঞী বলিতেছিলেন,—ভৃত্যের এই অনধিকার প্রবেশের জন্য ফ্র ভন্ লারিস্‌ই দায়ী। আমি সাম্রাজ্ঞীকে বুঝাইতে চেষ্টা করি, চাকরটার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না ; আর তিনি যে শয়ন-কক্ষে আছেন—ইহাও সে বেচারা জানিত না। যাহা হউক, টেলিগ্রামে সকল বিবরণ সম্রাটের গোচর করা হইয়াছে।"

কয়েক ঘণ্টা পরে প্রাসাদের সকলেই সম্রাটের আদেশ জানিতে পারিল। যে চাকরটা মহিষীর শয়ন-কক্ষে এই ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার নাম যোহান। সম্রাটের আদেশে সে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত হইল ; তাহার পেন্সন রহিত হইল ; এবং সে যাহাতে অন্য কোথাও চাকরী না পায়, তাহারও ব্যবস্থা করা হইল ! ফ্র ভন লারিসের সৌভাগ্য, তিনি বিনা-দণ্ডে অব্যাহতি লাভ করিলেন। পর দিন সম্রাটের স্বাক্ষরিত একখানি আদেশ-পত্র আসিল,—অতঃপর কোনও ভৃত্য কোনও কারণে শয়ন-কক্ষে বা পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অগ্নিকুণ্ডে কাঠ দিতে হইলে, জল লইয়া যাইতে হইলে, বা শয্যা-পরিবর্ত্তন করিতে হইলে—পরিচারিকাগণকেই সে সকল কাজ করিতে হইবে।

কৈসার যেমন তাঁহার শয়ন-কক্ষে কোনও পরিচারককে প্রবেশ করিতে দিতে অসম্মত, মহিষীও সেইরূপ সম্রাটের সমক্ষে সেখানে কোনও পরিচারিকাকে প্রবেশ করিতে দিতে অনিচ্ছুক। ইহাতে

এই ফল হইল যে, পরিচারক ও পরিচারিকা সকলের পক্ষেই সেই কক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।—অগত্যা সম্রাটের শয়ন-কক্ষে অবস্থান-নিবন্ধন মহিষীকেই অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তে কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্জলিত করিতে হয়!

কিছুদিন পূর্ব্বে কৈসারের রাজধানীতে হারবেট্ নামক একজন ফরাসী রাজদূত ছিলেন। হারবেট্-পত্নী অত্যন্ত রূপবতী; অগত্যা কৈসার তাঁহার অসাধারণ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। হারবেট্ ও তাঁহার স্ত্রী কৈসারের নাচের ও ভোজের মজলিসে ঘন-ঘন নিমন্ত্রিত হইতেন। এই ব্যাপার লইয়া কিঞ্চিৎ ঢলাঢলিরও উপক্রম হইয়াছিল! অবশেষে ফরাসী রাজদূতকে সাবধান হইতে হইল। কৈসার এক দিন নাচের মজলিসে হারবেট্ ও তাঁহার স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলে, হারবেট্ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনের অব্যবহিত পূর্ব্বে হারবেট্-পত্নীর স্বাক্ষরিত একখানি পত্র কৈসারের নিকট প্রেরিত হইল। সেই পত্রে উক্ত ফরাসী মহিলা কৈসারকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী একাকী নাচের মজলিসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন; তিনি নৃত্যে যোগদান করিতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন।

ফরাসী দূত-পত্নীর পুষ্পসার-সুরভিত পত্রখানি যখন কৈসারের পাঠ-গৃহে আনীত হয়, সে সময় কৈসারের 'হাউজ-মার্সাল' ব্যারন্ ভন্ লিঙ্কার (House-marshal Baron von Lyncker) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "সম্রাট পত্রখান খুলিয়া পাঠ করিলেন; তাহার পর আমাকে সরোষে বলিলেন, 'ইউলেনবর্গকে জানাও,—নাচ বন্ধ থাকিবে। সে যেন নিমন্ত্রণ-পত্রগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করে'।"

ব্যারন্ ভন্ লিঙ্কার কৈসারের আদেশ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "সম্রাটের যেরূপ আদেশ! কিন্তু উৎসবের জন্য যে সকল খাদ্যদ্রব্যাদি

প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, পাচকেরা তাহা প্রস্তুত করিতেছে; নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।—এ সকল জিনিস এখন কি কাজে লাগিবে?"

সম্রাট ব্যারনের কথা শুনিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সে জন্য তোমার চিন্তা নাই। যে সকল খাদ্যসামগ্রী প্রাসাদে ব্যবহার করিয়াও উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠাইয়া দাও।"—অনন্তর কৈসার আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই কক্ষে অধীর ভাবে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; তাহার পর আরক্ত নেত্রে শূন্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি এ সময় হঠাৎ কয়েক সহস্র নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে নিরাশ করিলাম কেন, জান? কারণ, আমি হারবেট্‌কে পুনর্ব্বার আমার গৃহে প্রবেশ করিতে দিব না স্থির করিয়াছি। সে আসিতে চায় বটে, কিন্তু আমি তাহাকে চাহি না। রাজপুরী ধ্বংস হয়—তাহাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু এখানে এক কক্ষে তাহার সহিত সন্ধ্যা-যাপন—অতঃপর আমার পক্ষে অসম্ভব।"

কৈসার হারবেট্‌-পত্নীর পত্রখানি আর একবার পাঠ করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "ডি গ্রাসি পদচ্যুত হইয়াছে। ইহাতে আমি অবমানিত হইয়াছি। হারবেট্‌কে বার্লিন হইতে না তাড়াইয়া আমি স্থির হইতে পারিতেছি না।"

ডি গ্রাসি ফরাসী নৌ-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। কৈসার তাঁহাকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করিতেন। ডি গ্রাসি কৈসারের গুপ্তচর,—এই সন্দেহে ফরাসী রাজদূত তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন।—হারবেটের প্রতি কৈসারের ক্রোধের ইহাও অন্যতম কারণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

কৈসার দ্বিতীয় উইলহেমের অনেকগুলি উপ-নাম আছে; তন্মধ্যে রেইজ কৈসার, গণ্ডোলা বিলি, উইলহেম-ডার-প্লজ্‌লিক্‌, (হঠাৎ উইলিয়াম,—যেমন হঠাৎ নবাব) প্রভৃতি নাম অত্যন্ত সাধারণ; কিন্তু প্রাসাদে তিনি 'ডার ইন্‌জিজ্‌' (অদ্বিতীয়) নামেই খ্যাত। সুবিখ্যাত জার্ম্মান সম্রাট ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটও এই নামেই পরিচিত ছিলেন। এক সময় জর্ম্মান সাম্রাজ্যে কৈসার উইল্‌হেম ব্যতীত আরও দুই জনের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল; প্রথম, হারবার্ট বিস্‌মার্ক, দ্বিতীয় লাইবেনো। লাইবেনোর হস্তেই তখন প্রাসাদের কর্ত্তৃত্ব-ভার ন্যস্ত ছিল। প্রাসাদে লাইবেনোর এমন আধিপত্য ছিল যে, তাঁহার আদেশের উপর আপীল পর্য্যন্ত ছিল না! কৈসার তাঁহার কথা ভিন্ন অন্য কোনও কর্ম্মচারীর কথায় কর্ণপাত করিতেন না। কৈসারের ধারণা ছিল, লাইবেনো অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য তিনি কোনও কার্য্যেই কুণ্ঠিত ছিলেন না। প্রিন্স বিস্‌মার্কের পুত্র হারবার্টও কিছু দিন কৈসারের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

কৈসারের ভ্রমণানুরাগ অসাধারণ; একবার তিনি এক বৎসর দশ মাস কাল ক্রমাগত দেশভ্রমণ করিয়াছিলেন। রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান শুনিয়া একবার রুষ সম্রাট তৃতীয় আলেক্‌জান্দার বলিয়াছিলেন, "ছোক্‌রার দেশ-ভ্রমণের বাতিক দ্বাদশ চার্লসের মত অসাধারণ! দ্বাদশ চার্লসের মতই হয় ত কোন্‌ দিন সে মন্ত্রী-সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য তাহার বুট জুতা পাঠাইয়া দিবে।"

কৈসার মহা-আড়ম্বরে বিদেশে যাত্রা করিতেন। তাঁহার সঙ্গে

কোচ্‌ম্যান, সহিস, পাচক, ডাক্তার প্রভৃতি এত অধিক লোক যাইত যে, অন্য কোনও দেশের কোনও রাজা এত অধিক সংখ্যক কর্ম্মচারী ও পরিচারক লইয়া কখনও ভিন্ন দেশে বেড়াইতে যান নাই। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রকার জিনিস-পত্র তিনি সঙ্গে লইতেন্।

কৈসার তাঁহার পরিচারকবর্গকে অত্যন্ত সঙ্ক্ষেপে তাঁহার আদেশ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। সে কথাও আবার অত্যন্ত অস্পষ্ট। যদি কোনও পরিচারক তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া দৈবাৎ তাঁহাকে প্রশ্ন করে, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, এবং এরূপ প্রশ্ন অত্যন্ত বেয়াদবি মনে করেন; সুতরাং তাঁহার কোন কথা বুঝিতে না পারিলেও তাহারা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহার ফল অনেক সময়েই সন্তোষ-দায়ক হয় না।

কৈসার সাম্রাজ্য-মধ্যে কোনও নগর বা কোনও দুর্গ সন্দর্শনের অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলে—তিনি কোথায় যাইতেছেন, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। ইহাতে যে সকল কর্ম্মচারীকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে হয়—তাঁহাদের অসুবিধার সীমা থাকে না। তবে তাঁহারা কখন কখন মহিষীর সঙ্গিনীগণের নিকট সন্ধান জানিয়া লন; কিন্তু অধিকাংশ সময় তাহারও সুবিধা হয় না। কারণ, কোথায় যাইতে হইবে, মহিষীও অনেক সময় তাহা জানিতে পারেন না। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ হয়—কৈসারের পরিচ্ছদ-রক্ষকের। কৈসার হয় ত কোনও দুর্গ পরিদর্শনে যাইবেন; তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়াই সেই দুর্গের প্রধান রেজিমেণ্টের 'ইউনিফর্ম্ম' পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন; পরিচ্ছদ-রক্ষককে তৎক্ষণাৎ কৈসারের সেই 'ইউনিফর্ম্ম' সরবরাহ করিতে হয়। কিন্তু তিনি যে সেই দুর্গে যাইবেন—ইহা পূর্ব্বে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশে করেন না; এ অবস্থায় তাহাকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হয়,—তাহা সহজেই বুঝিতে

পারা যায়। কৈসার উপযুক্ত পরিচ্ছদ না পাইলে পরিচ্ছদ-রক্ষকের জরিমানা করেন। এই জন্য কৈসারের সহিত যাত্রা করিবার সময় পরিচ্ছদ-রক্ষককে রাশি রাশি বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদ সঙ্গে লইতে হয়।—বাদসাহী কায়দা বটে!

পরিচ্ছদ-রক্ষকের ন্যায় অশ্ব-রক্ষকেরও বিপদ! কৈসার হঠাৎ ঘোড়া চাহিয়া বসেন,—কিন্তু কোন্ প্রকার অশ্বের আবশ্যক, তাহা তিনি পূর্ব্বে বলেন না। অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত যাইবার সময় তিনি এক জাতীয় অশ্বে আরোহণ করেন; আবার পদাতিক বা গোলন্দাজ সৈন্যের সঙ্গে যাইবার সময় বিভিন্ন প্রকার অশ্বে আরোহণ করা তাঁহার দস্তুর। সুতরাং প্রত্যেক জাতীয় অশ্ব দুইটি করিয়া সঙ্গে না লইলে চলে না। এতদ্ভিন্ন শকটবাহী অশ্ব, ও নানা প্রকার শকট এত অধিক সঙ্গে লইতে হয় যে, রেলপথে যাত্রা করিবার সময় তাঁহার 'স্পেশাল' ট্রেণ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়; ব্যয়ও বিস্তর হইয়া থাকে। কিন্তু সে দিকে কৈসারের দৃষ্টি নাই। তাঁহার দুই একটি মাত্র কথায় এই অপব্যয়ের ভার অনেক লঘু হইতে পারে;—কিন্তু তাহা কদাচ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় না। যদিও জর্ম্মানীর সমস্ত রেলপথ গবর্মেণ্টের নিজস্ব সম্পত্তি, তথাপি কৈসার সাধারণ লোকের ন্যায় মাইল হিসাবে রেলভাড়া দিবেন, এইরূপ নিয়ম আছে।

নির্দ্দিষ্ট রাজকার্য্য শেষ করিয়া কৈসার রাত্রি দশটার সময় ট্রেণে আরোহণ করেন। রাত্রি দশটার পূর্ব্বে তিনি কখনও রাজধানী হইতে ট্রেণে স্থানান্তরে যাত্রা করেন না। হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও যাইবেন, তিনি এমন পাত্র নহেন। তাঁহার নিদ্রার সময়ও বাঁধা আছে। যদি কোনও দিন প্রভাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে তাঁহাকে শয্যাত্যাগ করিতে হয়,—তাহা হইলে পূর্ব্বদিন রাত্রে নৈশ-ভোজনের

পরই তিনি শয়ন করেন।—ট্রেণে উঠিয়া তিনি শয়ন করিলে ধীরে ধীরে ট্রেণ চালাইতে হয়। কারণ, পূর্ণ বেগে ট্রেণ চালাইলে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

কৈসারের বাসের জন্য ট্রেণে যে 'সেলুন' থাকে, তাহা তাঁহার প্রাসাদ-কক্ষের ন্যায় সুসজ্জিত। তাহাতে বিলাসিতার কোনও উপকরণেরই অভাব নাই; তাহাতে অভ্যর্থনা-কক্ষ, ভোজনাগার, শয়নাগার স্নানাগার, প্রসাধন-কক্ষ, রন্ধনশালা, ভাণ্ডার, আস্তাবল প্রভৃতি কত বিভিন্ন প্রকার কক্ষ আছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন।—কেবল একটি জিনিসের অভাব;—কৈসারের সঙ্গে যে সকল পরিচারক যায়, ট্রেণে তাহাদের শয়নের কোনও ব্যবস্থা নাই; সুতরাং তাহারা রাত্রিকালে চেয়ারে বসিয়াই নিদ্রাদেবীর উপাসনা করে,—না হয় গাড়ীর মেঝেতে পড়িয়া ঘুমাইয়া লয়!

ট্রেণ চলিতেছে, প্রত্যূষে পাঁচ ঘটিকার সময়—কখন কখন তাহার পূর্ব্বেই—কৈসারের চায়ের টেবিলে চা দিয়া আসিতে হয়। চা পানের পর কৈসার স্নান করিয়া বেশভূষায় রত হন; তাহার পর প্রাতর্ভোজন।—প্রাসাদে তাঁহার টেবিলে যে সকল ভোজ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হয়, ট্রেণে ভোজনকালে তাহাদের 'রকম' (variety) অধিক হওয়া চাই। ভোজনের পর সম্রাট পার্শ্বচরবর্গে পরিবৃত হইয়া ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়েন; এবং অশ্বারোহণে সুপ্তিমগ্ন রাজপথ ধ্বনিত করিয়া অভিপ্সিত স্থানে যাত্রা করেন।—সুপ্তোত্থিত নগরবাসীগণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার-জানালা অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া ভীতিবিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এই আকস্মিক রাজ-অভ্যুদয় নিরীক্ষণ করে। কৈসারের ভ্রমণের বাতিক এমন প্রবল যে, তিনি কোন কোন দিন নিউয়েস্ প্রাসাদে রাত্রিযাপন না করিয়া 'ওয়াইল্ড পার্ক' ষ্টেসনে তাঁহার 'সেলুনে'ই রাত্রি-

বাস করেন।—অথচ প্রাসাদ হইতে ষ্টেসনে আসিতে পাঁচ মিনিটের অধিক সময় লাগে না।—তবে কথা এই যে, তাঁহার প্রাসাদ-কক্ষে বাস—আর 'সেলুনে' বাস, উভয়ই তুল্যরূপ আরামদায়ক।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে তাঁহার এই অভ্যাস প্রবল হইয়া উঠে। সেই বৎসর জানুয়ারী মাসের এক রাত্রিতে কৈসারের মার্ব্বেল-প্রাসাদে একটি রাজকীয় ভোজের আয়োজন ছিল। কৈসার উৎসবান্তে রেল-ষ্টেসনে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মহিষী তাঁহাকে অভিমান-ভরে বলেন, "তুমি যে নিয়ম বাঁধিয়া বাহিরে রাত্রিবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ইহাতে বোধ হয় বাহিরে বিশেষ কোনও আকর্ষণ আছে; তুমি কোথায় যাও, আমি দেখিব।"—মহিষীর ভয়-প্রদর্শনে কৈসার কয়েক মাস এই অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। মহিষী কৈসারকে এই ভাবে সাবধান না করিলে পরে তিনি অত্যন্ত অপদস্থ হইতেন সন্দেহ নাই; কারণ, প্রাসাদের ভৃত্যবর্গ অনেক দিন ধরিয়া নিয়মিত রূপে বেতন না পাওয়ায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া কৈসারের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তাহারা স্থির করিয়াছিল,—প্রজা সভায় (Reichstag) রেলওয়ে বিভাগের যিনি সচিব আছেন,—তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইবে,—কৈসার সাধারণের গৃহ (public depot) তাঁহার শয়ন-কক্ষে পরিণত করিয়াছেন কি না। অবশ্য, কৈসার কোথায় কি ভাবে রাত্রিযাপন করেন,—তাহার আলোচনা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের অনধিকার-চর্চ্চা; কিন্তু তিনি ষ্টেসনে আসিয়া সেখানে রাত্রি-বাস করিলে, তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত না হয় এজন্য মালগাড়ীর চলাচল বন্ধ রাখিতে হয়। ইহাতে সাধারণের অসুবিধা ও বাণিজ্যের ক্ষতি হয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এ কথা লইয়া প্রাসাদে কর্ম্মচারীগণের মধ্যেও আলোচনা আরম্ভ

হইয়াছিল। কাউণ্ট ইউলেন্‌বর্গ এক দিন মহিষীর কোনও সহচরীকে বলিয়াছিলেন, "কৈসারের এই খেয়ালের জন্য শতাধিক রেল-কর্ম্মচারীকে আজ রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে।"

সহচরী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শতাধিক লোককে রাত্রি জাগিতে হইবে!—আপনি বলেন কি?"

কাউণ্ট বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি তাহা অত্যুক্তি নহে। আমি তালিকা দেখিয়াছি। ভাবিয়া দেখুন ব্যাপার কি? মালগাড়ীগুলিকে 'সাইডিং'এ ফেলিয়া রাখিতে হইবে; যাত্রীগাড়ীগুলির গতি হ্রাস করিতে হইবে; সাধারণ 'সিগ্‌নাল্‌' বন্ধ রাখিতে হইবে; ঘণ্টা বাজিতে দেওয়া হইবে না; বাষ্পবংশী (steam whistling) নীরব হইবে; এবং এই সকল অত্যাবশ্যক নিয়মের ব্যতিক্রমে যাহাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, সে জন্য প্রত্যেক বিভাগের কর্ম্মচারী সংখ্যা দ্বিগুণিত করিতে হইবে।—শতাধিক লোক রাত্রি জাগিয়া এজন্য না খাটিলে বিভ্রাট ঘটিতে পারে।"

যাহা হউক, সম্রাট এই খেয়াল ত্যাগ করায় এ সম্বন্ধে অতঃপর কোনও উচ্চবাচ্য হয় নাই।

কৈসারের ব্যবহারের জন্য প্রত্যহ সাড়ে তিন শত অশ্ব,—কতক শকটের জন্য কতক আরোহণের জন্য—প্রস্তুত রাখিতে হয়। সম্রাট যেখানেই বেড়াইতে যান, শত শত সভাসদ ও অনুচর তাঁহার সঙ্গে থাকিবেই। বিশেষতঃ, তিনি এক স্থানে যাইতে যাইতে অন্য স্থানে উপস্থিত হন; সেখানে গিয়াও হঠাৎ তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইলে দশ বিশ মাইল দূরবর্ত্তী অন্য কোনও স্থানে তাঁহার শিবির সংস্থাপিত করিতে হয়। সুতরাং তাঁহার লট্ট-বহর, তাঁহার ব্যবহারোপযোগী সমুদয় সামগ্রী,—এতদ্ভিন্ন তাঁহার পার্শ্বচর, অনুচর, সভাসদ্, দেহরক্ষী

সকলের রাশি রাশি লগেজ বহন করিবার জন্য এই সকল গাড়ী ঘোড়ার আবশ্যক হয়। প্রভাতে যেখানে তিনি চা পান করেন, মধ্যাহ্ন-ভোজনের স্থান তাহার বিশ মাইল দূরে নির্দ্দিষ্ট হইল; এবং রাত্রিবাসের জন্য সন্ধ্যার সময় আরও পনের মাইল দূরে শিবিরস্থাপন করা হইল।—এরূপ কাণ্ড সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্য-ভাগে এক দিন কৈসার-মহিষীর আদেশে তাঁহার কোনও সহচরী 'বার্লিনার ক্লিনিস্ জর্নাল্' নামক একখানি সাময়িক পত্রিকা পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে-ছিলেন। এই পত্রিকায় সামাজিক প্রসঙ্গের মধ্যে একটি 'প্যারা' পেন্সিল দ্বারা চিহ্নিত করা ছিল। সেই পেন্সিল-চিহ্নিত প্যারাটির প্রতি মহিষীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র তিনি তাঁহার সহচরীকে তাহা পাঠ করিতে বলিলেন!

কৈসারের এড্জুটাণ্ট হের ভন্ হিউয়েল্সেনের সহিত সেনাপতি ভন্ লুকাডোর একমাত্র দুহিতার বিবাহের সম্ভাবনার কথা এই প্যারাটিতে লিখিত ছিল।

কৈসার-মহিষী এ কথা শুনিয়া ভ্রুভঙ্গী সহকারে বলিলেন, "অসম্ভব! হের ভন্ হিউয়েল্সেন্ ভবিষ্যতে 'কাউণ্ট' উপাধি পাইতে পারে; কিন্তু জেনারেল ভন লুকাডোর স্ত্রী একটা ফরাসী দর্জ্জির বংশে জন্মিয়াছে।—এ বিবাহ অসম্ভব।"

মহিষীর অন্যতম সহচরী ফ্রলিন্ ভন্ জার্সডর্ফ বলিলেন, "দর্জ্জি হইলেও খুব বড়মানুষ দর্জ্জি ত বটে।"

মহিষী এ কথায় কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তা হইতে পারে; চড়া দরে প্যারিস্-ফ্যাসানের পোষাক বেচিয়া লোকটা কিছু টাকা করিয়াছিল; তাহাতে কিছু যায় আসে না।"—অনন্তর তিনি পাঠিকার

দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কাগজখানা আমার স্বামীর পাঠ-গৃহে লইয়া যাও, তাঁহার ডেস্কের উপর রাখিয়া এস; তিনি ঘরে ফিরিয়া উহা দেখিতে পাইবেন।—এ কেলেঙ্কারীটা যাহাতে না ঘটে, গোড়াতেই তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।"—কিন্তু উল্টা ফল হইল!

মহিষীর সহচরী কাগজখানি লইয়া কৈসারের পাঠ-গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে কৈসার 'প্যারেড্' দেখিয়া সেই কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সহচরীর হস্তে কাগজখানি দেখিয়াই তিনি কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কাগজে কি আছে?"

সহচরী বলিলেন, "ইহা 'ক্লিনিস্ জর্নাল্'।—মহিষী এই কাগজ-খানি সম্রাটের ডেস্কের উপর রাখিয়া যাইতে আদেশ করায় আমি ইহা লইয়া আসিয়াছি।—হের ভন্ হিউয়েল্সেনের প্রসঙ্গে ইহাতে একটি 'প্যারা' আছে।"

সম্রাট বলিলেন, "হিউয়েল্সেনের প্রসঙ্গে প্যারা! দেখি—"সম্রাট দুই একছত্র পাঠ করিয়াই তাঁহার অনুচরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অনুচরটি তাঁহার 'বুট' ও প্রকাণ্ড তরবারি খুলিয়া লইবার জন্য গরুড় পক্ষীর মত অদূরে দণ্ডায়মান ছিল।

কৈসার তাহাকে বলিলেন, "এড্জুটাণ্ট ভন্ হিউয়েল্সেন্কে এখনই ডাকিয়া আন।"

ভৃত্য প্রস্থান করিলে কৈসার সোফায় বসিয়া প্যারাটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। ইতিমধ্যে মেজর ভন্ হিউয়েলসেন্ ভীত চিত্তে কৈসার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।

কৈসার কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া তাঁহার এড্জুটাণ্টকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ফ্রলিন্ ভন্ লুকাডোকে বিবাহ করিবে?—বিবাহ করিলে তাহার টাকাগুলা তোমারই ভোগে লাগিবে; বিস্তর টাকা পাইবে।"

মেজর ভন্ হিউয়েল্‌সেন্ সসম্ভ্রমে বলিলেন, "সম্রাট ক্ষমা করিবেন, আমি এই যুবতীকে বিবাহ করিতে পারিব না।"

কৈসার বলিলেন, "আমি যদি এই বিবাহে মত দিই, তাহা হইলে তুমি কেন বিবাহ করিবে না ?"

সম্রাটের কথা শুনিয়া হিউয়েল্‌সেনের মুখ লাল হইয়া উঠিল। মহিষীর সহচরী তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন ; হিউয়েলসেন্—তাঁহার দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া নতমুখে বলিলেন, "সম্রাট, এই যুবতীর মা আমার উপর খড়্গহস্ত ! মেয়ার নাম্নী অভিনেত্রীকে লইয়া যে একটু 'কেলেঙ্কারি' হইয়াছিল,—সে কথা সম্রাটের স্মরণ থাকিতে পারে ।"

অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা "রহস্য-লহরী" পাঠ করেন, এজন্য আমরা এখানে সেই কলঙ্ক-কাহিনীর অবতারণায় বিরত রহিলাম।

কৈসার হিউয়েল্‌সেন্‌কে বলিলেন, "সে কথা আমার স্মরণ আছে। কিন্তু মেয়ের মার সে জন্য আপত্তি হওয়া উচিত নয় ; তুমি বীর পুরুষ।— যাহা হউক, তুমি মন খুলিয়া বল দেখি, তুমি এই যুবতীকে চাও কি না।"

মেজর হিউয়েল্‌সেন্ খুসী হইয়া সোৎসাহে বলিলেন, "আমার সম্রাট যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে আমি যে-কোনও নিগ্রোর মেয়েকে পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে রাজী আছি,—সেনাপতি লুকাডোর কন্যা ত দূরের কথা !"

কৈসার বলিলেন, "বটে !—আমি অঙ্গীকার করিতেছি, এই 'সাদা বাঁদী' (White slave) আজই তোমার অঙ্কে স্থান পাইবে।"—অনন্তর কৈসার মহিষীর সহচরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কাউণ্টেস্, মহিষীকে জানাও, সব বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে। তিনি যেন বেলোভোট্টাসে শীঘ্র বৌ-ভাতের (wedding banquet) আয়োজন করেন।"

এই কথাবার্ত্তার বিশ মিনিট পরে কৈসার সেনাপতি ভন্ লুকাডোর অট্টালিকায় সমুপস্থিত! তাঁহার পশ্চাতে রাজ-ভৃত্য, তাহার হস্তে শ্বেত গোলাপের একটি সুদৃশ্য তোড়া।

সেদিন সেনাপতি লুকাডোর স্ত্রীর জন্মতিথি-উৎসব।—তাঁহার সুপ্রকাণ্ড হর্ম্ম্য দীপমালায় সুসজ্জিত; বহু সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ, এবং আভিজাত্য গৌরবমণ্ডিত পুরুষ ও মহিলা নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজের মজলিসের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিলেন। প্রকাণ্ড পুরী উৎসবমগ্ন।—এমন সময় সম্রাটের আকস্মিক আবির্ভাবে যেন সেনাপতি-ভবনে মহাশব্দে বোমা ফাটিয়া গেল! সকলে এমনই বিস্মিত, ভীত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিনা-নিমন্ত্রণে সম্রাট হঠাৎ সেখানে উপস্থিত! ব্যাপার কি? বলা বাহুল্য, এই উৎসবে সম্রাটকে নিমন্ত্রণ করিতে সেনাপতি-পত্নীর সাহসে কুলায় নাই।—কিন্তু সম্রাট বুঝিলেন, এমন মজলিসে তাঁহার ঘটকালিটা খুলিবে ভাল; তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইলেন।

কৈসার সেনাপতি-পত্নীর সম্মুখে :উপস্থিত হইয়া সহাস্যে বলিলেন, "তুমি আমার এড্‌জুটাণ্ট হিউয়েল্‌সেনের হস্তে কন্যা-সম্প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছি।—এমন গুণবান জামাই তুমি আর কোথায় পাইবে?"—কৈসার তাঁহার এড্‌জুটাণ্টের রূপগুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন।

মজলিসের সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ নিস্তব্ধ; সেই কক্ষে বজ্রাঘাত হইলেও তাঁহারা এত বিস্মিত হইতেন না। সম্রাটের কথা শুনিয়া সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন; কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

সেনাপতির পত্নী কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমি ত এ বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করি নাই; সম্রাট মিথ্যা জনরবে

আস্থা স্থাপন করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। এমন কি, আমার স্বামীও হের ভন্ হিউয়েল্‌সেন্‌কে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, এরূপ কল্পনা করেন নাই।”

কৈসার অধীর ভাবে বলিলেন, “বটে! তা সেনাপতি সম্রাটের প্রত্যেক আদেশ পালন করিতে বাধ্য। আর মেয়ের মা—তুমি, আমি যখন তোমাকে বলিতেছি হিউয়েল্‌সেন্ তোমার কন্যার যোগ্য বর, তখন এ প্রস্তাবে তোমার আপত্তি না থাকাই উচিত।”

সেনাপতির পত্নী আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না; সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘন করেন,—জর্ম্মান সাম্রাজ্যে এমন লোক কে আছেন? দুই একদিনের মধ্যেই মহা-সমারোহে বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। কৈসার ও কৈসার-মহিষী বিবাহ-সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।—বিবাহের ভোজেও তাঁহারা উপস্থিত ছিলেন।

বস্তুতঃ, জর্ম্মানীতে সরকারী ও ‘আধা’-সরকারী লোকদিগকে সম্রাট যে আদেশ করেন—তাঁহাদের পক্ষে তাহাই আইন।—কেবল সরকারী কার্য্য নহে, পারিবারিক ব্যাপারেও এইরূপ। সম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল নাই; তাঁহার আদেশের প্রতিবাদ করিয়াও কোন ফল নাই। সে কালের মুসলমান বাদসাহগণের আদেশের ন্যায় তাঁহার আদেশ অমোঘ, অখণ্ডনীয়। কৈসার জানিতেন, সেনাপতি ভন্ লুকাডোর পত্নী অত্যন্ত গর্ব্বিতা, বৈভবের ও উচ্চপদের অহঙ্কারে স্ফীতা;—তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়া কৈসার স্বীয় অপ্রতিহত পরাক্রমের পরিচয় প্রদান করিলেন; কিন্তু অন্য কোনও সভ্য দেশের রাজা কোনও প্রজার পারিবারিক ব্যাপারে এ ভাবে হস্তক্ষেপণ করিতেন কি না সন্দেহ।

কৈসারের এই অনধিকার-চর্চ্চার ফল কল্যাণপ্রদ হয় নাই। সেনাপতি-পত্নী জামাতার ধৃষ্টতা প্রসন্ন মনে মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না;

তিনি জামাতাকেই এই অপমানের জন্য দায়ী করিলেন। যদিও তিনি কৈসারের ভয়ে জামাতাকে প্রকাশ্যভাবে অবমানিত করিতে সাহস করিলেন না,—কিন্তু জামাতার পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি হরণের যে ব্যবস্থা করিলেন—তাহাতে তাঁহার কূটবুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার বাস-গৃহের সন্নিকটে কন্যা-জামাতার বাসের জন্য একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা দান করিলেন, অট্টালিকাটি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইল; কিন্তু তিনি কন্যার সহিত সেই অট্টালিকায় প্রভাত হইতে রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্ত বাস করিতে লাগিলেন! নব বিবাহিত যুবক স্ত্রীর সহিত দু'দণ্ড প্রাণ খুলিয়া প্রেমালাপ করিবেন, তাহার উপায় রহিল না। মা মুহূর্ত্তের জন্য মেয়েকে চক্ষুর অন্তরালে যাইতে দেন না! ইহার উপর শ্বাশুড়ীর বাক্য-যন্ত্রণা, শ্লেষ, বিদ্রূপ—বেদনার উপর বেলেস্তারার কার্য্য করিতে লাগিল। বেচারা হিউয়েল্‌সেনের পক্ষে 'অরণ্য তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্' হইয়া উঠিল!—হিউয়েল্‌সেনের আক্ষেপের সীমা রহিল না।

অবশেষে হিউয়েল্‌সেনের একজন হিতাকাঙ্ক্ষিণী রমণী—সাম্রাজ্ঞীরই একজন সহচরী তাঁহার মর্ম্ম-বেদনার কথা শুনিয়া বলিলেন, "কৈসারকে বলিবেন, তিনি ঘটক (schadchen) হইয়া যে বিবাহ ঘটাইয়াছেন, তাহার ফলে আপনার প্রাণান্ত ঘটিবার উপক্রম! অতএব তিনি যেন তাঁহার অনুগৃহীত ভৃত্যের কষ্ট মোচনের একটা সুব্যবস্থা করেন।"

এই কথা শুনিয়া হিউয়েল্‌সেন বলিলেন "কখন না; দশ লাখ টাকার বিনিময়েও আমি সম্রাটকে আমার মর্ম্মবেদনার কথা জানাইতে পারিব না। তিনি আমার কষ্টের কথা শুনিলেই আমার শ্বশুর-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর কৈফিয়ৎ তলব করিয়া বসিবেন!"

যাহা হউক, হিউয়েল্‌সেন্‌ তাঁহার বিপদের কথা কৈসারের গোচর না করিলেও তাহা তাঁহার কর্ণ-গোচর হইতে অধিক বিলম্ব হইল না; কৈসার সেনাপতি-পত্নীকে অধিকতর অপদস্থ করিবার জন্য হিউয়েল্‌-সেন্‌কে 'কাউণ্ট' উপাধি প্রদান পূর্ব্বক ভিয়েনার সামরিক দূত পদে নিযুক্ত করিলেন।—হিউয়েল্‌সেনের মাতামহ 'কাউণ্ট' ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর এই উপাধি ভোগের লোক ছিল না। কৈসারের অনুগ্রহে দৌহিত্র মাতামহের উপাধির উত্তরাধিকারী হইলেন।—কাউণ্ট হিউয়েল্‌-সেনের সুখ-সমৃদ্ধির সীমা রহিল না।

জর্ম্মানীর সামরিক কর্ম্মচারীগণ ও যোদ্ধৃবৃন্দ যাহাতে বিলাসী ও অপব্যয়ী না হয়,—সে দিকে কৈসারের বিশেষ দৃষ্টি আছে। সম্রাট স্পষ্টবাক্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "প্রুসিয় লেফ্‌টেনাণ্ট, কাপ্তেন ও কর্ণেলগণকে মিতব্যয়ী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আয়ের অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিলে বহুবিধ সামাজিক বিভ্রাটের উৎপত্তি হয়। প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ রাজ-দরবারে যোগদান উপলক্ষে ব্যয়-বাহুল্যে বাধ্য হইলেও, তাঁহারা অকারণ আবশ্যকাতিরিক্ত ব্যয়ে বিরত থাকিবেন।"—কৈসার তাঁহার মিতব্যয়িতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য, তাঁহার সামরিক পরিচ্ছদ-সংলগ্ন লাল ফিতা পুরাতন হইলেও, সে পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন না; বিবর্ণ ফিতা ত্যাগ করিয়া তাহাতে নূতন ফিতা বসাইয়া লন! পুরাতন পরিচ্ছদ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এইরূপ ফিতার পরিবর্ত্তন দুই তিনবারও হইয়া থাকে।

কিন্তু উপদেশ দানের সময় সম্রাট যতই মুক্তকণ্ঠ হউন, কার্য্যতঃ তাঁহার ন্যায় অমিতব্যয়ী নরপতি পৃথিবীতে আর কয়জন আছেন সন্দেহ। 'বজ্র আঁটুনি ও ফস্কা গেরো'—এই প্রবচন তাঁহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সেনা-নায়কেরা তাঁহার আদেশানুযায়ী

মিতব্যয়ী হইয়া চলিতেছেন কি না, দেখিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে কোনও একটি 'রেজিমেণ্টে' উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সহিত নৈশ-ভোজনে যোগদান করেন। তিনি পূর্ব্বেই সংবাদ দেন,—অমুক রেজিমেণ্টের নায়কগণের সহিত অমুক দিন আহার করিবেন; এবং তিনি স্বয়ং এই ভোজনের ব্যয় দশ টাকা প্রদান করিবেন।—অর্থাৎ এই দশ টাকাতেই তাঁহার ও তাঁহার সেনা-নায়কগণের ভোজন-ব্যাপার সুসম্পন্ন করিতে হইবে!

কৈসার সেনা-নায়কগণের সহিত ভোজন করিবেন,—অথচ দশ টাকায় সকলের আহারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে;—এ সংবাদ পাইয়া রেজিমেণ্টের নায়কগণের উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না। যাহা হউক,—কৈসার কোন্ কোন্ মদ্যের ও খাদ্য-সামগ্রীর পক্ষপাতী,—তাহার সন্ধান লইয়া—রেজিমেণ্টের নায়কগণ বিপুল অর্থব্যয়ে—কৈসারের ভোজের আয়োজন করেন। কৈসারের রুচিকর মহামূল্য ফরাসী 'স্যাম্পেন,' 'রাইন'মদ্য, 'বার্গেণ্ডি' নামক সুরা, সুপেয় 'কোনাক' মদ্য, সামুদ্রিক মৎস্য, ও নানা প্রকার মৃগ-মাংস প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়।—সম্রাট একাকী ভোজন করিতে আসেন না, অনেক সময়েই দশ বারজন মোসাহেব সঙ্গে আনয়ন করেন; এবং মহা-সমারোহে ভোজন-ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া—দশ টাকায় ভোজ হইয়া গেল ভাবিয়া আত্ম-প্রসাদে গদ-গদ হইয়া উঠেন। বলা বাহুল্য, কৈসারের জন্য আনীত এক বোতল ফরাসী 'স্যাম্পেনে'র মূল্যই দশ টাকার অধিক। বস্তুতঃ, কৈসারের মিতব্যয়িতার নিদর্শনসূচক ভোজের আয়োজন করিতে গিয়া জর্ম্মান রেজিমেণ্টের অধিনায়কবর্গকে ঋণজালে জড়িত হইতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে কৈসারের অভ্যর্থনার জন্য সৈনিকগণের এক একটি

'মেসে' এক এক দিনে হাজার দেড় হাজার টাকা খরচ হইয়া থাকে! এ জন্য পটস্‌ডামস্থ সেনানিবাসের সেনা-নায়কগণকে কোন কোন মাসে তাঁহাদের বেতনের দশমাংশও ব্যয় করিতে হইয়াছে। নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীগণের বেতন অতি সামান্য; তাহাদিগকে রাজ-ভোজনের ব্যয়ে এমন বিপন্ন হইতে হইত যে, তাহারা জীবন বিড়ম্বনাপূর্ণ মনে করিত।

'প্রুসিয়া গার্ড'-সৈন্যগণের পদমর্য্যাদা জর্ম্মান সেনামণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহাদের অনেকেই অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী-গণের বংশধর, অনেকেরই নাম সুদীর্ঘ উপাধি দ্বারা সমলঙ্কৃত; কিন্তু তাঁহাদের বেতন তাঁহাদের পদমর্য্যাদা বা কৌলীন্য-গৌরবের অনুরূপ নহে। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের সৈনিক-ব্রতধারী বংশধরগণকে যথাযোগ্য সাহায্য-দানে অসমর্থ। কৈসারের সু-নজরে পড়িতে হইলে পোষাকের আড়ম্বর অপরিহার্য্য; সুতরাং কৈসারের অনেক সেনা-নায়ককে দরজীর বিল চুকাইতেই 'দেউলিয়া' হইতে হয়! আবার দরজীরাও এই সকল কর্ম্মচারীর পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত অধিক মূল্য লইয়া থাকে।—এই পোষাকের ব্যয়-ভার বহন করা অনেকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য।

কৈসারের কোনও পরলোকগত সচিবের বিধবা-পত্নী তাঁহার পুত্রকে কিছু কিছু বার্ষিক সাহায্য করিতেন; পুত্রটি সমর বিভাগে চাকরী করিত। বিধবার আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না; তিনি গব-র্মেণ্টের নিকট বার্ষিক পাঁচহাজার টাকা বৃত্তি পাইতেন। তাঁহাকে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত; এবং কয়েকটি কন্যার বিবাহ দিতেও বাকি ছিল। এই বিধবা এক দিন প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সাম্রাজ্ঞীর কোনও সহচরীকে জ্ঞাপন করেন, তিনি একবার মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। সাম্রাজ্ঞীর সহচরী সাক্ষাতের কারণ

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, কৈসার যাহাতে আর সেনাপতিদের 'বারিকে' গিয়া তাঁহাদের সহিত ভোজনাদি না করেন,—তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি মহিষীকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন।—সাম্রাজ্ঞীর সহচরী, বিধবার এই অদ্ভুত আবদার সমর্থন-যোগ্য নহে মনে করিয়া, মহিষীর সহিত তাঁহার দেখা করাইতে সম্মত হইলেন না।

তখন সেই বিধবা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সাম্রাজ্ঞীর সহচরীকে বলিলেন, "আমার পুত্র ওয়াণ্টার 'রেজিমেণ্টে' চাকরী করিয়া মাসে পৌনে দুই শত টাকা বেতন পায়। কিন্তু এই টাকার মধ্যে একশত পঁয়ত্রিশ টাকা তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ, খোরাকী, ঘর-ভাড়া প্রভৃতি বাবদ কাটিয়া লওয়া হয়। অবশিষ্ট চল্লিশ টাকা, আর যে কুড়ি টাকা আমি তাহাকে মাসিক সাহায্য দান করি, তদ্দ্বারা ওয়াণ্টারকে অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়; চুরুট কিনিতে হয়, গাড়ী ভাড়া দিতে হয়, থিয়েটার প্রভৃতি দেখিতে হয়; এতদ্ভিন্ন খুচরা খরচ আরও কত আছে। যাহা হউক, এই ষাঠ টাকাতেই তাহার মাসিক ব্যয় কোনও প্রকারে নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু যে দিন হইতে কৈসার তাহাদের 'রেজিমেণ্টে' খানা খাইতে আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতেই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল! খানার চাঁদা পনের টাকা দিতে প্রথম বারেই তাহাকে তাহার কোনও বন্ধুর নিকট দুই 'ক্রাউন' কর্জ্জ করিতে হইল। পরের মাসে কৈসার পুনর্ব্বার তাহাদের 'রেজিমেণ্টে' খানা খাইবার নিমন্ত্রণ চাহিয়া পাঠাইলেন! সেবার ওয়াণ্টারকে আবার দেনা করিতে হইল। এই দেনা শোধ করিয়া তাহার হাতে যে কয়েকটি টাকা থাকিল,—তাহাতে একমাস চলিবার উপায় নাই। বেচারা দুশ্চিন্তায় ও অপদস্থ হইবার ভয়ে মৃতবৎ হইয়াছিল। শেষে সে উপায়ান্তর না দেখিয়া একটা সুদখোর মহাজনের নিকট অনেক সুদে কিছু টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হয়। ছয়মাসে সে

দেনা পরিশোধ করিতে না পারায়, তাহার নামে নালিশ হইল। তাহার লাঞ্ছনার সীমা নাই। সৈন্য বিভাগে আমার পুত্রেরই অবস্থা যে এরূপ শোচনীয় তাহা নহে, প্রত্যেক যুবককেই এইরূপ বিপন্ন হইতে হইয়াছে। আমি তাহাদের সকলেরই পক্ষ হইতে মহিষীকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছি, তিনি যেন সম্রাটের এই খেয়াল বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। মহিষীর সাক্ষাৎ পাইলে আমি তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়া সকল কথা তাঁহার গোচর করিব। সম্রাট সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—তাহাই তাঁহার সামরিক কর্ম্মচারীগণের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। ইহাতে তাহারা তাহাদের পরিবারবর্গের ও স্বদেশের নিকট অপরাধী হইতেছে।”

একবার সম্রাট তাঁহার কতকগুলি সামরিক কর্ম্মচারীর পরিচ্ছদাদির আড়ম্বরের ও পারিপাট্যের অভাব দর্শনে বিরক্ত হইয়া প্রথম রক্ষী-সৈন্য দলের সেনাপতি ভন্ কেসেল্‌কে তিরস্কার করেন। এই সকল কর্ম্মচারীর ‘মেসে’ কৈসার কয়েক বার নিমন্ত্রণ ‘আদায়’ করিয়াছিলেন। সেনাপতি ভন্ কেসেল্ কিছু স্পষ্টবাদী লোক; তিনি বলিয়াছিলেন, “সম্রাট যদি তাঁহার এই সকল সামরিক কর্ম্মচারীকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে ভোজ খাইবার অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইবে। তাহারা সম্রাটকে ভোজ খাওয়াইবে, আবার জমকালো পোষাকের খরচ জোগাইবে,—এরূপ তাহাদের অবস্থা নহে।”

কেবল সামরিক কর্ম্মচারীগণকেই যে এ ভাবে বিপন্ন হইতে হয়, এরূপ নহে। এই প্রসঙ্গে সাম্রাজ্ঞীর কোনও সহচরী লিখিয়াছেন, “প্রসিয়ার রাজকুমারী প্রিন্সেস্ ফ্রেডারিক চার্লস্ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের একদিন প্রাসাদে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে সময় মহিষী ও তাঁহার অন্যান্য সঙ্গিনীগণ প্রাসাদে ছিলেন না। তাহার

জর্ম্মান সাম্রাজ্যে যাহারা রাজভক্তিহীনতার অভিযোগে দণ্ড প্রাপ্ত. হয়,—আইনের সাহায্যে তাহাদের উদ্ধার লাভের কোনও আশা নাই; সম্রাট আদেশ করিয়াছেন, তিনি যে সকল কার্য্যের পক্ষপাতী, যদি কোনও লোক সেই সকল কার্য্যের কোনও রূপ বিরুদ্ধ-সমালোচনা করে, কিংবা সংবাদপত্রাদিতে তৎসম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে;—তাহা হইলে সে স্ত্রীলোক হোক—আর পুরুষ হোক,—আদালত তাহাকে দণ্ড-দান করিতে বাধ্য হইবেন। এইজন্য কোন কোন ব্যাপারে বালক-বালিকাগণকে পর্য্যন্ত দণ্ডিত হইতে হয়! আবার কোন কোন অপ-রাধীকে সম্রাট ক্ষমাও করেন। একবার কব্‌লেন্‌জের একটি যুবতী ধাত্রী কৈসারের সুখ-সমৃদ্ধি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিল, "সম্রাট কেমন আরামে নিদ্রা যান! আমার ইচ্ছা হয়—উঁহার সহিত এক বিছানায় শুইয়া ঘুমাই!"

এই রাজভক্তিহীনতার অভিযোগে ধাত্রী-যুবতীকে বিচারক নয় মাসের জন্য কারাগারে প্রেরণ করেন! কৈসারের নিকট আপীল করা যুবতীর অসাধ্য হইলেও, কৈসার ঘটনাক্রমে যুবতীর অপরাধের ও দণ্ডের কথা জানিতে পারেন।—তিনি যুবতীর অপরাধের কথা শুনিয়া গোঁফে তা' দিয়া (curling his moustache) বলিলেন, "মেয়েটা বোধ হয় রাইনল্যাণ্ডে আমার ধুমধাম দেখিয়াছিল;—তা সে যে কথা বলিয়াছিল, সে জন্য তাহাকে নিন্দা করা যায় না। সে তেমন শিক্ষিতা নহে, আমার প্রশংসা করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল; সেই প্রশংসাটা সে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছে।—খালাস!"

জর্ম্মান সাম্রাজ্যের বিচার বিভাগের একজন মন্ত্রী একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; যে সকল লোক কৈসারের songs to Aegir নামক কাব্যের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিয়া দণ্ডিত হইয়াছে,—সেই

তালিকায় তাহাদের সংখ্যা ও দণ্ডের পরিমাণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। যাহারা এই অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে,—তাহাদের দণ্ডের পরিমাণ একত্র করিলে তিন শত এগার বৎসর সাত মাস হয়! এতদ্ভিন্ন অর্থদণ্ডের পরিমাণ চারি বৎসরে নয় হাজার মুদ্রা (মার্ক) হইয়াছিল।

কিন্তু জর্ম্মানী দেশের এক শত আটচল্লিশ বর্গ-মাইল স্থানের মধ্যে এই রাজভক্তিহীনতার আইন আমোলে আসে না! সেই স্থানের লোক কৈসারের বিরুদ্ধে যাহা ইচ্ছা বলিয়া অনায়াসে নিষ্কৃতি পায়! এই স্থানটির পরিসর তেমন অধিক না হইলেও তাহার নামটি অত্যন্ত উৎকট; এই স্থানের নাম—রুস-গ্রেইজ্-শ্লেইজ্-লোবেন্ষ্টীন্ এবার সোয়াল্ডি।—ইহার সঙ্গে আরও কয়েকখানি গ্রাম আছে। এই রাজ্যখণ্ডের নরপতির নাম দ্বাবিংশ হেন্‌রিক। যে সকল সংবাদপত্র রাজভক্তিহীনতার প্রশ্রয় দান-হেতু সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়, এই রাজার রাজ্যে সে সকল সংবাদপত্র অবাধে প্রচারিত হইতে পারে; সুতরাং জর্ম্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের ৫৩,৭৮৭ জন প্রজা কৈসার সম্বন্ধে যে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ। তাহারা কৈসারের রাজভক্তিহীনতা সম্বন্ধীয় আইনকে সর্ব্বদাই 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন' করে।

কৈসারের প্রাসাদে সহস্রাধিক ভৃত্য কাজ করে; কৈসারের ধারণা তাহাদের সকলেই চোর।—কৈসারের ভৃত্যগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি কোনও দিন তাহাদের কাহাকেও প্রত্যভিবাদন করেন না।

কৈসারের আদেশ আছে,—তাঁহার প্রাসাদে অবস্থান কালে কেহ তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিবে না। সেই কক্ষে যদি কোনও ভৃত্যের কোনও কাজ থাকে,—তবে তাঁহার নিদ্রার সময় তাহা শেষ

করিতে হইবে ; কিন্তু হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে যদি তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষে কাহাকেও দেখিতে পান, তাহা হইলেই সে বেচারার সর্ব্বনাশ! তিনি নিদ্রিত আছেন, তাঁহার কোনও ভৃত্য হয় ত নিঃশব্দে সেই কক্ষের জিনিস-পত্র ঝাড়িতেছে,—এমন সময় কৈসারকে নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিতে দেখিলেই সে সেই কক্ষ হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করে! একদিন সুজেটি নাম্নী একটি পরিচারিকা কি একটা উপলক্ষ্যে সম্রাটের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়াই দেখিতে পায়, সম্রাটের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে!—তখন সে পলায়ন করিবার সুযোগ না পাইয়া একটা খোলা চুল্লির (ষ্টোভ্) ভিতর লুকাইল! প্রায় এক ঘণ্টা পরে সম্রাট স্থানান্তরে গমন করিলে, সে ধীরে ধীরে চুল্লির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখন দেখা গেল, ষ্টোভের কালিতে তাহার পোষাকটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে!

প্রসিয়া রাজ্যে নিয়ম আছে, কোনও গৃহস্বামী দাস-দাসীর কোনও ব্যবহারে বাধ্য হইয়া যদি তাহাদিগকে অত্যন্ত অধিক প্রহার করে, তাহা হইলে আইনানুসারে সেই মনিবের দণ্ড হইবে না। প্রজা সভায় এই আইন রহিত করিবার জন্য একাধিক বার চেষ্টা হইয়াছিল ; কিন্তু গবর্মেণ্টের আপত্তিতেই সেই আইন রদ হয় নাই। গবর্মেণ্টের বিশ্বাস, এই আইন রদ করিলে দাস-দাসীরা প্রশ্রয় পাইয়া মনিবের মাথায় উঠিবে ; —তাহার ফলে রাজ্যে অরাজকতার স্রোত বহিবে!

প্রসিয়ার রাজ-পরিবারে অলস ভৃত্যগণকে চট্‌পটে করিবার জন্য পূর্ব্ব কালে বড় একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা ছিল। রাজার কাছে লবণপূর্ণ পিস্তল থাকিত ; রাজা কোনও ভৃত্যের অলসতার পরিচয় পাইলেই তাহার উপর সেই লবণের 'গুলি' ছুড়িতেন! কিন্তু ইহাতে সময়ে সময়ে অনর্থও ঘটিত। একবার সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম্ এই গুলিতে একজন ভৃত্যের পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন ; আর একজনের উভয় চক্ষুই নষ্ট করিয়া-

ছিলেন! কিন্তু সে বহুদিনের কথা। ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট অতি বিখ্যাত ও স্বনামধন্য সম্রাট ছিলেন। তিনি ভৃত্য শাসনের জন্য লবণের 'গুলি' পিস্তলে ব্যবহার করিতেন না; কখন যষ্টি প্রয়োগে তাহাদের মুখ বিকৃত করিয়া দিতেন, কখন কখন বা তরবারির উল্টা দিক দিয়া তাহাদিগকে জখম করিতেন। কিন্তু প্রসিয়ার কার্ল অর্থাৎ বর্ত্তমান কৈসারের খুল্ল-পিতামহ সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ামের পন্থায় ভৃত্যদমন করিতেন। একবার তিনি গুলি করিয়া দুই জন ভৃত্যের প্রাণসংহার করায় তাঁহার এক ভ্রাতা বলিয়াছিলেন, 'কার্ল রাজপুত্র না হইলে এই অপরাধে তাঁহার ফাঁসি হইত।' বস্তুতঃ, হোহেন্‌জোলার্ণ রাজবংশ চিরদিনই ভৃত্য-নির্য্যাতন কার্য্যে সিদ্ধহস্ত। কৈসার উইল্‌হেমের ভৃত্যেরাও তাঁহাকে যমের মত ভয় করে, এবং সাধ্য-পক্ষে কখনও তাঁহার সম্মুখে যায় না। কৈসারও প্রাসাদের কোনও অংশে বিচরণ করিতে করিতে যদি কোনও দাস-দাসীকে সম্মুখে দেখিতে পান, তাহা হইলে ক্রোধে বিহ্বল হইয়া পড়েন। কৈসার প্রায়ই তাঁহার প্রাসাদাধ্যক্ষ (Grand master) ইউলেন্‌বর্গকে বলেন, "Die verdammten Housdiener (এই অভিশপ্ত নফরগুলা) প্রাসাদের সর্ব্ব-স্থানে ঘুরাঘুরি করিয়া বেড়ায়; ইউলেন্‌বর্গ, তুমি তাহাদিগকে পাকশালায়, কি ভাঁড়ার ঘরে—বা তাহারা যে সকল স্থানের যোগ্য—সেই সকল যায়গায় আটক করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পার না?"

ইউলেন্‌বর্গ বলিলেন, "হুজুর, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কোনও দাস-দাসী আপনার বাস-কক্ষের দিকে যায় না ত!"

কৈসার সক্রোধে বলিলেন, "ইউলেন্‌বর্গ, কে কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে কোথায় যায় না যায়, তাহার বিবরণ জানিবার জন্য আমি ব্যস্ত নহি; তুমি আমাকে সে কৈফিয়ৎ দিতে আসিও না। আমি তোমাকে বলিতেছি,—

কয়েক দিন পরে স্বর্গীয় সম্রাট উইল্‌হেমের শতবার্ষিক জন্মোৎসবের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।—রাজকুমারী বলেন, "আমি এই উৎসব সম্বন্ধে সম্রাট ও মহিষীকে দুই একটি কথা বলিতে আসিয়াছিলাম। উৎসবের মজলিসে আমাদিগের উপস্থিত থাকিবার জন্য যে নিমন্ত্রণ-পত্র বাহির হইয়াছে, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দরবারে যে পরিচ্ছদের প্রচলন ছিল,—সেই পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আমাদিগকে দরবারে আসিতে হইবে! আমি সম্রাটকে জানাইতে আসিয়াছি, আমি তাঁহার আদেশানুযায়ী দরবারের বেশ ধারণ করিয়া দরবারে আসিতে পারিব না। কৈসার আমার ভ্রাতুষ্পুত্র; তাঁহাকে আমার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা জ্ঞাপন করা বড়ই কষ্টের বিষয়, হয় ত সে কথা তিনি বিশ্বাস করিতেও চাহিবেন না। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এই এক দিনের উৎসবে যোগদানের জন্য একটি সাবেকী-ধরণের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইতে আমার অন্ততঃ দশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে! এত টাকা ব্যয় করিয়া পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাই, আমার এরূপ শক্তি নাই। সম্রাট যদি আমাকে সাধারণ পরিচ্ছদে উৎসবে যোগদান করিবার অনুমতি করেন, উত্তম; তাহা না করিলে—আমি এই নিমন্ত্রণ রক্ষায় অসমর্থ।"

সম্রাটের সহিত তাঁহার পিতৃস্বসা—উক্ত রাজকুমারীর সাক্ষাৎ না হইলেও, সাম্রাজ্ঞীর সহচরী তাঁহার অভিপ্রায় যথাকালে সম্রাটের গোচর করিলেন।—কৈসার এই কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "অসম্ভব! প্রসিয়ার একজন রাজকুমারী একটা উৎসবের পোষাক কিনিতে পারেন না, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? দেখিতেছি, আমার পিসি বুড়া বয়সে দিন দিন কৃপণ হইয়া উঠিতেছেন! যাহা হউক, আমি তাঁহার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিব না, তিনি সাধারণ পরিচ্ছদেই উৎসবে যোগদান করিবেন।

এ উৎসবে তাঁহার উপস্থিতি অপরিহার্য্য ; কারণ, আমার পিতামহ—যাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে এই উৎসব—তিনি পিসিমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন।”

সেই উৎসবে বহু সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীকে সম্রাট-নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেকেই আক্ষেপ করিয়াছিলেন, দরবারের পরিচ্ছদের ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছে। কিন্তু উপায় নাই, কৈসারের আদেশ!—সম্রাটের এই আদেশপালন সকলের সাধ্য নহে, সম্রাট উৎসবানুষ্ঠানের পূর্ব্বেও এ কথা শুনিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার অসঙ্গত আদেশ প্রত্যাহার করা দূরে থাক, তিনি অসহিষ্ণু ভাবে বলিয়াছিলেন, “আমি যথেষ্ট সময় থাকিতে পরিচ্ছদের ‘ফরমাস’ দিয়াছি ; অতএব কেহ যেন আমার আদেশ পালনে শৈথিল্য প্রকাশ না করে। যদি বার্লিনের দরজীরা সকলের পোষাক সময়মত প্রস্তুত করিয়া উঠিতে না পারে, তাহা হইলে অন্যান্য নগর হইতে পোষাক প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করা উচিত।”—কিন্তু দরজীরা বিনামূল্যে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিবে না,—এ কথা কৈসারের স্মরণ হয় নাই।

কিন্তু একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা—প্রিন্সেস্ র‍্যাজিউইল্ (Princ·ss Rad-ziwill) সম্রাটকে এ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “সম্রাটের অনুমতি হয় ত আমি বলিতে পারি, দরজীর অভাবে যে পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইবে না—এমন নহে ; দরজীর দোকানে পোষাক-নির্ম্মাতার অভাব নাই, সুচ সূতাও যথেষ্ট আছে ;—নাই কেবল—যাহারা পোষাক প্রস্তুত করাইবে—তাহাদের পকেটে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ। আপনার যুবক কর্ম্মচারীদের অধিকাংশেরই অবস্থা এমন সচ্ছল নহে যে, তাহারা কয়েক ঘণ্টার ব্যবহারের জন্য এক-একটা পোষাক প্রস্তুত করাইতে ছয় সাত শত টাকা খরচ করিতে পারে।”

সম্রাট বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই মূল্যবান সংবাদটি কাহার নিকট সংগ্রহ করিলেন?"

প্রিন্সেল্ র‍্যাজিউইল্ অসঙ্কোচে বলিলেন, "সকলেরই নিকট; ক্লাবে, আড্ডায়—ইহা ভিন্ন যে অন্য কোনও কথা নাই!"

সম্রাট এই স্পষ্টবাক্য শুনিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, নীরস স্বরে বলিলেন, "দেখিতেছি আমার নিমন্ত্রিত অতিথিদের উদর পূর্ণ করিয়াই আমার নিষ্কৃতি নাই, তাহারা যে পোষাক পরিয়া ভোজ খাইতে আসিবে—সে পোষাকের মূল্যও আমাকে সরবরাহ করিতে হইবে! উত্তম, তাহাই হউক; তোমার নির্ধন বন্ধুগণের পরিচ্ছদ নির্ম্মাণের জন্য আমি বিশ হাজার টাকা সাহায্য করিব।"—কৈসার এ সম্বন্ধে আর কোনও উচ্চ বাচ্য না করিয়া অন্য প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা হউক, কৈসারের এই অঙ্গীকার তাঁহার সভাসদ্‌বর্গের অনেকেরই কর্ণগোচর হইয়াছিল। সুতরাং কথাটা সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। সংবাদ-পত্রে কৈসারের দানশীলতার প্রশংসা বিঘোষিত হইল; এবং এই অঙ্গীকারের জন্য অনেকে তাঁহাকে 'দানশীল উইলিয়াম' খেতাবও প্রদান করিল। তাড়িখানায়—(Beer hall) ও 'মেসে' মহা উৎসাহে তাঁহার 'স্বাস্থ্য পান'ও চলিতে লাগিল। অনেক দুস্থ কর্ম্মচারী এই অঙ্গীকারে আশ্বস্ত হইলেন! পোষাক নির্ম্মাণের ব্যয়ভার সম্রাট স্বয়ং বহন করিবেন, তবে আর চিন্তা কি?—কিন্তু কার্য্যকালে কৈসার তাঁহার এ অঙ্গীকার বিস্মৃত হইলেন; এবং কেহই তাঁহাকে তাঁহার অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া, তাঁহার বিরাগভাজন হইতে সাহস করিল না। কৈসারের ধনাগার হইতে সে বিশ হাজার টাকা আর বাহির হইল না! যাঁহারা রাজকীয় সাহায্য লাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া প্রভুত অর্থব্যয়ে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহাদিগকে চারি-

দিক অন্ধকার দেখিতে হইল। যাঁহারা বলিয়াছিলেন, "সম্রাট ত অনেক টাকা দিবেনই, তাহার উপর দুই একশত টাকা অধিক দিয়া পোষাকটা জমকালো করিয়া লইতে হানি কি? দুই একশত টাকা ঘর হইতে দিতে আমাদের তেমন কষ্ট হইবে না।"—তাঁহারা কৈসারের অঙ্গীকার রক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন।—যিনি স্বীয় কর্ম্মচারীগণকে সাহায্য করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া অবশেষে এই ভাবে নিরাশ করিতে পারেন, তিনি তাঁহার মাতুল-পুত্র—আমাদের সম্রাটকে বেল্‌জিয়মের সহিত সন্ধির সর্ত্ত পালন করিতে দেখিয়া সেই সন্ধি-পত্রকে 'চোতা কাগজ' বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।—তেজস্বীর সকলই শোভা পায়!

কৈসারকে এই ভাবে অঙ্গীকার-ভঙ্গ করিতে দেখিয়া জর্ম্মান রাজ-ধানীতে যখন তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় তাঁহার আর একটি ব্যবহারে প্রজা-সভার প্রতিনিধিগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার 'হীরক-জুবিলী'র কথা অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে; এই 'জুবিলী' উৎসবে জর্ম্মান সম্রাটের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে তাঁহার ভ্রাতা হেনরীর ইংলণ্ডে যাইবার কথা হয়। কৈসার হেনরীর প্রবাস-যাত্রার জন্য যে জাহাজ-খানি নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহার নাম 'কোয়েনিগ্‌ উইল্‌হেম্‌'; (Koenig Wilhelm)—এখানি 'মানোয়ারী' জাহাজ। জাহাজখানি সেকেলে, ও আদৌ সুগঠিত নহে। কৈসার বুঝিয়াছিলেন, এই কদর্য্য জাহাজে আরোহণ করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাইতে তাঁহার সহোদরের আপত্তি হইতে পারে; এইজন্য তিনি হেনরীকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন, 'কি করিব ভাই! ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাহাজ তোমাকে দিতে পারিলাম না; রিষ্ট্যাগের স্বদেশ-প্রেমহীন ইতর লোকগুলা (unpatriotic scamps

in the Reichstag) এজন্য আবশ্যকানুযায়ী অর্থ মঞ্জুর করিতে অসম্মত।"

হেনরী কৈসারের এই টেলিগ্রাম পাইয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া এ কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। জর্ম্মান প্রজা-সভার সদস্যগণ সকলেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাঁহারা সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসীর প্রতিনিধি।—তাঁহাদিগকে তাচ্ছিল্য করিয়া 'স্বদেশ-প্রেমহীন ইতর লোকগুলা'—এই অবজ্ঞা-সূচক অভিধা প্রদান করায়, তাঁহারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কৈসার বীরপুরুষ, তিনি রিষ্ট্যাগের প্রতিনিধিবর্গের প্রতি যে অন্যায় কটাক্ষপাত করিয়াছেন,—সে জন্য অনুতপ্ত হইলেন না। তিনি কথাপ্রসঙ্গে জেনারেল ভন্ বডেন্‌ব্রককে বলিলেন, "হেনরীকে সত্যই আমি টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। এই অপদার্থগুলা সম্বন্ধে আমার কি-রূপ ধারণা, তাহা হেনরীকে বলিতে আমার ভয় কি? তাহারা যখন আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে,—তখন তাহাদের মুখের উপর তাহা-দিগকে এ ভাবে গালি দিতে হয় ত আমার প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু গোপনে মনের কথা প্রকাশ করায় আমার আপত্তি নাই।"

অনন্তর সম্রাট বোধ হয় সেনাপতির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই বলিলেন, "আমার ভাই আমার কথাগুলি তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, চক্ষুলজ্জার ধার ধারে নাই; ইহাতে আমি খুব খুসীই হইয়াছি।"

কৈসার-সহোদর হেনরী চক্ষুলজ্জার ধার ধারেন কি না বলা কঠিন; তবে কৈসার যে চক্ষুলজ্জাটিকে প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতার নিদর্শন মনে করেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের অনুমান নহে।—কারণ অন্য ভাল জাহাজের অভাব বলিয়া কৈসার 'কেয়োনিগ্ উইল্‌হেম্' জাহাজ-খানিতে তাঁহার ভ্রাতা হেনরীকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেও, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাহাজ সে সময় 'কিয়েল' খালে ও উইল্‌হেমসাভেন্

বন্দরে অবস্থিতি করিতেছিল,—এ কথা অনেকেই জানিতেন। কৈসার-নন্দন শ্রীমান্ এডেল্‌বার্ট এই সময় নৌ-বিভাগের লেফ্‌টেনাণ্ট-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন নিতান্ত অল্প। এই পদে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে নৌ-বিভাগের বিভিন্ন শাখার কার্য্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছিলেন। সম্রাট-পুত্র এডেল্‌বার্ট শুনিলেন, তাঁহার পিতৃব্যকে একখানি কদর্য্য জাহাজে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইতেছে; তিনি কথাপ্রসঙ্গে পিতাকে বলিলেন, "হেন্‌রী কাকা দিদিমা ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন; আপনি তাঁহাকে আপনার 'হোহেন-জোলার্ণ' জাহাজখানা দেন না কেন, বাবা?"

কৈসার যখন ভোজনে বসিয়াছিলেন,—সেই সময় রাজপুত্র এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করেন। ভোজনকালে সম্রাট বেশ প্রফুল্ল থাকিতেন; এবং অন্যান্য ভোক্তাদের সহিত হাসিমুখে গল্প করিতেন। কিন্তু পুত্রের মুখ হইতে এই কথা নির্গত হইবামাত্র কৈসারের মুখ হঠাৎ নিদাঘা-পরাহ্নের মেঘের মত অন্ধকার হইয়া উঠিল। বালক জননীর নিকট বসিয়াছিলেন, সম্রাট ভ্রুকুটী-কুটিল নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। পিতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া রাজপুত্রের মুখ শুকাইয়া গেল! তিনি সভয়ে সম্রাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে—কৈসার গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"হোহেনজোলার্ণ জাহাজ কোন্ সূত্রে সাধারণ রণতরি-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইল?"

বালক লেফ্‌টেনাণ্ট বলিলেন, "সম্রাটের আদেশানুসারে হোহেন-জোলার্ণ জাহাজখানি কেবল তাঁহারই ব্যবহারের জন্য রাখা হইয়াছে।"

কৈসার বলিলেন, "তবে তুমি সে জাহাজের কথা কেন বলিলে? দেখ লেফ্‌টেনাণ্ট, তোমার বুঝা উচিত, কৈসারের ব্যবহার্য্য দ্রব্যে তাঁহার কোনও প্রজার হস্তক্ষেপণের অধিকার নাই।"

কৈসারের এই কঠোর মন্তব্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার বালক পুত্র ভয়ে এরূপ হতভম্ব হইলেন যে, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ভোজনাগার হইতে কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হইল। সে সময় যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; আনন্দ, স্ফূর্ত্তি মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল! কৈসারের কথা শুনিয়া সকলে বুঝিলেন, সাম্রাজ্ঞী, রাজকুমারগণ এবং রাজ-সহোদর অনেক বিষয়েই প্রজা-সাধারণের পর্য্যায়ভুক্ত!—চক্ষুলজ্জা থাকিলে কৈসার পুত্রের নিকট এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন। কৈসার প্রজা-সভার সদস্যগণকে 'স্বদেশ-প্রেমহীন অকর্ম্মণ্য ইতরের দল' বলিয়া মন্তব্য প্রকাশে কুণ্ঠিত হন নাই বটে, কিন্তু এই 'অকর্ম্মণ্য ইতরের দল'ই নৌ-বিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ অল্প দিনে যেরূপ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, অন্য কোনও দেশে—বোধ হয় ইংলণ্ড ব্যতীত পৃথিবীর কুত্রাপি,—সেরূপ বর্দ্ধিত হয় নাই। প্রথম উইল্‌হেমের সময় প্রতি-বৎসর নৌ-বিভাগে দুই কোটী সত্তর লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইত; কিন্তু জর্ম্মানীর প্রজা-সভা কৈসার দ্বিতীয় উইল্‌হেমের রাজত্বকালে নৌ-বিভাগের উন্নতিকল্পে বার্ষিক পাঁচ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড মঞ্জুর করেন! দুই কোটী সত্তর লক্ষের স্থানে বার্ষিক পাঁচ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড মঞ্জুর করিয়াও প্রজা-সভার সদস্যগণ কৈসারের নিকট 'স্বদেশ-প্রেমহীন অপদার্থ ইতর' বলিয়া অভিহিত হইলেন!—যেন তাঁহাদেরই ত্রুটীতে দেশে এমন একখানি ভাল জাহাজ নাই, যাহাতে সম্রাট তাঁহার ভ্রাতাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতে পারেন!

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কৈসার দ্বিতীয় উইল্‌হেম্‌ অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত নরপতি। তিনি প্রতিবৎসর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে মৃগয়া করিতে যান; কিন্তু কোনও স্থানে মৃগয়া-ব্যাপদেশে দুই দিনের অধিক বাস করেন না। তথাপি এই দুই দিনেই সম্রাটের মৃগয়া উপলক্ষ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে! তবে তাঁহার পকেট হইতে এ টাকা খরচ হয় না। তিনি যে সকল ধনাঢ্য প্রজার আতিথ্য স্বীকার করিয়া মৃগয়ানন্দে মত্ত হন, তাঁহাদিগকেই এই ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার মৃগয়ার বিশেষত্ব এই যে, যে অঞ্চলে তিনি এক বার মৃগয়া করিতে যান, যদি দ্বিতীয় বার তাঁহাকে সেখানে যাইতে হয়,—তাহা হইলে দ্বিতীয় বার তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন, প্রথম বার অপেক্ষা অধিক আড়ম্বরপূর্ণ করিতে হয়। প্রসিয়ার সম্ভ্রান্ত বংশীয় জমীদারগণের যে সকল পল্লী-নিকেতন আছে,—সেই সকল ঘর বাড়ী সাধারণতঃ তেমন উৎকৃষ্ট নহে; এবং সেগুলি স্বাস্থ্যরক্ষার সকল নিয়ম লক্ষ্য করিয়াও নির্ম্মিত নহে। কৈসার সেই সকল পল্লী-ভবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের আমূল সংস্কারের আবশ্যক হয়; এবং যদি নিকটে নদী না থাকে, তাহা হইলে নদী হইতে খাল কাটিয়া সেখানে স্রোতের জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হয়।—ইহা অল্প ব্যয়সাধ্য বা অল্প সময়-সাপেক্ষ নহে।

পাঠক মনে করিবেন না যে, জর্ম্মান সাম্রাজ্যের অভিজাতমণ্ডলী স্ব-স্ব জমিদারীতে কৈসারের পদধূলি গ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যস্ত।

কৈসারই স্বয়ং তাঁহাদিগকে ব্যস্ত এবং কখন কখন উদ্বাস্ত করিয়া ফেলেন। কৈসার যদি দৈবাৎ শুনিতে পাইলেন, অমুক ব্যারনের জমীদারীর মধ্যে বেশ ভাল ভাল শিকার পাওয়া যায়; তাহা হইলে আর সে বেচারীর নিস্কৃতি নাই;—তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার নিমন্ত্রণ চাহিয়া বসেন! এ ক্ষেত্রে কোনও ওজর-আপত্তি করিয়া পরিত্রাণ লাভের আশা আদৌ নাই। কৈসার নিমন্ত্রণ চাহিয়া পাঠাইবার অল্পকাল পরেই কোর্ট মার্সাল মহাশয় সেই রাজানুগৃহীত ভাগ্যবান ব্যারনকে যে পরোয়ানা পাঠাইয়া দেন, তাহার মর্ম্ম সাধারণতঃ এইরূপ,—"কৈসার শিকার খেলিতে যাইবেন, তাঁহার শয়নের জন্য যে কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহা যেন তাঁহার প্রাসাদস্থিত শয়ন-কক্ষের অনুরূপ 'লম্বা চওড়া' হয়; সেই কক্ষে কৈসারের শয়নের জন্য পিত্তল-নির্ম্মিত পালঙ্ক রাখিতে হইবে; সেই পালঙ্কে যে গদী থাকিবে—তাহা অশ্বলোমে পূর্ণ হওয়া চাই! সম্রাটের হাত মুখ ধুইবার জন্য একটি বিরাট প্রক্ষালন-পাত্র (An enormous wash-stand) থাকিবে; এবং দ্বার ও বাতায়নগুলিতে :বহুসংখ্যক পর্দ্দা রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর শয়ন-কক্ষসংলগ্ন একটি কক্ষে তাঁহার স্নানের আয়োজন থাকিবে। সম্রাটের স্নানের সময় যে সকল সরঞ্জামের আবশ্যক,—তাহার কোনটিরও অভাব হইলে চলিবে না।"—পরোয়ানায় সেই সকল সরঞ্জামের তালিকা লিখিত থাকে।

এতদ্ভিন্ন, কৈসার যদি শীত কালে কোথাও মৃগয়া করিতে যান—তাহা হইলে তাঁহার প্রবাস-ভবনটির আপাদ-মস্তক স্থূল কার্পেটে মণ্ডিত করিতে হয়!—ইহাও অল্প ব্যয়সাধ্য নহে।

একবার কৈসার তাঁহার কোনও ধনাঢ্য প্রজার পল্লী-ভবনে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই গ্রামখানি রেল-ষ্টেসন হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম

করিতে কৈসারের যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তন্নিমিত্ত সেই ভাগ্যবান প্রজাকে রেল-ষ্টেসন হইতে একটি প্রশস্ত পথ নূতন করিয়া প্রস্তুত করাইতে হইয়াছিল। কেবল এইজন্যই তাঁহাকে বিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইয়াছিল! কৈসারের গমনের জন্য পথ নির্ম্মাণেই যাঁহার বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল, কৈসারের অভ্যর্থনা ও বাসের সুবন্দোবস্ত করিতে তাঁহাকে যে আরও কত টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল,—পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারেন।

কৈসার যে গ্রামে উপস্থিত হন, সেই গ্রামের অধিকাংশ ঘর বাড়ী ও গোলাবাড়ীতে চুণকাম করিয়া রং ফিরাইতে হয়;—পাছে পুরাতন বাড়ীগুলার জীর্ণ প্রাচীর হইতে কোনও ব্যাধির বীজাণু বায়ু-তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করে! যে সকল প্রজা অর্থকৃচ্ছ্রতা বশতঃ ঘর বাড়ী এইভাবে চুণ ফিরাইয়া সুরঞ্জিত করিতে না পারে, জমীদারকেই অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদের বাড়ীর জীর্ণ-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হয়। এ ব্যয়ও সামান্য নহে। কৈসার সেই গ্রামে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই গ্রাম্য পথগুলি পত্র-পুষ্প ও ধ্বজ-পতাকায় সজ্জিত করিতে হয়। কৈসারের আগমন-সম্ভাবনামাত্র রাত্রিকালে সমস্ত পথ উজ্জ্বল আলোকমালায় বিভূষিত করা আবশ্যক; কেবল তাহাই নহে, উক্ত গ্রামে তাঁহার অবস্থান কালে বহুসংখ্যক মসালধারীকে প্রজ্বলিত মশাল লইয়া গ্রাম্যপথ আলোকিত করিয়া রাখিতে হয়।

কৈসার আসিতেছেন,—এই সংবাদ পাইবামাত্র জমীদার মহাশয় পাঁচ ছয় শত কুলি-মজুর সংগ্রহ করিয়া রাখেন; তাহারা মৃগয়া-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অরণ্যের চারি দিক হইতে বন্য পশু তাড়াইয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে 'জমায়েৎ' করে। কৈসার পানাহারে পরিতৃপ্ত হইয়া সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হন। যদি কোনও জমীদারের এলা-

কায় মৃগয়ার উপযোগী বন্য জন্তুর অভাব হয়, তাহা হইলে এই সকল কুলি-মজুর অন্য জমীদারের এলাকাভুক্ত অরণ্য হইতে পশু তাড়াইয়া আনিয়া তাঁহার এলাকায় হাজির করে। বনের পশুগুলিকে এক বন হইতে বনান্তরে তাড়াইয়া আনিলেই যে তাহারা সম্রাট কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পশুজন্ম সফল করিবার আশায় সেই জঙ্গলে বসিয়া থাকিবে, এরূপ আশা করা যায় না। যাহাতে তাহারা অন্ধকার রাত্রে অন্যের অলক্ষ্যে সেই বন হইতে বনান্তরে পলায়ন করিতে না পারে, এই জন্য ঐ সকল কুলি-মজুরকে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বনের চারি দিকে পাহারা দিতে হয়। কখন কখন ভিন্ন এলাকায় ফাঁদ পাতিয়া আরণ্য পশু ধৃত করা হয়; এবং কৈসার যে স্থানে শিকার করিবেন স্থির থাকে, সেই স্থানে তাহাদিগকে আনিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। সম্রাট মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইবার অল্পকাল পূর্ব্বে তাহাদিগকে পিঞ্জর হইতে মুক্তিদান করা হয়; অর্থাৎ পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই তাহারা কৈসার-হস্তে পশুজন্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করে!

এই সকল কার্য্যে এক একজন জমীদারের দশ পনের হাজার টাকা খরচ হইয়া যায়; কিন্তু এ ত মৃগয়ার ব্যয়; কৈসারের অভ্যর্থনার ব্যয়—ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। কৈসার তাঁহার যে-কোনও সম্ভ্রান্ত প্রজার জমীদারীতে মৃগয়া করিতে যাইবার সময় বিশ পঁচিশজন মোসাহেব সঙ্গে লইয়া যান; এতদ্ভিন্ন তাঁহার অনুচরের সংখ্যা আরও অধিক। জমীদার মহাশয়েরা সম্রাটের এই সকল অনুচর ও পারিষদের পরিচর্য্যার সুচারু ব্যবস্থা করিতেও বাধ্য; সম্রাটের বহু সংখ্যক অশ্বও মৃগয়াক্ষেত্রে গমন করে; সেই সকল অশ্বের উপযুক্ত বাসস্থান, উৎকৃষ্ট চানা ও পুষ্টিকর দানা, সরস নধর তৃণাদি—সমস্তই সে বেচারাদের জুটাইয়া রাখিতে হয়। কৈসারের অনুচর ও পারিষদেরা যেন বিবাহের বরযাত্রী;

তাহাদের আব্‌দার ও উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা থাকে না। অতিথিসেবার বিন্দুমাত্র ক্রুটী হইলেই বিষম বিপদ! সম্রাটের জন্য যেরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য, পানীয়, শয্যা ও বিবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়, তাহাদের জন্য তদপেক্ষা নিকৃষ্ট দ্রব্যের আয়োজন করিলে চলে না।—তাহাদের ব্যবহার্য্য সকল সামগ্রীই 'প্রথম শ্রেণী'র হওয়া আবশ্যক।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এই আতিথ্য-ভার কিরূপ ভয়াবহ।—কৈসার কাহারও জমীদারীতে পদার্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতার্থ করিবেন,—এই আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র বার্লিন ও প্যারিসের সর্ব্বপ্রধান তৈজস-পত্র বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্ফটিক পাত্রাদি আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়; তাহার পর বড় বড় হোটেল হইতে রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যদ্রব্য,ও যেখানে যত সুপক্ক মুখরোচক ফল-ফুলারি পাওয়া যায়—তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। নানা ভাষায় অঙ্কিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'প্যাকিং-বাক্স'-বোঝাই দুর্লভ পুরাতন মদ্যের আমদানী ত অপরিহার্য্য। জমীদার মহাশয়ের পারিবারিক বাবুর্চ্চি সুদক্ষ পাচক হইলেও তিনি তাহার রন্ধন-নৈপুণ্যে নির্ভর করিতে পারেন না; বার্লিন রাজধানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেলগুলিতে পত্র লিখিয়া উচ্চ বেতনভোগী রন্ধনবিদ্যা-বিশারদ পাচকবর্গকে লইয়া আসিবার বন্দোবস্ত না করিলে সম্রাট ও তাঁহার কারপরদাজ্‌গণের মনোরঞ্জন করা কঠিন।

এই প্রকার বহু ব্যয়সাধ্য বিপুল আয়োজনের পর সম্রাট তাঁহার প্রজা-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া যদি দেখিতে পান,—কোনও বিষয়ে সামান্য কোনও ক্রুটী নাই; যদি তিনি মনের মত শিকার পান, যদি দেবতার অনুগ্রহে দিনটি বেশ পরিষ্কার থাকে,—অর্থাৎ জল ঝড় আসিয়া তাঁহার আমোদে বিঘ্ন উৎপাদন না করে, যদি তাঁহার মেজাজ বেশ প্রফুল্ল ও শরীর সুস্থ থাকে, যদি তিনি দেখিতে পান—তাঁহার বাবুর্চ্চি

অপেক্ষা সেখানকার বাবুর্চ্চি উৎকৃষ্ট খানা পাক করিয়াছে, এবং তাঁহার স্নানের ব্যবস্থাও প্রাসাদের মামুলী ব্যবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়াছে; তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহ করিয়া জমীদার মহাশয়কে বলেন, "তোমার অতিথি-পরায়ণতায় আমি বড়ই আনন্দ উপভোগ করিলাম। তুমি বেশী হৈ-চৈ না করিয়া যে আমার মনের মত সকল বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছ,—ইহাতেই আমি অধিক সুখী হইয়াছি। ইহাই ত চাই। প্রজাদের কোনও-রকমে বিব্রত না করিয়া, বা তাহাদিগকে ব্যয়বাহুল্যে বাধ্য না করিয়া, আমি এই ভাবে তাহাদের সঙ্গে মিশিতে বড়ই ভালবাসি।"

কিন্তু যদি কৈসারের মৃগয়াকালে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয়, যদি রন্ধনের কোনও ত্রুটী লক্ষিত হয়, যদি গ্রাম্য প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া মহোৎসাহে সম্রাটের জয় ঘোষণা না করে, বা অভ্যর্থনায় আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র অভাব লক্ষিত হয়, যদি কৈসার মনের মত শিকার না পান, কি অন্য কোনও শিকারী তাঁহার অপেক্ষা দুই চারিটা অধিক জানোয়ার শিকার করিয়া বসে;—তাহা হইলে কৈসারের মুখমণ্ডল অন্ধকার হইয়া উঠে। তিনি মৃগয়া-ক্ষেত্রে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম না করিয়াই—বা কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়াই শকট প্রস্তুত করিতে আদেশ করেন; এবং অবিলম্বে গৃহে উপস্থিত হইয়া শয্যায় শয়ন করেন। সম্বৎসরের মধ্যে দুই একবার যে এরূপ অনর্থপাত না হয়,—এরূপ নহে। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান কৈসারকেও কখন কখন আত্মপ্রসাদে বঞ্চিত হইতে হয়।

কৈসারিণের একটি স্বতন্ত্র পুস্তকাগার আছে; সেই পুস্তকাগারে যে সকল বহুমূল্য গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে,—তন্মধ্যে একখানি বাইবেল, কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ, মোণ্টকের রচিত গ্রন্থাবলী, ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের রচিত গ্রন্থাবলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকাগারে সংরক্ষিত ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের রচিত একখানি গ্রন্থের নাম 'এণ্টিমেকিয়াভেল্' (Antimacchiavell),

এই গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে, "রাজপুত্রদের যেসকল গুণ থাকা আবশ্যক, তন্মধ্যে সংযম একটি প্রধান গুণ। কিন্তু যাহারা মৃগয়াসক্ত, তাহাদের মধ্যে এই গুণ কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা একান্ত অধীর চিত্তে মৃগয়ায় লিপ্ত হয়, এবং পশুহত্যা করিয়া শোণিতরঞ্জিত নিষ্ঠুর আমোদে তৃপ্তিলাভ করে।"—পুস্তকের যে পৃষ্ঠায় এই কয়েকটি ছত্র লেখা আছে, সেই পৃষ্ঠাখানি অন্য পৃষ্ঠার সহিত আটা দিয়া এমন ভাবে আট্‌কাইয়া রাখা হইয়াছে যে, দেখিলেই মনে হয়, উভয় পৃষ্ঠায় দৈবাৎ জোড়া লাগিয়া গিয়াছে, কেহ মতলব করিয়া এরূপ করে নাই।—সম্রাট-নন্দনগণ এই কয়েক ছত্র পাঠ করিয়া সম্রাটের মৃগয়াসক্তির পরিচয়ে পাছে তাঁহার প্রতি হতশ্রদ্ধ হয়, এই আশঙ্কায় পুস্তকখানি লুকাইয়া রাখা হয়!

কৈসার উইল্‌হেম্‌ কেবল মৃগয়া করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন এরূপ নহে; তিনি যে অসামান্য শিকারী, অন্য রূপেও ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। তিনি তাঁহার মৃগয়া-নৈপুণ্য প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে তাঁহার উপবেশন-কক্ষটি নিহত জীব-জন্তুর কঙ্কাল, শৃঙ্গ ও চর্ম্মাদিতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। এই কক্ষে একটি সুদীর্ঘ টেবিল আছে; টেবিলের উপর সবুজ বস্ত্র প্রসারিত। সম্বৎসরে তিনি যত হরিণ শিকার করেন, তাহাদের শৃঙ্গগুলি টেবিলের নীচে ও মেঝের চারিদিকে সংরক্ষিত হয়।—সেই হরিণশৃঙ্গ-কণ্টকিত কক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক কৈসার রাজকার্য্য সম্পাদন করেন।

কৈসার রসিকতাচ্ছলে তাঁহার চাটুকার ও মোসাহেবগণকে সময়ে সময়ে এমন আক্রমণ করেন যে, সে বেচারাদের পিত্ত জ্বলিয়া যায়; কিন্তু ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিতেও পারেন। খোস-গল্পে তাঁহার যথেষ্ট শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; এমন কি, স্ফূর্ত্তি হইলে

তিনি গানও করেন! কিন্তু তিনি সুকণ্ঠ নহেন, তাহার উপর তাল-কাণা। থিয়েটারে যিনি অজস্র অর্থব্যয় করেন, তিনি যে গীতবাদ্যের অনুরাগী, এ কথা বলাই বাহুল্য। কৈসার নানা রকম ক্রীড়ায় সুদক্ষ; বিলিয়ার্ড, স্ক্যাট, পোকার প্রভৃতি ক্রীড়ায় তিনি সিদ্ধহস্ত। সময়ে সময়ে তিনি বাজি রাখিয়া খেলা করেন বটে, কিন্তু বাজির পরিমাণ কখনও এক 'ফেনিং' অর্থাৎ এক পয়সার অধিক হয় না। সুবিস্তীর্ণ জর্ম্মান সাম্রাজ্যের সম্রাট এক পয়সার বাজি রাখিয়া খেলা করিতেছেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন! আহারের পর তাঁহার মন প্রফুল্ল থাকিলে এক একদিন তিনি তাঁহার ফটোগ্রাফের খাতাখানি বাহির করেন; এবং তাঁহার পারিষদবর্গকে আদেশ করেন—তাহারা তাহাদের পছন্দমত ছবির নীচে স্ব-স্ব নাম, তারিখ, স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ দুই চারিটি বচন লিখিয়া রাখিতে পারে।

কৈসারের বন্ধুসংখ্যা অধিক নহে; বিশেষতঃ, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু একজনও নাই। যদিও হের ভন হেল্‌ডর্ফ ব্যারান ম্যাণ্টিউফেল্‌, ও কাউণ্ট ডগ্‌লাসের সহিত তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে; কিন্তু তাঁহারা কৈসারের হস্তের ক্রীড়নক। তাঁহারা কৈসারের সহিত এক টেবিলে পান ভোজন করেন; কৈসার-মহিষীও তাঁহাদের অবজ্ঞা করেন না বটে; কিন্তু তাঁহাদের সহিত ব্যবহারে কৈসার কখনও রাজ-কায়দা প্রদর্শনে বিরত থাকেন না। কৈসারের বাল্যকালের শিক্ষক ডাক্তার হিজ্‌পিটারও তাঁহার একজন শ্রেষ্ঠ মোসাহেব ছিলেন; প্রাসাদে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তিও ছিল। কিন্তু কৈসারের ভগিনীদের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষয়িত্রীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার পর হইতে তিনি নিউয়েস্‌ প্রাসাদে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই বিবাহের পর কৈসার তাঁহাকে বিলিফেল্ড নামক স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যিনি কৈসারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁহার নাম—কুঞ্জে। তিনি কৈসারের বিচার-সচিব ছিলেন।

অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ পরলোকগত রডল্‌ফের সহিত কৈসারের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন তাঁহাদের এই প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন হয়। সস্ত্রীক মৃগয়া করিতে গিয়া কৈসার একদিন রাত্রি-কালে তরল অবস্থায় রডল্‌ফ্‌-পত্নীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন! যুবরাজ-পত্নী ষ্টীফেনী ইহাতে ভয় পাইয়া এমন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেন যে, তাহাতে কৈসার-মহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। পরদিন প্রভাতে কৈসার-মহিষীর সহিত যুবরাজ-বধূর বচসা হয়; ইনি বলেন, তোমার স্বামীর দোষে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে; উনি বলেন, দোষ তোমারই স্বামীর। এই বচসার ফলে বন্ধুদ্বয় পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করেন।

কৈসারের প্রাসাদে বহু রমণী নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে; সম্রাটের পারিষদবর্গের কক্ষেও তাহাদিগকে কাজ করিতে হয়। প্রত্যুষে ছয়টার সময় তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; সন্ধ্যা ছয়টা, এমন কি, রাত্রি আটটা পর্য্যন্তও অনেককে কাজ করিতে হয়। পরিচারকবর্গের বাস-গৃহে, রন্ধনশালায়, নানা স্থানে তাহাদের নানা প্রকার কার্য্য। জল তোলা, কাট বহা, ঝাড়ু দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যের ভারও তাহাদের উপর ন্যস্ত থাকে; কিন্তু এই প্রকাণ্ড প্রাসাদে তাহাদের বিশ্রাম করিবার বা রাঁধিয়া খাইবার জন্য একটু স্থান নাই!

সাম্রাজ্ঞীর কোন কোন সহচরী এই অভাগিনীগণের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া একদিন হাউজ মার্সালকে তাহাদের অসুবিধা দূর করিতে অনুরোধ করায়—তিনি বলিয়াছিলেন, “উহারা চাকরী করে, বেতন পায়, খাওয়াইবার জন্য ত উহাদের আনা হয় নাই।”

তাহারা বেতন পায় বটে, কিন্তু প্রত্যহ বার চৌদ্দ ঘণ্টা পরিশ্রম

করিয়া প্রায় কেহই দৈনিক দুই টাকার অধিক বেতন পায় না। সমস্ত দিন তাহাদিগকে এক পেয়ালা কাফি বা এক পিরিচ 'সুপ' প্রদানেরও কোন ব্যবস্থা নাই; অথচ কাজ করিতে করিতে তাহারা যে প্রাসাদের বাহিরে গিয়া কোথাও দু'টি খাইয়া আসিবে, তাহারও অবকাশ পায় না।

কৈসারের প্রাসাদের সরঞ্জমী ব্যয় এত অধিক যে, সহসা তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। প্রাসাদের জাঁকজমক বজায় রাখিতেই বৎসরে দশ কোটী টাকা খরচ হয়! প্রাসাদে দেড় হাজার লোক নানা কার্য্যে নিযুক্ত আছে; তন্মধ্যে পাঁচ শত লোকের খোরাক-পোষাক পর্য্যন্ত কৈসারকে দিতে হয়। অনেক কর্ম্মচারীর বেতন অত্যন্ত অধিক। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণকে পরিচ্ছদাদি প্রাসাদ হইতে দেওয়া হয় না সত্য, কিন্তু পরিচ্ছদাদির জন্য তাঁহাদিগকে যে ভাতা দেওয়া হয়—তাহার পরিমাণ অল্প নহে। প্রাসাদে যাঁহাদের ভোজনের ব্যবস্থা আছে, তাঁহারা রাজকার্য্যে স্থানান্তরে গমন করিলেও তাঁহাদিগকে আহারের ব্যয় প্রদান করা হয়।—কর্ম্মচারীরা স্থানান্তরে গমন করিলে মাইল হিসাবে পাথেয় ও বাসাভাড়া প্রাপ্ত হন।

কৈসারের প্রাসাদে নিত্য ব্যবহার্য্য যে সকল তৈজসপত্র আছে, তাহার অধিকাংশ কাচ-নির্ম্মিত। এই সকল তৈজসপত্রের কোনটি যদি দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া যায়—তাহা হইলে সেই ভাঙ্গা পাত্রটি হাউজ মাষ্টারের নিকট লইয়া যাইতে হয়; হাউজ মাষ্টার তাহা হাউজ মার্সালকে দেখাইতে যান; 'হাউজ মার্সাল' তাহা কোর্ট মার্সালের নিকট উপস্থিত করেন; কোর্ট মার্সাল তাহা খাতাঞ্জী মহাশয়ের সম্মুখে স্থাপন করেন। খাতাঞ্জী মহাশয় তখন একটি নূতন পাত্র প্রদানের আদেশ করেন; কিন্তু আদেশ মাত্রেই তাহা সরবরাহ করা :হয় না। সেই আদেশ-পত্রে প্রথমে কোর্ট মার্সাল, ও তাহার পর হাউজ মার্সালকে স্বাক্ষর করিতে হয়।

অনন্তর হাউজ মার্সাল বাজারে সেই জিনিস কিনিতে পাঠান; এই কার্য্যেও কয়েক দিন সময় যায়!—অন্যের কথা দূরে থাক, সম্রাট-মহিষীকে পর্য্যন্ত এজন্য বিস্তর অসুবিধা সহ্য করিতে হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দিই। একবার মহিষী তাঁহার ভগিনী অর্থাৎ প্রিন্স ফ্রেডারিক লিয়োপোল্ডের পত্নী লুইসি সোফীর শয়ন-কক্ষে কয়েকটি সুদৃশ্য 'টুথ্‌ব্রুস্‌ হোল্‌ডার' দেখিয়া ঐ প্রকার 'হোল্‌ডার' ক্রয় করিবার ইচ্ছা করেন, এবং উহা কোথায় পাওয়া যায় তাহা জানিয়া লন। অনন্তর তিনি প্রাসাদে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহার একটি সহচরীকে ঐরূপ এক জোড়া 'হোল্‌ডার' আনাইয়া দিতে আদেশ করেন; হের নোল্‌টে নামক একজন কর্ম্মচারী বার্লিনে যাইতেছিলেন, উক্ত সহচরী তাঁহাকে উহার বরাত দিলেন। পরদিন প্রভাতে নোল্‌টে প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন,—কিন্তু 'হোল্‌ডার' আসিল না। সুতরাং নোল্‌টের কৈফিয়ৎ তলব করা হইল। নোল্‌টে বলিলেন, "আমি হের ব্যারন ভন্‌ মির-বাকের নিকট উহার দাম চাহি। কিন্তু তিনি বলেন, তহবিলে টাকা নাই। তিনি আমাকে কাউণ্ট ইউলেন্‌বর্গের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে টাকার কথা বলিলাম, বিশেষ আগ্রহও প্রকাশ করিলাম; কিন্তু কাউণ্ট বলিলেন, "অর্ডারটা যথানিয়মে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীদের হাত দিয়া না আসিলে তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না; অগত্যা আমাকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল।"

মহিষী এ কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যথানিয়মে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীদের হাত দিয়া 'অর্ডার' যাওয়ার অর্থ কি?"

সাম্রাজ্ঞীর সহচরী বলিলেন, "প্রথমে কোর্ট মার্সালের নিকট আদেশ পাঠাইতে হইবে; তিনি ভাণ্ডারের অধ্যক্ষকে পত্র লিখিয়া জানিবেন, ঐ সামগ্রীর মূল্য কত। অনন্তর কোর্ট মার্সাল রাজকীয় পোর্সেলেনের

কারখানায় পত্র লিখিয়া জানিবেন,—ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ উহার যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—তাহাই উহার প্রকৃত মূল্য কি না। তখন বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের হাত ঘুরিয়া টাকা বাহির হইলে আট দশ দিন পরে জিনিসটি পাওয়া যাইবে।"

মহিষী বলিলেন, "কিন্তু আজই আমি উহা চাই।—সরকারকে উহা অবিলম্বে আনাইয়া দিতে বল।"

মহিষীর এই আদেশ সত্ত্বেও জিনিসটি তাঁহার হস্তগত হইতে দশ দিন সময় লাগিল! এই কয় দিনের মধ্যে কত বার তাগিদ গেল—তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু কোনও তাগিদেই ফল হইল না। অথচ এই 'হোল্ডার' দুইটির মূল্য বার টাকার অধিক নহে!

স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড যখন যুবরাজ ছিলেন, সেই সময় একবার তিনি বার্লিনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। সে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের কথা। যুবরাজের সঙ্গে যে সকল ভৃত্য আসিয়াছিল, তাহারা জর্ম্মান সম্রাট্-প্রাসাদে না কি পেট ভরিয়া খাইতে পাইত না! তাহারা লজ্জা ত্যাগ করিয়া একদিন তাহাদের পছন্দমত খাদ্য দ্রব্য চাহিলে প্রাসাদের প্রধান কর্ম্মচারী হের ভন লাইবেনো রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের বেয়াদবির কথা যুবরাজের গোচর করিব।"

এই কথা শুনিয়া যুবরাজের ভৃত্যেরা বলিয়াছিল, "সে ত ভাল কথা, আমরাও তাহাই চাই। তিনি এ কথা শুনিলে হোটেলে আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আমরা আধ পেটা খাইয়া আছি, এ কথা শুনিলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র নহেন।"

কিন্তু কথাটা যুবরাজের কানে উঠিল না। প্রাসাদে ভৃত্যগণের পান ভোজনেরও কোন সুব্যবস্থা হইল না। যতগুলি ভৃত্য ছিল, তাহাদের প্রত্যেকে বোধ হয় এক একটি 'ভাটি' শোষণ করিতে পারিত;

কিন্তু তাহাদের সকলকে আহারের সময় এক বোতল মাত্র 'বিয়ার' দেওয়া হইত। ভৃত্যেরা তাহা না লইয়া ঘরের কড়ি দিয়া সুরাপান করিবার অনুমতি চাহিল। তাহারা সান্ধ্য-ভোজের সময় শূকর মাংস ও কিছু গোল আলুর ব্যঞ্জন পাইত; কিন্তু ইহা তাহারা আহারে অসম্মত হইলে তাহাদের বলা হইল, "সম্রাট-মহিষী এ জিনিস এত ভালবাসেন, আর তোমাদের পছন্দ হয় না?"—এ কথা শুনিয়া তাহারা যে উত্তর দিয়াছিল, তাহাতে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের আভাস ছিল। ইহাতে হের ভন লাইবেনো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, "তোদের মত পেটুক বেয়াদব চাকর আর কোথাও দেখি নাই।"—কৈসারের প্রাসাদে অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা কিরূপ, এই দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

যাহা হউক, লাইবেনো কৈসারিণকেও পেটুক ভৃত্যদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি মহিষীকে বলিয়াছিলেন, "ইহারা যদি আর এক সপ্তাহ এখানে থাকে, তাহা হইলে আমাদের চাকর-বাকরগুলা পর্য্যন্ত ইহাদের দৃষ্টান্তে বেয়াদপ হইয়া উঠিবে। আর উহাদের মত রাক্ষসের পেট ভরাই, এত টাকাই বা কোথায়? আপনি ক্ষমা করিবেন, কিন্তু আমাকে দায়ে পড়িয়া এরূপ কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইল।"—যুবরাজের ভৃত্যগণ ক্ষুধার তাড়নায় কৈসার-অন্তঃপুরের দরজা জানালাগুলা পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল কি না প্রকাশ নাই।

প্রাসাদে কার্পণ্যের পরিচয় এইরূপ অনেক আছে। কৈসারের পুত্রগণ দশম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে কিছু কিছু মাসিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা আছে। ঐ বৃত্তির পরিমাণ এক একটি লেফ্‌টেনাণ্টের বেতনের অধিক নহে। এই বৃত্তি হইতেই তাঁহাদিগকে স্ব-স্ব ভৃত্যগণের বেতন প্রদান করিতে হয়।

কৈসার তাঁহার সচিবগণকে সাধারণ ভৃত্য ভিন্ন অন্য কিছু মনে করেন না, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার ব্যবহারও সেইরূপ। তিনি তাঁহাদিগকে নিতান্ত 'আনাড়ি' মনে করেন ; এমন কি, ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনসম্মানিত বৃদ্ধ মন্ত্রী বিস্মার্ককে পর্য্যন্ত তিনি এই বিশেষণে অভিহিত করিয়াছিলেন!—বিসমার্ককে তিনি তাঁহার পিতামহের "Hand langer" অর্থাৎ "আনাড়ি নুড়কোত" বলিয়া সম্মানিত করিতেন!

কৈসার একবার প্রধান অমাত্য প্রিন্স হোহেনলোহেকে আদেশ করেন—তিনি প্রত্যুষে সাতটার সময় রেলের গাড়ীর কামরায় আসিয়া তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া যাইবেন।

প্রিন্স হোহেনলোহে কৈসারের সচিব হইলেও তাঁহার গুরুজন। তখন তাঁহার বয়স আটাত্তর বৎসর।—ডিসেম্বর মাসের হাড়-ভাঙ্গা শীতে প্রভাতে সাতটার সময় বৃদ্ধ মন্ত্রী কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া রেল-ষ্টেসনে চা-পান নিরত কৈসারের আদেশ শ্রবণ করিবেন,—এরূপ আশা করা অন্য কেহ অসঙ্গত মনে করিলেও কৈসার তাহা সঙ্গতই মনে করিয়াছিলেন ; কারণ গুরুজন হইলেও তিনি ভৃত্য মাত্র!

যাহা হউক, বৃদ্ধ যথাসময়ে কৈসারের সহিত দেখা করিতে আসিলেন না ; ষ্টেসনে ট্রেণ প্রস্তুত, কৈসার গরম গরম চা খাইতেছেন, এমন সময়ে কৈসারের 'ট্রাভ্‌লিং' মার্সাল কাউণ্ট পুক্‌লার তাঁহাকে বলিলেন, "মাদাম প্রিন্সেস্ (প্রিন্স হোহেনলোহের পত্নী) সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের আশায় সেলুন গাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছেন।"

কৈসার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিন্সেস্ হোহেনলোহে!—তবে কি আমার মন্ত্রী অসুস্থ হইয়াছেন? এ সময় তাঁহার অসুখ হইলে ত বড় মুস্কিলের কথা।"—কৈসার ব্যগ্রভাবে অগ্রসর হইয়া প্রিন্স

হোহেনলোহের পত্নী প্রিন্সেস মেরিকে পুনর্ব্বার এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রিন্সেস্ মেরি বলিলেন, "অসুখ? না, সম্রাট! পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁহার অসুখ হয় নাই; তিনি ঘুমাইতেছেন।"

কৈসার ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ঘুমাইতেছেন? সম্রাট তাঁহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আদেশ করিয়াছেন, আর তিনি ঘুমাইতেছেন!"

প্রিন্সেস্ বলিলেন, "আমার স্বামী কিরূপ সর্ত্তে চাকরী স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন? প্রথম সর্ত্ত এই যে, তাঁহার পদমর্য্যাদা ও তাঁহার বয়সের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। এই দারুণ শীতের প্রভাতে সাতটার সময় প্রায় আশি বৎসর বয়সের একজন বৃদ্ধকে টেলিগ্রামে এখানে হাজির হইতে আদেশ করিলে কি সেই সর্ত্তের সহিত সামঞ্জস্য থাকে? সেই জন্যই মনে হয় সম্রাট ক্লড্উইগ্‌কে ডাকিয়া পাঠান নাই, আজ সকালে তাঁহার কাগজ-পত্রই চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার কাগজ-পত্র লইয়া আসিয়াছি। কেমন, আপনি উহাই ত চান?"

সম্রাট বিরক্তি দমন করিয়া বলিলেন, "তা বটে, তবে কি না কাজটা একটু খাপ্ছাড়া হইয়াছে; বিশেষতঃ আপনি জানেন—আমার ব্যবস্থা—"

প্রিন্সেস্ বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই পরিহাস করিতেছেন! আপনার এই সকল ব্যবস্থা হের ভন্ ক্যাপ্রিভি (ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী) সম্বন্ধে বেশ খাটিতে পারিত; কিন্তু সমকক্ষ ব্যক্তির উপর সেইরূপ ব্যবস্থা খাটাইতে যাওয়া আপত্তিজনক।—এখন আপনি কাগজগুলা লইয়া আমাকে মুক্তি দান করুন।"

কৈসার কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া বলিলেন, "আমি অত্যন্ত বাধিত হইলাম। (অদূরবর্ত্তী এড্‌জুটাণ্ট শুনিতে পায়—এরূপ স্বরে) ক্লড্‌ উইগ্‌ খুড়ো অসুস্থ হইয়াছেন শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। মোল্‌ট্‌কে আপনাকে প্রাসাদে রাখিয়া আসিবে। মহিষী আপনার সহিত আলাপ করিয়া বড়ই সুখী হইবেন। ডিনারের সময় আপনার সাক্ষাৎ পাইব ত? এখন বিদায়; ট্রেণখানা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আছে।

প্রিন্সেস্‌ মেরি প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহিষী সকল কথা শুনিয়া, এবং 'উইলি' (সম্রাট) তাঁহার প্রতি কোনও প্রকার অশিষ্টাচরণ করেন নাই বুঝিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

হোহেনলোহে-বংশীয় মন্ত্রী কৈসারের আদেশ এ ভাবে লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলেন বটে, কিন্তু অন্য কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সম্রাটের আদেশ-লঙ্ঘনে সাহসী হইতেন না; এবং সে প্রকার দুঃসাহস প্রদর্শন করিলে তাঁহার দুর্দ্দশাও সীমা থাকিত না,—এ কথা বলাই বাহুল্য। প্রধান মন্ত্রীকেও সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইলে দস্তুরমত দরবারের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া 'হাতিয়ার' বাঁধিয়া হাজির হইতে হয়!

কৈসার তাঁহার প্রধান প্রধান অমাত্য ও কর্ম্মচারিগণকে দিবসের যে কোন সময়ে আহ্বান করেন; তাঁহাদের সুবিধা বা আরাম বিরামের প্রতি লক্ষ্য করেন না। সম্রাটের আহ্বানের সময় অসময় নাই। মন্ত্রণা-সভার প্রধান সদস্য—হের ভন্‌ লুকান্‌স্‌ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, কৈসারকে প্রায় অর্দ্ধেক রিপোর্ট—হয় রেল ষ্টেসনের 'ওয়েটিং রুমে,' না হয় রেলগাড়ীর মধ্যে শুনাইতে হয়; অবশিষ্ট অর্দ্ধেক তাঁহার সঙ্গে দিতে হয়। তাহা পাঠ করিয়া তিনি কখন সময়-

বিভাগের আফিসে, কখন মন্ত্রণা-সভার গৃহে, কখন সচিবগণের খাস-কামরায় ছুটাছুটি করেন।—কৈসার যখন নিউয়েস্ প্রাসাদে অবস্থিতি করেন—সেই সময় মন্ত্রীগণের ব্যস্ততার সীমা থাকে না। এই জন্য একজন রসিক দরবারী রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "কোনও মন্ত্রীকে যদি প্রতিপন্ন করিতে হয় যে—তিনি খুব কাজের লোক ; তাহা হইলে তাঁহার কাণ রাখিতে হইবে টেলিফোঁর কলে, এক চোখ রাখিতে হইবে ঘড়ির দিকে, আর অন্য চক্ষুটি থাকিবে টাইম টেব্‌লে।"—শীতকালে অধিক শীতে কৈসারের কর্ণপীড়া বর্দ্ধিত হয়। সে সময় তিনি বাহিরে না গিয়া নিউয়েস্ প্রাসাদে বসিয়া কাজকর্ম্ম করেন, সুতরাং বিভিন্ন বিভাগের সচিবগণকে তখন উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়,—সম্রাট কখন কোন্ কাজে কাহাকে আহ্বান করেন।

কৈসার অনেক সময় 'ওয়াইল্ড পার্ক' রেল ষ্টেসনে তাঁহার অমাত্যদের ডাকিয়া পাঠান। তাঁহারা যথাযোগ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কাগজের স্তূপ সঙ্গে লইয়া সেখানে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইয়া শুনিতে পান,—সম্রাটের খেয়াল অন্য দিকে গিয়াছে,—তিনি কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন ; পাঁচ সাত ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিবেন। সুতরাং অমাত্যগণকে অগত্যা গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হয়। কয়েক ঘণ্টা পরে অন্য স্থান হইতে সম্রাট পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠান। আবার কোনও দিন থিয়েটার বা কোনও ভোজের মজলিস হইতে প্রত্যাগমনকালে সম্রাট তাঁহাদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করেন, এবং ট্রেণে বসিয়া তাঁহাদিগের বক্তব্য শ্রবণ করেন ; তখন হয় ত রাত্রি এগারটা! মন্ত্রীর কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হয়, কিন্তু তিনি সেই অবস্থায় 'হুঁ' দিতে ছাড়েন না। তাহার পর ট্রেণ থামিলে তিনি চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া বলেন, "তোমার সকল কথা শুনিয়াছি, তুমি সঙ্গত

প্রস্তাবই করিয়াছ ; এই ভাবেই কাজের ব্যবস্থা কর।”—আর যদি সে সময় তাঁহার মন ভাল না থাকে, তাহা হইলে বলেন, “তোমার রিপোর্ট আমার এড্‌জুটাণ্টের কাছে রাখিয়া যাও। সে তাহা পড়িয়া রিপোর্টের মর্ম্ম আমাকে জানাইবে। আমার যাহা মন্তব্য, তাহা পরে জানিতে পারিবে, এখন যাও।”

অনন্তর তিনি ট্রেণ হইতে নামিয়া তাঁহার গাড়ীতে উঠিয়া গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করেন। মন্ত্রী মহাশয় ‘ওয়েটিং রুমে’ বসিয়া দুই তিন ঘণ্টা ঝিমাইতে থাকেন ; তাহার পর একস্‌প্রেস্ ট্রেণ আসিলে, সেই ট্রেণে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

কৈসারের আরও একটি অদ্ভুত খেয়াল, তিনি কোন কোন দিন রাত্রি নয়টার সময় তাঁহার কোনও মন্ত্রীকে জ্ঞাপন করেন, আধ ঘণ্টা পরে তিনি তাঁহার গৃহে ভোজন করিবেন ; অমুক অমুক লোক তাঁহার সঙ্গে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছে!—তখন সেই মন্ত্রী বেচারাকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হয়, পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অনুমান করুন।

কৈসার অনেক সময় নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া প্রচ্ছন্ন বেশে একখানি এক ঘোড়ার গাড়ীতে রাজপথে বিচরণ করেন। এক দিন মহিষীর অন্যতম ‘বডিগার্ড’ কাউণ্ট জেস্‌লার পথিমধ্যে তাঁহাকে চিনিতে না পারায়, তাঁহাকে অভিবাদন না করিয়া চলিয়া যান ; এই অপরাধে সম্রাট তাঁহাকে তিন দিনের জন্য ‘সস্‌পেণ্ড’ করেন।

কৈসার মহিষীকে কথা প্রসঙ্গে এ কথা জানাইলেন ; মহিষী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ জেস্‌লার? আমার বডিগার্ড জেস্‌লার কি?”

কৈসার বলিলেন, “হাঁ, সে-ই। আমি গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে ছিলাম, সে আমাকে অভিবাদন না করিয়াই চলিয়া গেল!”

মহিষী বলিলেন, "সে নিশ্চয়ই তোমাকে চিনিতে পারে নাই; তোমার নূতন পরিচ্ছদ ছিল কি না।" কৈসার বলিলেন, চিনিতে পারে নাই!—তিন ইঞ্চি পুরু তক্তার ভিতর দিয়াও তাহার সম্রাটকে চিনিতে পারা উচিত ছিল।—ড্রেগুণ-সৈন্যদলের কাপ্তেন ক্রিহের ভন্—রবিবার সকালে বাবেলস্‌বার্গের পথে আমার সম্মুখে পড়িয়াছিল; তাহাকে বার্লিনে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ করা হইয়াছিল, তাই সে বার্লিনে আসিয়াছিল। সে আমাকে দেখিয়া যথারীতি অভিবাদন করে নাই; এই অপরাধে তাহাকে বিদায় করিয়াছি। বার্লিনে এরূপ গর্দ্দভের স্থান নাই।"

বস্তুতঃ, কৈসারের সেনাপতিগণের মধ্যে যদি কেহ নূতন বেশে তাঁহাকে চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা থাকে না; এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তবে কেহ কেহ কৌশলে লাঞ্ছনা হইতে মুক্তি লাভও করেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ভন্ নাজ্‌মার ভল্লধারী তৃতীয় রক্ষী-সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া কুচ করিবার সময় হঠাৎ কৈসারকে দেখিতে পান;—কিন্তু সে সময় কৈসারের দেহে পূর্ণ পরিচ্ছদ না থাকায় তিনি কৈসারকে কাপ্তেন কান্ বলিয়া ভ্রম করেন। কাপ্তেন কান্ একদল পদাতিক সৈন্যের কাপ্তেন ছিলেন; তাঁহার চেহারা অনেকটা কৈসারের আকৃতির অনুরূপ। এই ভ্রমের জন্য নাজ্‌মার অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বিভিন্ন রেজিমেণ্টে কৈসারের 'ফটো' বিতরণ করিয়া অতি কষ্টে নিষ্কৃতি লাভ করেন। যত বিভিন্ন পরিচ্ছদে কৈসারের 'ফটো' গৃহীত হইয়াছিল, কৈসারের সেই সমুদয় পরিচ্ছদ-সমলঙ্কৃত প্রতিকৃতি তাঁহাকে বিতরণ করিতে হইয়াছিল!

কিন্তু যদি কোনও সৈন্য ছদ্মবেশেও কৈসারকে চিনিতে পারে, ও রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে রণ-দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাহাকে আশাতীত বর দান করেন।—মোর (Mohr) নামক একজন সাধারণ সৈন্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-সম্পন্ন ছিল; সে অন্ধকারের ভিতরেও দেখিতে পাইত! শীতকালে এক দিন সন্ধ্যার সময় কৈসার বার্লিনের রাজপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন; মোর কয়েক গজ দূর হইতে কৈসারকে দেখিয়াই চিনিতে পারে। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মিলিটারী কেতায় তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

কৈসার তাহার রাজভক্তি সন্দর্শনে বিগলিত চিত্তে বলিলেন, "তুমি কে, বৎস!"

মোর বলিল, "এ নফর সম্রাটের প্রথম-গার্ড সৈন্যদলের একজন সামান্য সেনানী।"

কৈসার বলিলেন, "সামান্য সেনানী! আমার বোধ হয় তোমার একটি প্রণয়িনী আছে।"

মোর পুনর্ব্বার কুর্ণিস করিয়া লজ্জাবনত মুখে অস্ফুট স্বরে বলিল, "সম্রাট নফরের বেদাদপি মার্জ্জনা করিবেন, ফীল বেবেলের কন্যা—

কৈসার বাধা দিয়া বলিলেন, "তবে তুমি ঘরে যাও। তোমার ভাবী শ্বশুরকে ও তোমার প্রণয়িনীকে জানাও, তুমি সম্রাটের সার্জ্জেন হইয়াছ।—কদম কদম যাও।"

মোর আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে কৈসারকে পুনর্ব্বার অভিবাদন করিয়া বলিল, "হাজার হাজার ধন্যবাদ! ভগবান্ সম্রাটকে রক্ষা করুন।"—অনন্তর সে 'কদম' কদম চলিয়া সম্রাটের দৃষ্টির অন্তরালে প্রস্থান করিল।

রাজভক্তি-হীনতার পরিচয় পাইলে সম্রাট অতি কঠোর দণ্ড দান করেন। জর্ম্মান সাম্রাজ্যে কোন্ কার্য্যে যে রাজভক্তির অভাব না

হয়, তাহা অনুমান করা কঠিন। জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বার মাসে প্রসিয়ান বিচারকগণ রাজভক্তি-হীনতার জন্য অপরাধী প্রজাগণকে যে কঠোর দণ্ড প্রদান করেন,—সেই দণ্ডের পরিমাণ একত্র করিলে প্রায় তিন শত বৎসর হয়! জর্ম্মান সম্রাটের অধীনস্থ মিত্ররাজ্য (allied German States) সমূহেও এই অপরাধে দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা তুল্যরূপ কঠোর। কৈসার দ্বিতীয় উইল্‌হেমের সিংহাসনারোহনের পর হইতে এপর্য্যন্ত রাজভক্তি হীনতার অপরাধে প্রায় নয় হাজার লোককে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে সকল সমাজের ও সকল শ্রেণীর লোকই বর্ত্তমান, এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যাও অল্প নহে।

কৈসারের বহুমূর্ত্তি; এক মুর্ত্তিতে তিনি সম্রাট, দ্বিতীয় মুর্ত্তিতে তিনি কবি, তৃতীয়ে রাজনীতিজ্ঞ, চতুর্থে সঙ্গীত রচয়িতা, পঞ্চমে জাহাজ নির্ম্মাতা, ষষ্ঠে দিগ্বিজয়ী সেনাপতি, সপ্তমে ঐক্যতানবাদক বৃন্দের নেতা, অষ্টমে সমালোচক, নবমে ব্যবস্থাপক, দশমে শিকারী, একাদশে ঈশ্বরানুগৃহীত পীর, দ্বাদশে চিত্রকর, ত্রয়োদশে রাজনীতিজ্ঞ, চতুর্দ্দশে ঔপন্যাসিক, পঞ্চদশে সার্কাস পরিচালক, ষোড়শে মন্‌রো-প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্তের ভাষ্যকার, সপ্তদশে ষ্টেজ্‌ম্যানেজার, অষ্টাদশে নাট্যকার, উনবিংশে বৈজ্ঞানিক, বিংশে গৃহস্থ—ইত্যাদি ইত্যাদি। কৈসারের এই বহুমূর্ত্তির যে কোনও মূর্ত্তি সম্বন্ধে যে কেহ কোনও বিরুদ্ধ-মন্তব্য প্রকাশ করিবে—তাহাকেই রাজভক্তিহীনতার অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা আছে। অপরাধ করিবার পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে অপরাধীকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিবার বিধান বর্ত্তমান।—কিরূপ অপরাধে কিরূপ দণ্ড বিহিত হয়,—তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

পোমিরানিয়ার একজন জমীদারের স্ত্রী এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া-

ছিলেন, 'সম্রাট আমার পদে চুম্বন করিলেও পারিতেন!' অসাক্ষাতে লোকে রাজার মাকেও 'ডাইনী' বলে।—সে সকল কথা সাধারণতঃ আদালতে উঠে না। কিন্তু জমীদার-পত্নীর এই কথা আদালতে উঠিয়াছিল; এবং এ জন্য তাঁহাকে নয় মাসের জন্য শ্রী-ঘরে বাস করিতে হইয়াছিল!

ব্রিস্লুর একজন সম্পাদক তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকায় 'রাজবাড়ীর সংবাদ'-স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন, "গত কল্য জর্ম্মান সম্রাট ও পঞ্চাশ জন প্রধান প্রধান রাজপুরুষ তুই ঘণ্টা ধরিয়া একটা ধাড়ী শুয়োরের পশ্চাতে ছুটিয়াছিলেন।"—এই রসিকতার জন্য উক্ত সম্পাদক-প্রবরকে নয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ষ্টেটিনের ফ্রলিন্ হাড্উইগ্ জেডি:নাম্নী কোনও সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী সম্রাটের রচিত song to Aegirকে 'আবর্জ্জনা' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন; এই অভিযোগে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে তিন মাসের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়।

এই যুবতী দণ্ডাদেশ শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং মহিষীর শরণাপন্ন হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন; কিন্তু মহিষী সম্রাটের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে সাহস পাইলেন না। তিনি প্রজাসভার সভাপতি হের ভন্ লেভেট্জোকে এজন্য অনুরোধ করিলেন।

হের ভন্ লেভেট্জো সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবামাত্র সম্রাট ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "তুমি বোধ হয় মনে কর রাজভক্তিহীনতার দমনের জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ আছে, তাহা অত্যন্ত কঠোর। তুমি যে আমাকে অবাক করিয়া দিলে! এই অপরাধে প্রত্যহ এত লোক দণ্ডিত হইতেছে; ইহাতে কি এই প্রতিপন্ন হয় না যে, অপরাধীগণকে যে শাস্তি দেওয়া হয়,—তাহার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প? যদি এই প্রকার লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা না থাকিত,

তাহা হইলে কি এই অন্তজগুলা ভগবদানুগৃহীত মহাপুরুষের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ভরে কোনও কথা বলিতে সাহস করিত ? তুমি নিশ্চয় জানিও, যে দিন আমি আমার মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোনও খাঁটি মানুষের সন্ধান পাইব, সেই দিনই আমি তাহাকে দিয়া এমন 'বিল' প্রস্তুত করাইব,—যাহার বলে এই সকল বিশ্বাস ঘাতকের দণ্ডের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে পারে।"

কৈসারের শ্রীমুখের উক্তি শুনিয়া হের ভন লেভেট্‌জো সেই হত-ভাগিনী রমণীর পক্ষে আর কোনও কথা বলা দূরে থাক, কোনও প্রকারে পলায়ন করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন!

মিউনিকের রাজা দ্বিতীয় লড্‌উইগ্‌ তাঁহার রাজত্ব-কালের শেষ দুই বৎসর কাল ক্ষিপ্ত হইয়া রাজভক্তিহীনতার অভিযোগে প্রজাগণকে যে ভাবে দণ্ডিত করিতেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এক দিন তিনি কল্পনা করিলেন, তিনি মানুষ নহেন, ঘোটক! যেমন এই কথা তাঁহার মনে উদিত হওয়া, অমনই তিনি উবু হইয়া হাতে-পায়ে ভর দিয়া লাইব্রেরী-কক্ষের চারি দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের বিকট হ্রেষারব! কয়েকজন ভৃত্য তাঁহার ভাব দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না।—তাহাদের রাজভক্তিহীনতায় ক্রুদ্ধ হইয়া লড্‌উইগ্‌ বেত্রাঘাতে তাহাদের প্রাণ সংহার করিলেন! আর এক দিন তিনি তাঁহার রাজস্ব-সচিবকে আদেশ করেন, তাঁহার 'পরিদুর্গ' (Fairy castle) নির্ম্মাণ শেষ করিবার জন্য অবিলম্বে দুই কোটী টাকা আনিয়া দিতে হইবে। রাজস্বসচিব তাঁহার এই আদেশ পালনে অসম্মত হইলে, তিনি তাঁহার উভয় চক্ষু উৎপাটিত করিবার ব্যবস্থা করেন! একজন এড্‌জুটাণ্ট তাঁহার অবাধ্য হওয়ায় তিনি তাঁহাকে ভূগর্ভস্থিত একটি ক্ষুদ্র কক্ষে অবরুদ্ধ করিয়া অনাহারে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করেন।

জর্ম্মান সাম্রাজ্যে যাহারা রাজভক্তিহীনতার অভিযোগে দণ্ড প্রাপ্ত হয়,—আইনের সাহায্যে তাহাদের উদ্ধার লাভের কোনও আশা নাই; সম্রাট আদেশ করিয়াছেন, তিনি যে সকল কার্য্যের পক্ষপাতী, যদি কোনও লোক সেই সকল কার্য্যের কোনও রূপ বিরুদ্ধ-সমালোচনা করে, কিংবা সংবাদপত্রাদিতে তৎসম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে;—তাহা হইলে সে স্ত্রীলোক হোক—আর পুরুষ হোক,—আদালত তাহাকে দণ্ড-দান করিতে বাধ্য হইবেন। এইজন্য কোন কোন ব্যাপারে বালক-বালিকাগণকে পর্য্যন্ত দণ্ডিত হইতে হয়! আবার কোন কোন অপ-রাধীকে সম্রাট ক্ষমাও করেন। একবার কব্‌লেন্‌জের একটি যুবতী ধাত্রী কৈসারের সুখ-সমৃদ্ধি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিল, "সম্রাট কেমন আরামে নিদ্রা যান! আমার ইচ্ছা হয়—উঁহার সহিত এক বিছানায় শুইয়া ঘুমাই!"

এই রাজভক্তিহীনতার অভিযোগে ধাত্রী-যুবতীকে বিচারক নয় মাসের জন্য কারাগারে প্রেরণ করেন! কৈসারের নিকট আপীল করা যুবতীর অসাধ্য হইলেও, কৈসার ঘটনাক্রমে যুবতীর অপরাধের ও দণ্ডের কথা জানিতে পারেন।—তিনি যুবতীর অপরাধের কথা শুনিয়া গোঁফে তা' দিয়া (curling his moustache) বলিলেন, "মেয়েটা বোধ হয় রাইনল্যাণ্ডে আমার ধুমধাম দেখিয়াছিল;—তা সে যে কথা বলিয়াছিল, সে জন্য তাহাকে নিন্দা করা যায় না। সে তেমন শিক্ষিতা নহে, আমার প্রশংসা করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল; সেই প্রশংসাটা সে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছে।—খালাস!"

জর্ম্মান সাম্রাজ্যের বিচার বিভাগের একজন মন্ত্রী একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; যে সকল লোক কৈসারের songs to Aegir নামক কাব্যের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিয়া দণ্ডিত হইয়াছে,—সেই

তালিকায় তাহাদের সংখ্যা ও দণ্ডের পরিমাণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। যাহারা এই অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে,—তাহাদের দণ্ডের পরিমাণ একত্র করিলে তিন শত এগার বৎসর সাত মাস হয়! এতদ্ভিন্ন অর্থদণ্ডের পরিমাণ চারি বৎসরে নয় হাজার মুদ্রা (মার্ক) হইয়াছিল।

কিন্তু জর্ম্মানী দেশের এক শত আটচল্লিশ বর্গ-মাইল স্থানের মধ্যে এই রাজভক্তিহীনতার আইন আমোলে আসে না! সেই স্থানের লোক কৈসারের বিরুদ্ধে যাহা ইচ্ছা বলিয়া অনায়াসে নিষ্কৃতি পায়! এই স্থানটির পরিসর তেমন অধিক না হইলেও তাহার নামটি অত্যন্ত উৎকট; এই স্থানের নাম—রুস-গ্রেইজ্-শ্লেইজ্-লোবেন্‌ষ্টীন্ এবার সোয়াল্ডি।—ইহার সঙ্গে আরও কয়েকখানি গ্রাম আছে। এই রাজ্যখণ্ডের নরপতির নাম দ্বাবিংশ হেন্‌রিক। যে সকল সংবাদপত্র রাজভক্তিহীনতার প্রশ্রয় দান-হেতু সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়, এই রাজার রাজ্যে সে সকল সংবাদপত্র অবাধে প্রচারিত হইতে পারে; সুতরাং জর্ম্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের ৫৩,৭৮৭ জন প্রজা কৈসার সম্বন্ধে যে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ। তাহারা কৈসারের রাজভক্তিহীনতা সম্বন্ধীয় আইনকে সর্ব্বদাই 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন' করে।

কৈসারের প্রাসাদে সহস্রাধিক ভৃত্য কাজ করে; কৈসারের ধারণা তাহাদের সকলেই চোর।—কৈসারের ভৃত্যগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি কোনও দিন তাহাদের কাহাকেও প্রত্যভিবাদন করেন না।

কৈসারের আদেশ আছে,—তাঁহার প্রাসাদে অবস্থান কালে কেহ তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিবে না। সেই কক্ষে যদি কোনও ভৃত্যের কোনও কাজ থাকে,—তবে তাঁহার নিদ্রার সময় তাহা শেষ

করিতে হইবে; কিন্তু হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে যদি তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষে কাহাকেও দেখিতে পান, তাহা হইলেই সে বেচারার সর্ব্বনাশ! তিনি নিদ্রিত আছেন, তাঁহার কোনও ভৃত্য হয় ত নিঃশব্দে সেই কক্ষের জিনিস-পত্র ঝাড়িতেছে,—এমন সময় কৈসারকে নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিতে দেখিলেই সে সেই কক্ষ হইতে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করে! একদিন সুজেটি নাম্নী একটি পরিচারিকা কি একটা উপলক্ষ্যে সম্রাটের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়াই দেখিতে পায়, সম্রাটের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে!—তখন সে পলায়ন করিবার সুযোগ না পাইয়া একটা খোলা চুল্লির (ষ্টোভ্) ভিতর লুকাইল! প্রায় এক ঘণ্টা পরে সম্রাট স্থানান্তরে গমন করিলে, সে ধীরে ধীরে চুল্লির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখন দেখা গেল, ষ্টোভের কালিতে তাহার পোষাকটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে!

প্রসিয়া রাজ্যে নিয়ম আছে, কোনও গৃহস্বামী দাস-দাসীর কোনও ব্যবহারে বাধ্য হইয়া যদি তাহাদিগকে অত্যন্ত অধিক প্রহার করে, তাহা হইলে আইনানুসারে সেই মনিবের দণ্ড হইবে না। প্রজা সভায় এই আইন রহিত করিবার জন্য একাধিক বার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু গবর্মেণ্টের আপত্তিতেই সেই আইন রদ হয় নাই। গবর্মেণ্টের বিশ্বাস, এই আইন রদ করিলে দাস-দাসীরা প্রশ্রয় পাইয়া মনিবের মাথায় উঠিবে;—তাহার ফলে রাজ্যে অরাজকতার স্রোত বহিবে!

প্রসিয়ার রাজ-পরিবারে অলস ভৃত্যগণকে চট্‌পটে করিবার জন্য পূর্ব্ব কালে বড় একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা ছিল। রাজার কাছে লবণপূর্ণ পিস্তল থাকিত; রাজা কোনও ভৃত্যের অলসতার পরিচয় পাইলেই তাহার উপর সেই লবণের 'গুলি' ছুড়িতেন! কিন্তু ইহাতে সময়ে সময়ে অনর্থও ঘটিত। একবার সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম্ এই গুলিতে একজন ভৃত্যের পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; আর একজনের উভয় চক্ষুই নষ্ট করিয়া-

ছিলেন! কিন্তু সে বহুদিনের কথা। ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট অতি বিখ্যাত ও স্বনামধন্য সম্রাট ছিলেন। তিনি ভৃত্য শাসনের জন্য লবণের 'গুলি' পিস্তলে ব্যবহার করিতেন না; কখন যষ্টি প্রয়োগে তাহাদের মুখ বিকৃত করিয়া দিতেন, কখন কখন বা তরবারির উল্টা দিক দিয়া তাহাদিগকে জখম করিতেন। কিন্তু প্রসিয়ার কার্ল অর্থাৎ বর্ত্তমান কৈসারের খুল্ল-পিতামহ সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ামের পন্থায় ভৃত্যদমন করিতেন। একবার তিনি গুলি করিয়া দুই জন ভৃত্যের প্রাণসংহার করায় তাঁহার এক ভ্রাতা বলিয়াছিলেন, 'কার্ল রাজপুত্র না হইলে এই অপরাধে তাঁহার ফাঁসি হইত।' বস্তুতঃ, হোহেনজোলার্ণ রাজবংশ চিরদিনই ভৃত্য-নির্য্যাতন কার্য্যে সিদ্ধহস্ত। কৈসার উইল্‌হেমের ভৃত্যেরাও তাঁহাকে যমের মত ভয় করে, এবং সাধ্য-পক্ষে কখনও তাঁহার সম্মুখে যায় না। কৈসারও প্রাসাদের কোনও অংশে বিচরণ করিতে করিতে যদি কোনও দাস-দাসীকে সম্মুখে দেখিতে পান, তাহা হইলে ক্রোধে বিহ্বল হইয়া পড়েন। কৈসার প্রায়ই তাঁহার প্রাসাদাধ্যক্ষ (Grand master) ইউলেন্‌বর্গকে বলেন, "Die verdammten Housdiener (এই অভিশপ্ত নফরগুলা) প্রাসাদের সর্ব্ব-স্থানে ঘুরাঘুরি করিয়া বেড়ায়; ইউলেন্‌বর্গ, তুমি তাহাদিগকে পাকশালায়, কি ভাঁড়ার ঘরে—বা তাহারা যে সকল স্থানের যোগ্য—সেই সকল যায়গায় আটক করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পার না?"

ইউলেন্‌বর্গ বলিলেন, "হুজুর, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কোনও দাস-দাসী আপনার বাস-কক্ষের দিকে যায় না ত!"

কৈসার সক্রোধে বলিলেন, "ইউলেন্‌বর্গ, কে কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে কোথায় যায় না যায়, তাহার বিবরণ জানিবার জন্য আমি ব্যস্ত নহি; তুমি আমাকে সে কৈফিয়ৎ দিতে আসিও না। আমি তোমাকে বলিতেছি,—

পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, এই চাকরগুলা আমার চক্ষুশূল; তাহাদিগকে আমার দৃষ্টির বহির্ভূত রাখাই তোমার কর্ত্তব্য।"

এনা নাম্নী একটি বৃদ্ধা পরিচারিকার উপর কাঠ বহিবার ভার ছিল। এক দিন সকালে সে সম্রাটের প্রাসাদ-কক্ষে এক আঁটি শুষ্ক কাঠ লইয়া যাইতে যাইতে দেখিল, অন্য একটি কক্ষের দ্বার অর্দ্ধোন্মুক্ত রহিয়াছে; এবং কৈসার সেই কক্ষে তাঁহার ডেস্কের সম্মুখে বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছেন। এনা তাঁহাকে দেখিয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ'-ভাবে সেই থানে দাড়াইয়া রহিল, তাহার পা উঠিল না; সে বদ্ধদৃষ্টিতে সম্রাটের দিকে চাহিয়া রহিল! তাহার পর সে যখন বুঝিল, এই ভাবে অধিকক্ষণ থাকিলে যদি সম্রাট হঠাৎ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ! —তখন সে কোনও-মতে সেখান হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল।

কিছুক্ষণ পরে সে তাহার একজন সঙ্গিনীর নিকট এই বিভ্রাটের গল্প বলিতেছে, এমন সময় কোর্ট মার্সালের আফিস হইতে একজন সেক্রেটারী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ সকালে কোন্ দাসী সম্রাটের কক্ষে কাজ করিতে গিয়াছিল?"

এনা সভয়ে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমিই গিয়াছিলাম।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "তবে তুমি তোমার জিনিস-পত্র লইয়া এখান হইতে সরিয়া পড়; প্রাসাদে তোমার আর স্থান নাই। সম্রাটের কক্ষ গোয়েন্দাগিরি করিবার স্থান নহে।"

এনার চাকরী গেল; মহিষী তখন দয়াপরবশ হইয়া স্থানান্তরে এই সত্তর বৎসর বয়সের বুড়ীর একটা চাকরী জুটাইয়া দিলেন; নতুবা অনাহারেই তাহার প্রাণ যাইত।

যাহা হউক, এক দিন কৈসার একটা অর্দ্ধ দগ্ধ চুরুটের সন্ধান না

পাইয়া যেরূপ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন, সে ঘটনাটি বড়ই করুণ-রসোদ্দীপক। এখানে সে কথাটি উল্লেখযোগ্য।

সে অনেক দিনের কথা, তখন ফেব্রুয়ারী মাস।—সেই সময় এক দিন কৈসার তাঁহার মহিষীকে বলিলেন, "তুমি যত রাজ্যের চোর পুষিয়াছ! তাহারা ক্রমাগত প্রাসাদে চুরী করিতেছে। এখানে কোনও জিনিস রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার যো নাই। শেষে দেখিতেছি—আমার ঘরগুলাকে কেল্লায় পরিণত না করিলে আর চলিবে না!"

মহিষী স্বামীর কথার কোনও প্রতিবাদ না করিয়া সেই দিন অপরাহ্নে হের ভন্ ডার নেসিবেক্‌কে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈসারের কোন্ জিনিস কবে কিরূপে চুরী গিয়াছে?"

ভন্ ডার নেসিবেক্ বলিলেন, "গত রবিবার রাত্রে সম্রাট একটি 'এচ্‌টি' (আসল) হাবানা চুরুট খাইয়া তাহার আধখানা তাঁহার প্রসাধন-কক্ষে (toilet room) একখানি ছাই-রাখা রেকাবী (ash-tray)র উপর রাখিয়াছিলেন, আজ বুধবার; তিনি সেই চুরুটের অবশিষ্ট অংশটুকুর সদ্গতি করিবার জন্য সেটি খুঁজিতে গিয়া আর তাহা দেখিতে পাইলেন না! দাস-দাসীদের জিজ্ঞাসা করা হইল, সেই চুরুট আধখানা কোথায়? কিন্তু কেহই এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। সেই জন্য সম্রাটের ধারণা কোন-না-কোন চাকর সেই চুরুট আধখানা চুরী করিয়াছে।—চোর ধরিবার জন্য রীতিমত তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে।"

তিন দিন মহা-উৎসাহে সেই 'হাভানা' চুরুটের পোড়া লেজের তদন্ত চলিল! তিন দিন অনুসন্ধানের পর বমাল আবিষ্কৃত হইল—একটা আবর্জ্জনা-পূর্ণ ঝোড়ার মধ্যে! এমন মহামূল্য দ্রব্য আবর্জ্জনার ঝোড়ার ভিতর কে ফেলিল?—অবশেষে জানিতে পারা গেল, প্রাসাদের সে পরিচারিকা প্রাসাদস্থ কক্ষ পরিমার্জ্জিত করে, সে উপর্য্যুপরি দুই দিন চুরুটটি

অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় টেবিলের উপর 'ছাই-রাখা' রেকাবীতে নিপতিত দেখিয়া মনে করিয়াছিল, কৈসার আর উহার ব্যবহার করিবেন না। দুই দিন পর্য্যন্ত উহা স্থানান্তরিত হয় নাই দেখিয়া যদি কৈসার রাগ করেন, এই ভয়ে সেই পরিচারিকাই উহা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

কৈসার তাঁহার প্রজাবর্গকে নিকটে আসিতে দেন না। কোনও সাধারণ উৎসবে যোগদান করিতে হইলে তিনি আদেশ করেন, জনসাধারণ তাঁহার পশ্চাতে বহুদূরে থাকিবে। দূর হইতে তাহারা তাঁহার জয়ঘোষণা করিলে, বা অন্যরূপে রাজভক্তি জ্ঞাপন করিলে, তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হয়। একবার নিউয়েস্ প্রাসাদের অদূরে একটি যুদ্ধ-প্রদর্শনী হয়; তাহাতে জর্ম্মানীর অনেক সম্ভ্রান্ত-বংশীয় স্ত্রী পুরুষ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। —সম্রাট আদেশ করিলেন, এই সকল লোককে দূরে সরাইয়া দিয়া তাঁহার জন্য বসিবার স্থান করিতে হইবে; নতুবা তিনি প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন না! এই আদেশ শুনিয়া কৈসারের সেনাপতি, এড্‌জুটাণ্ট ও হাউস্ মার্সালেরা উপস্থিত নরনারীগণকে সরাইয়া দিতে লাগিলেন; এমন কি, কৈসারের কম্যান্‌ডাণ্ট হের ভন্ বুলো অশ্বারোহণপূর্ব্বক রক্ষী ও সৈন্যগণকে সঙ্গে লইয়া জনতার মধ্যে মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে করিতে অসঙ্কোচে বেত চালাইতে লাগিলেন; অশ্বারোহী সৈন্যগণও সঙ্গীন চালাইতে লাগিল! আহত হইবার ভয়ে নরনারীগণ যে যে-দিকে পারিল, সরিয়া পড়িল। পরদিন শত শত সম্ভ্রান্ত মহিলা কৈসারের নিকট অভি-যোগ করিলেন, সৈন্যগণ তাঁহাদের দুরবস্থার একশেষ করিয়াছে; কাহারও পা মাড়াইয়া দিয়াছে, কাহারও মুখে ঘোড়ার লেজের আঘাত লাগিয়াছে, ইত্যাদি।—নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগের যে এই ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইবে, নিমন্ত্রণ-পত্রে তাহার কোনও উল্লেখ না থাকায় তাঁহারা সেজন্য প্রস্তুত হইয়া যাইতে পারেন নাই!

কৈসার এই সকল অভিযোগ-পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দানুভব করিলেন, এবং বলিলেন, "উৎসবের গন্ধ পাইলেই স্ত্রীলোকগুলা সেখানে গিয়া জটলা আরম্ভ করে, এ কি উপসর্গ!—আমি উহাদের এ অভ্যাস ছাড়াইব। প্যারেড্-ক্ষেত্রে মেয়েদের আর প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।" শেষে তিনি তাঁহার এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। সামরিক কর্ম্মচারীগণের স্ত্রী-কন্যারা ভিন্ন অন্য কোনও রমণী 'প্যারেড্' দেখিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইতেন না, এবং উচ্চপদস্থ সেনানায়কগণের স্ত্রী-কন্যাদের জন্য প্রাসাদের ছাদে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। কিন্তু সেখানে স্থান সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে যেরূপ বিপন্ন ও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইত, তাহা দেখিয়া একবার কৈসারিন্ তাঁহার ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, "আশা করি এই ব্যাপার হইতেই তুমি বুঝিতে পারিবে, এ সকল সামরিক উৎসবে রমণীগণের যোগদান যে কৈসারের অভিপ্রেত নহে, আমার এই ধারণা সত্য। আমাদের সৈন্যগণ ইহাদের এরূপ নিগ্রহ দেখিতে বাধ্য হইল, ইহা বড়ই লজ্জার কথা!"

আর্ণষ্ট ভন্ উইল্ডেন্‌ব্রস্ নামক একজন কবি 'ডাই কুইজোস্' (Die quitz-ows) নামক একখানি নাটক লিখিয়া কৈসারের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কৈসার হঠাৎ তাঁহাকে রাজ-কবি করিয়া রাজসভায় স্থান দিলেন; এবং তাঁহাকে দিয়া হোহেনজোলার্ণ-বংশীয় বীরগণের গৌরব ও বীরত্ব কাহিনী নাট্যাকারে সম্বদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।—কৈসারের ধারণা ছিল, এই নাট্যকারটি 'ব্রাণ্ডেন্‌বার্গ-প্রসিয়ান'-ইতিহাস নাটকে পরিণত করিতে সমর্থ।

এই সময় হইতে উইল্ডেন্‌ব্রস্ প্রায় প্রত্যহ সম্রাটের পাঠাগারে উপস্থিত থাকিতেন; কৈসার তাঁহাকে নাটক রচনার মাল-মসলা যোগাইতেন।—উইল্ডেন্‌ব্রস্ কৈসারের আদেশে নাটক লিখিয়া যাইতেন, এবং

তাহার পাণ্ডুলিপি কৈসার স্বয়ং সংশোধন করিয়া দিতেন। এইরূপে কৈসার নাট্যকার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। যিনি উইল্ডেন্‌ব্রসের ন্যায় মাতব্বর রাজ-কবির রচনা সংশোধন করিয়া দেন, তিনি যে একজন অসাধারণ নাট্যকার, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

কৈসারের ধারণা হইয়াছিল!—উইল্ডেন্‌ব্রস্ তাঁহার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হইয়াছেন!—হোহেন-জোলার্ণ রাজবংশেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; প্রসিয়ার রাজকুমার লুইসের তিনি পৌত্র।

১৮৯৬-৯৭খৃষ্টাব্দে কৈসার উইল্‌হেম্ একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন; এই নাটকের নাম—"উইলেহাম্।" প্রথম উইলিয়ামের শত বার্ষিক জন্মোৎসবে অভিনয় উপলক্ষ্যে এই নাটক রচিত হইয়াছিল। এই নাটক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ইহার কোন কোন অংশ কৈসার তাঁহার অমাত্যগণকে এত অধিকবার শুনাইয়াছিলেন যে, তাহা তাঁহাদের কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল! এক এক দিন কৈসার অন্য সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া সেই নাটকের অংশবিশেষ অভিনয়ের ভঙ্গিতে আবৃত্তি করিয়া সভাসদ্‌বৃন্দের বিস্ময়োৎপাদন করিতেন।

অবশেষে এই নাটকের 'রিহার্সাল' আরম্ভ হইল। কিরূপ সমারোহে রিহার্সাল চলিতে লাগিল, পাঠক পাঠিকা অনায়াসে তাহা কল্পনা করিতে পারেন। এই সময় কৈসারের অবকাশের এতই অভাব হইয়াছিল যে, মহিষীর সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ দুর্ঘট হইয়া উঠিত। রাত্রে শয়নের সময় ভিন্ন মহিষী তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতেন না। কৈসার স্বয়ং নাটকের পাত্র-পাত্রীগণের ভূমিকা নির্ব্বাচনের ভার লইয়াছিলেন; এবং তিনিই তাঁহাদের 'মোশন্-মাষ্টার' হইয়াছিলেন!

বলা বাহুল্য, এই সখের থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রী সকলেই

সম্ভ্রান্ত-বংশীয় যুবক যুবতী। অভিনেত্রীগণের মধ্যে একজনের নাম ছিল, ফ্রলিন্ লিগুনার। রিহার্সালের সময় এই যুবতী তাঁহার পাঠ মুখস্থ বলিতে গিয়া একদিন হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন ; ইহাতে সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন "ফ্রলিন্ লিগুনার! তুমি ঐ হাসিটুকুতেই আমার সমস্ত নাটকখানা মাটী করিবে দেখিতেছি! তুমি যাহার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছ, সে হাসিবার পাত্রী নহে ; সে গম্ভীর, অত্যন্ত রুক্ষ-প্রকৃতিসম্পন্না (tragic almost) ; এই 'অংশ' কিরূপ ভঙ্গীতে অভিনয় করিতে হইবে তাহা যদি না বুঝিয়া থাক, তবে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত কর, এই ভঙ্গীটি আমার মুখে অঙ্কিত দেখিতে পাইবে। তাহা হইলেই তোমার অভিনয় নির্দ্দোষ হইবে। আর তোমার পোষাক গলা হইতে পা পর্য্যন্ত বন্ধনহীন ভাবে ঝুলিতে থাকিবে ; তোমার 'কর্সেট্'-আঁটা চলিবে না, কোমরেও কোন বন্ধন থাকিবে না ; তোমার চিন্তাস্রোতের ন্যায় পরিচ্ছদও বন্ধনহীন হওয়া চাই।"

রিহার্সালের স্থানে মেনিঙ্গেনের প্রিন্সেস্ ফিয়োডোর উপস্থিত ছিলেন ; তিনি বড়ই রসিকা। কৈসারের কথা শুনিয়া তিনি একটা ময়দার মুখ-আঁটা বস্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এরকম পোষাক পরা চাই, যেন দেখিতে ঠিক ঐ রকম হয়!"—প্রিন্সেসের এই বিদ্রূপে কৈসার অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, 'রিহার্সাল' শেষ হইলে মহা সমারোহে এই নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। কৈসার এই নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য এক হাজার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে টাকা দিয়া টিকিট কিনিতে হইয়াছিল!—নাটকের অর্দ্ধাংশের অভিনয় শেষ হইবার পূর্ব্বেই সাড়ে সাত শত দর্শক রঙ্গালয় হইতে চম্পট দান করিলেন!

অভিনয়ের পর চারিদিক হইতে নাটকের বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশিত

হইতে লাগিল। কেহ কেহ বন্ধুবান্ধবের নিকট পত্র লিখিয়া পত্র-মধ্যে কবিতায় ইহার সমালোচনা করিতে লাগিলেন! নানা জনের বিরুদ্ধ-সমালোচনায় কৈসার ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। রাজভক্তি-হীনতার অভিযোগে অনেকে কারারুদ্ধ হইতে লাগিল; অর্থদণ্ডের ত কথাই নাই!

'উইলেহাম্'-নাটক প্রকাশিত হইবার কয়েক মাস পরে কৈসার কাপ্তেন ভন্ লাউফের সহিত পরামর্শ করিয়া আর একখানি নাটক রচনা করেন। ইটালির রাজা ও রাণীর জর্ম্মানীতে পদার্পণ উপলক্ষ্যে এই নাটকের অভিনয় হইয়াছিল।—কৈসারের আর একখানি নাটক এখনও প্রকাশিত হয় নাই; তিনি সেই নাটকখানি সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন; তাহার নাম দিয়াছেন 'ডেউসের মাইকেল,' (Dentscher michel)।

সপ্তম অধ্যায়।

কৈসার উইল্‌হেম্‌ তাঁহার একখানি নাটকের নায়কের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "there is but one master, one king, and let them hate me—if they but fear me."—"রাজ্যে এক প্রভু, একই রাজা আছেন; প্রজারা যদি আমাকে ভয় করে, তাহা হইলে তাহারা আমাকে ঘৃণা করিলেও আমার আপত্তি নাই।"

কৈসার সিংহাসনারোহণের পর এই আদর্শেই কয়েক বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

কৈসার নারী-সৌন্দর্য্যের বড়ই পক্ষপাতী; কোনও মজলিসে যদি তিনি কোনও সুন্দরীকে দেখিতে পান, কিম্বা কোনও নব-নিযুক্ত রাজ-কর্ম্মচারীর স্ত্রী যদি সুন্দরী হন, তাহা হইলে তিনি প্রকাশ্য ভাবে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করেন। রমণীর মুখ তেমন সুন্দর হউক না-হউক,—তাঁহার সুগঠিত সুন্দর হাত—ও উন্নত বক্ষস্থল দেখিলেই সম্রাট তাঁহাকে নানা ভাবে সম্মানিত করেন। কিন্তু রাজ-দরবারে কোনও রমণীর প্রতিষ্ঠা মহিষীর অনুগ্রহের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে; সুতরাং সম্রাট কোনও সুন্দরীর প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিলে সেই রূপসীকে মহিষীর বিরাগভাজন হইতে হয়। এমন কি, মহিষী দুই চারি দিন পরে দরবারের তালিকা হইতে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত খারিজ করিয়া দেন; এবং অন্য কোথাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন।—কিন্তু এজন্য কৈসারকে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ দেখা যায় না।

ফ্রলিন্ ভন্ বোক্‌লিন নাম্নী যুবতীকে কৈসার আদর্শ-সুন্দরী মনে করিতেন; কারণ, তাঁহার হাত, পা, বাহু ও স্কন্ধদেশ বড়ই সুগঠিত। কৈসার তাঁহার রূপের এতই পক্ষপাতী ছিলেন যে, সম্রাটের পাঠাগারে, শয়নাগারে, বৈঠকখানায় (Audience chamber) এই যুবতীর চিত্র সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই যুবতী কোনও দিন সম্রাটের প্রাসাদে পদার্পণ করেন নাই। কাউণ্ট ইউলেন্‌বর্গ রাজকীয় উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহাকে প্রাসাদে আনিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।—মহিষী এই যুবতীর প্রতি অসন্তুষ্টা হওয়াতেই রাজ-দরবারে তাঁহার প্রতিষ্ঠা বিলুপ্ত হয়।

ভিল্‌মা পারলাঘি নাম্নী আর একটি যুবতী চিত্রবিদ্যায় সুদক্ষা ছিলেন। সম্রাট তাঁহার রূপের এমন পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। বার্লিন একাডেমির 'ফাইন আর্টস্ কমিটী' তাঁহার অঙ্কিত চিত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ না করিলেও, সম্রাট কমিটীর সদস্যগণের মত অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকেই স্বর্ণ-পদক দান করিলেন; এবং স্বকীয় প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিবার জন্য তাঁহাকে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু এই যুবতী কৈসারের ছবি আঁকিবার জন্য যত বার সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, মহিষী ততবারই স্বয়ং সেখানে আসিয়া তাঁহাকে এরূপ বিরক্ত করিয়াছেন যে, তাঁহাকে সম্রাটের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিবার আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

নৌ-বলের পরিপুষ্টি সাধনের প্রতি বহুদিন হইতেই কৈসারের লক্ষ্য ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক ডাক্তার কিয়াস্‌কে বলিয়াছিলেন, "সাম্রাজ্যের উন্নতি যে আমার নৌ-বলের পরিপুষ্টির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে,—একথা আপনি

যুবক সম্প্রদায়ের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করিবেন।”

লোক-দেখাইবার জন্য যাঁহারা দান করেন, অনেকেই তাঁহাদের উদ্দেশ্যের নিন্দা করেন। কৈসারের অনেক দানই লোক-দেখানো দান। দানেও তাঁহার দম্ভ সুপরিস্ফুট! একবার অগ্নিকাণ্ডে প্যারিসের বিস্তর ক্ষতি হয়, সম্রাট সে কথা শুনিয়া প্যারিসের ‘রিলিফ কমিটী’তে দশ হাজার ‘ফ্রাঙ্ক’ দান করিলেন। ফরাসী জর্ম্মানীর শত্রু; সুতরাং কৈসারের এই মহত্বে সমগ্র ইউরোপ বিস্মিত হইল, তাঁহাকে ‘ধন্য, ধন্য’ করিতে লাগিল। কিন্তু এই ঘটনার ঠিক এক মাস পরে জলপ্লাবনে জর্ম্মানীর উরটেম্‌বার্গ বিধ্বস্ত হইলে, সম্রাট উরটেম্‌বার্গবাসিগণকে এক পয়সা সাহায্য দান করা দূরে থাক, তাহাদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শনেও অসমর্থ হইলেন! বস্তুতঃ, নাম কিনিবার জন্য দানের স্পৃহা কেবল কৈসারেরই একচেটিয়া নহে।

কৈসার একবার ইংলণ্ডে গমন করিয়া লর্ড লন্‌সডেল্‌ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কৈসারের ন্যায় মহা-সম্ভ্রান্ত অতিথির পরিচর্য্যায় লর্ড লন্‌সডেলের দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কৈসারও তাঁহার অতিথি-পরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

অতঃপর লর্ড লন্‌সডেল্‌ জর্ম্মানীতে নিমন্ত্রিত হইলেন। স্থির হইল, তিনি বার্লিনে আসিয়া সম্রাটের অতিথিরূপে প্রিন্স হেনরীর বাস-ভবনে অবস্থিতি করিবেন। কৈসার-মহিষীও এই অতিথি-পরায়ণ ইংরাজের নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিলেন; কারণ মহিষী যখন কৈসারের সহিত ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন, সে সময় লর্ড লন্‌সডেল্‌ তাঁহার সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা যত্ন ও অর্থ ব্যয়ে কৃপণতা করেন নাই।

বার্লিনে আসিয়া এই সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-অতিথির যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য মহিষী তাঁহার সহচরীকে প্রিন্স হেনরীর বাস-ভবনে প্রেরণ করিলেন; সহচরী সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভৃত্যগণ সেখানকার গৃহ-সজ্জার উপকরণসমূহ স্থানান্তরিত করিতেছে; পত্র-পুষ্পে গৃহ সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাও স্থগিত করা হইয়াছে! ইহা দেখিয়া মহিষীর সহচরী একজন পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এ কি করিতেছ?"

পরিচারক বলিল, "সম্রাট আদেশ করিয়াছেন, গৃহসজ্জার আবশ্যক নাই; 'ব্রিষ্টল্ হোটেলে' লর্ড মহাশয়ের বাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে।"

সহচরী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "অসম্ভব! তোমাদের বোধ হয় ভুল হইয়াছে; কারণ সাম্রাজ্ঞী এ ব্যবস্থার কথা কিছুই জানেন না।"

পরিচারক বলিল, "না, আমাদের ভুল হয় নাই। কথাটা প্রথমে আমরাও বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু বিশেষ সন্ধান লইয়া জানিয়াছি, লর্ড সাহেব ব্রিষ্টল হোটেলেই থাকিবেন। আজই আমরা এ বাড়ীর জিনিস-পত্র সরাইয়া ফেলিয়া ঘরগুলা বন্ধ করিতেছি। ইহাতে আমাদের বড়ই ক্ষতি হইল, কারণ লর্ড সাহেব এখানে থাকিলে আমরা তাঁহার নিকট হাজারখানেক টাকা বক্‌শিস্ পাইতাম।"

মহিষী, ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, লর্ড লন্‌সডেলের আদর অভ্যর্থনার ক্রটী হইল না। কয়েক দিন পরে সম্রাট পারিষদ্‌বর্গের সহিত 'সিড্‌নি প্যারেড্'এর প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন; রাজবংশীয় অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়া সম্রাটের সন্নিকটস্থ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। মহিষী সহচরীবৃন্দে পরিবৃতা হইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্রাটের পারিষদ্‌বর্গ সকলেই মহামূল্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মজলিস্ আলো করিয়া বসিয়াছেন; কিন্তু লর্ড

লন্‌সডেল্ সেখানে নাই। অবশেষে দেখা গেল, কৈসার, উরটেম্‌বার্গের রাজা, ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ যেখানে বসিয়াছেন, তাহার কয়েক গজ দূরে একটি স্বতন্ত্র 'গ্যালারী'তে সম্রাটের কর্ম্মচারীদের দলে এই সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-অতিথির আসন হইয়াছে!

অতঃপর সম্রাটের প্রাসাদে যে রাজকীয় ভোজের আয়োজন হইয়াছিল,—সেই ভোজের মজলিসেও লর্ড মহোদয় সম্রাট ও রাজবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পংক্তিতে আসন পান নাই! মন্ত্রী প্রভৃতি রাজ-কর্ম্মচারীরা, যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আর এক দিন তিনি একটি গানের মজলিসে প্রবেশ করিতেও পান নাই! কৈসার, উরটেম্‌বার্গের রাজা, স্যাক্সনীর রাজা প্রভৃতি রাজন্যবর্গ মজলিসে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন; আর লর্ড লন্‌সডেল্ দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার বন্ধুগণের সহিত গান শুনিতেছিলেন!

এই ব্যাপার দেখিয়া মহিষীর সহচরী বিস্মিত হইয়া হাউজ্ মার্সাল্ ব্যারন ভন্ লিঙ্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লর্ড মহাশয় কি মজ্‌লিসে নিমন্ত্রিত হন নাই?"

হাউজ্ মার্সাল্ বলিলেন, "না।"

সহচরী বলিলেন, "সে কি কথা? উনি যে আমাদের অতিথি!"

ব্যারন বলিলেন, "সে কথা সত্য; কিন্তু এখানে যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহারা সকলেই রাজা বা রাজবংশীয়।"

সহচরী বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু কাজটা ভাল হয় নাই; এই অনবধানতার কথা শুনিলে সম্রাট বড়ই রাগ করিবেন।"

ব্যারন বলিলেন, "অনবধানতাবশতঃ যে লর্ড লন্‌সডেল্ এখানে নিমন্ত্রিত হন নাই, এরূপ মনে করিবেন না। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবার অভিপ্রায় থাকিলে সম্রাট অনায়াসেই তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন।

সম্রাট স্বয়ং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা পরীক্ষা করিয়াছেন।”

লর্ড লন্‌সডেল্ যত দিন জর্ম্মানীতে ছিলেন—এইভাবে উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার প্রতি মৌখিক শিষ্টাচার প্রদর্শনে ক্রটী করেন নাই, সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্ব-তল্লাসও লইয়াছেন; তথাপি তিনি তাঁহার সাহচর্য্য সাবধানে পরিহার করিয়াছেন। রাজবংশীয়গণ জর্ম্মানীতে যে সম্মান লাভ করেন,—সম্রাট সেই সম্মান হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

ইহার কারণ কি, জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল হইয়াছিল। অবশেষে জানিতে পারা গেল, লর্ড লন্‌সডেল্ এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, ইউরোপের অভিজাতবর্গ সকলেই সমান; সে হিসাবে উরটেম্‌বার্গের রাজার যতটুকু সামাজিক সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি; তাঁহার মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি তাহা অপেক্ষা অল্প নহে।—তিনি ঐ সকল রাজার সহিত সমান আসন পাইবার যোগ্য।

লর্ড লন্‌সডেল্ জর্ম্মানীতে পদার্পণ করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৈসারের প্রথম রক্ষী-সৈন্যদলের লেফ্‌টেনাণ্ট—হের্ ভন্ জেড্‌লিজ্ ট্রুস্‌লার (Herr Von Zedlitz Truztschler) এ কথা কৈসারের গোচর করেন।

এই কথা শুনিয়া কৈসার বলেন, “কি আশ্চর্য্য! একজন সাধারণ ইংরাজ—বড়লোক বলিয়াই সে উরটেম্‌বার্গের রাজার সমকক্ষ হইতে চায়! আচ্ছা দেখা যাইবে; মোল্‌ট্‌কেকে আমার কাছে ডাকিয়া আন।” —কৈসার জেড্‌লিজ্‌কে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

এড্‌জুটাণ্ট মোল্‌ট্‌কে কৈসারের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, “কাউণ্ট ইউলেন্‌বর্গকে জানাও, লর্ড লন্‌সডেল্ যত দিন এখানে থাকিবেন,—কোনও হোটেলে যেন তাঁহার বাসের ব্যবস্থা

করা হয়। প্রাসাদে তাঁহার স্থান হইবে না। তাঁহার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনে যেন ক্রটী না হয়; কিন্তু তিনি সাধারণ ভদ্রলোক ভিন্ন আর কিছু নহেন। সাধারণ ভদ্রলোক আমাদের নিকট যতটুকু খাতির সম্মান পাইতে পারে—তাহার অতিরিক্ত তাঁহার দাবী করিবার নাই, এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রাজ-সভার সকল কর্ম্মচারীকে ও সমর-বিভাগের কর্ম্মচারীগণকে এ আদেশ জানাইয়া দিবে।”

আর একবার হাম্‌বার্গের কোনও সংবাদপত্র-সম্পাদক বেল্‌জিয়ামের রাজার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসম্ভ্রমসূচক মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই সংবাদ-পত্রখানি বার্লিনে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই উকীল-সরকার সেই সম্পাদকের বিরুদ্ধে রাজভক্তিহীনতার মামলা রুজু করেন।

সম্পাদক বলিলেন, “আমি যে কথা লিখিয়াছি তাহা অমূলক নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছি।”

কৈসার সম্পাদকের কৈফিয়ৎ শুনিয়া বলিলেন, “অমূলক কি সমূলক, সে কথা জানিবার আবশ্যক নাই।—রাজাকে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করা হইয়াছে কি না, তাহাই এ ক্ষেত্রে বিচার্য্য।”

বিচারে সম্পাদক-প্রবরের দশ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইল! বস্তুতঃ, জর্ম্মান রাজ্যে রাজা অন্যায় করিয়াছেন, বা তিনি শক্তির অপ-প্রয়োগ করিতেছেন,—ইঙ্গিতেও এ কথার আভাস দিলে প্রজাকে—তা তিনি যতই সম্ভ্রান্ত হউন,—শ্রী-ঘরে যাইতেই হইবে।

কৈসার তাঁহার মাতামহী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে যে সম্মানিত উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন, তাহার নাম,—“Chief of Kaiser's first Guard Dragoons” অর্থাৎ “কৈসারের পহেলা নম্বর দেহ-রক্ষী ড্রেগুন সৈন্যগণের অধিনায়িকা।”—এই উপাধি তিনি এতই সম্মানার্হ মনে

করিতেন যে, যখনই তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ডের রাজ্ঞী, ভারতের রাজ-রাজেশ্বরী প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত করিতেন, তখনই তিনি এক নিশ্বাসে বলিতেন, "Chief of my First Guard Dragoons"—অর্থাৎ ভারতের রাজ-রাজেশ্বরীর পক্ষেও ইহা গৌরবের উপাধি!—কৈসার স্বীয় রক্ষী-সৈন্যগণকে এতই সম্ভ্রান্ত মনে করেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট নিকোলাস্ (তখন যুবরাজ ছিলেন) রাজকুমারী মার্গারিটার বিবাহোপলক্ষ্যে কৈসারের প্রাসাদে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কৈসার যুবরাজ নিকোলাসের অভ্যর্থনার ত্রুটী করেন নাই; এক সপ্তাহকাল কৈসারের প্রাসাদে আতিথ্য ভোগ করিয়া নিকোলাস্ হাঁপাইয়া উঠিলেন, এবং কিঞ্চিৎ 'বে-সরকারী' আমোদ-প্রমোদের জন্য অধীরতা প্রকাশ করিলেন। ২৭এ জানুয়ারী রুসিয়ার তদানীন্তন রাজদূত কাউণ্ট স্কোভালোর প্রাসাদে কৈসার ও কৈসার-মহিষী এবং সাম্রাজ্যের নায়কগণ একত্রিত হইয়া নিকোলাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক ভোজের আয়োজন করেন। নিকোলাস্ সে দিন ডিউক গুল্‌থার নামক জনৈক জর্ম্মান-সেনাপতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া 'পোরটেল্‌স্' প্রাসাদে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়াছিলেন; সেখানে নিকোলাসের অনেকগুলি মোসাহেব ও নর্ত্তকী উপস্থিত ছিল। নিকোলাস্ সংবাদ পাইলেন, তিনি রুষ রাজদূত-ভবনে রাজকীয় ভোজের মজলিসে আহূত হইয়াছেন। নিকোলাস্ স্পষ্ট জবাব দিলেন, তিনি চূড়ান্ত আমোদ উপভোগ করিতেছেন, এ আমোদ ফেলিয়া রাজকীয় ভোজে যোগদান করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। যাঁহার অভিনন্দনের জন্য এই আয়োজন, যিনি সে দিনের প্রধান অতিথি, ('guest of honour')—তাঁহার নিকট

এই নির্ঘাত উত্তর পাইয়া কৈসার উইলিয়াম্ প্রথমে বিস্ময়ে স্তম্ভিত,—তাহার পর ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইলেন! নিকোলাস্ যে এমন রূঢ়তা প্রদর্শন করিতে পারেন,—এ কথা প্রথমে তাঁহার আদৌ বিশ্বাস হয় নাই। কৈসার মনে করিয়াছিলেন, নিকোলাস্ কৌতুক করিবার জন্য এরূপ বলিয়াছেন; একটু বিলম্বে তিনি নিশ্চয়ই ভোজের মজলিসে উপস্থিত হইবেন। কিন্তু ভোজ শেষ হইয়া গেল, নিকোলাস্ আসিলেন না। কৈসার বলিলেন, তিনি নিকোলাসের পিতার নিকট তাঁহার এই ব্যবহারের কথা 'রিপোর্ট' করিবেন; এবং ডিউক গুল্‌থার্‌কে সৈন্য-বিভাগ হইতে বিতাড়িত করিবেন। (he will kick him out of the army)—সম্রাটের যোগ্য কথা বটে!

কৈসার তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইলেন না। শ্লেস্‌উইকের ডিউক গুল্‌থার পদচ্যুত হইলেন, রুষ সম্রাট এলেক্‌জান্দারের নিকট এক সুদীর্ঘ অভিযোগ-লিপি প্রেরিত হইল। সেই পত্রে নিকোলাসের চরিত্র ও শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই রুষ সম্রাট এলেক্‌জান্দার মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, নিকোলাস্ রুসিয়ার সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হইলেন; সুতরাং কৈসারের অভিযোগটি মাঠে মারা গেল! এই ঘটনার অনেক দিন পর পর্য্যন্ত উভয় সম্রাটের মধ্যে অত্যন্ত মনোমালিন্য ছিল। কিন্তু অবশেষে এই মনোমালিন্য তিরোহিত হইলেও, বর্ত্তমান মহা-সমরারম্ভের পূর্ব্বে তাহা পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া পৃথিবী-ব্যাপী দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'টেম্পল্ হফার ফীল্ড' নামক 'প্যারেড্' ক্ষেত্রে বার্ষিক প্যারেড্-প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে দেশ বিদেশের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কৈসার-মহিষীও তাঁহার সহচরী-গণের সহিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট মহিষীর বসন-ভূষণের

দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া মহিষীকে যে হীরক-হার উপহার দিয়াছিলেন, তাহা মহিষীর কণ্ঠে নাই!—কৈসার সক্রোধে মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হারগাছটা কোথায় ফেলিলে?—শেষে তুমি তোমার মাথার মুকুটখানাও কোথায় হারাইয়া ফেলিবে, আর আমাকে সেই ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে!"

কৈসারের এ কথা বলিবার অর্থ এই যে, এই মুকুট ও অন্যান্য রাজকীয় অলঙ্কার মহিষীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে; যিনি যখন মহিষী হন, তিনি তখন তাহা ব্যবহার করেন মাত্র,—তাঁহার তাহা দান বিক্রয় বা কোনরূপে নষ্ট করিবার অধিকার নাই। কোনও কারণে তাহা নষ্ট হইলে, তিনি সেই ক্ষতি পূরণে বাধ্য।

যাহা হউক, কৈসারের কথা শুনিয়া মহিষী বলিলেন, "হারছড়াটা কোথায় পড়িয়াছে, কিরূপে বলিব? ফ্র ভন্ হাকে (Frau Von Haake) উহা আমার গলায় পরাইয়া দিয়াছিল।"

কৈসার সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি? হাকে উহা তোমার গলায় পরাইয়াছিল! আচ্ছা, তাহাকে ইহার প্রতিফল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছি।"

কৈসার তৎক্ষণাৎ সেই প্যারেড্-ক্ষেত্র হইতে সক্রোধে বহির্গত হইয়া নিরপরাধ হাকেকে দণ্ড দানের জন্য ধাবিত হইলেন! হাকের অদৃষ্টে কি ঘটিল,—তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু সম্রাটের এরূপ অসহিষ্ণুতার পরিচয় ইউরোপের ইতিহাসে নূতন নহে। কথিত আছে, রুসিয়ার সম্রাট পল কোনও একজন সেনানীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করিবার জন্য একবার বেত্র-হস্তে অর্দ্ধ ক্রোশ পথ দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন!—এই অপরূপ খেয়ালের জন্য সম্রাট পলকে অনেকে ক্ষিপ্ত মনে করিতেন। কিন্তু কৈসার উইল্‌হেম্‌কে ক্ষিপ্ত মনে করিবার কোনও কারণ নাই; যেহেতু

তিনি মহিষীর একজন সহচরীকে শাস্তি প্রদানের জন্য শত সহস্র সম্ভ্রান্ত দর্শকমণ্ডলীকে বিস্ময়-ব্যাকুল করিয়া প্যারেড্-ক্ষেত্র হইতে সক্রোধে নিষ্ক্রান্ত হইলেও, তাঁহার ক্রোধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

যাহা হউক, সর্ব্বশক্তিমান কৈসারের কি অপার লীলা!—তিনি অল্প-ক্ষণ পরেই সেনানিবাসের ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া ধীর চিত্তে কতকগুলি সৈন্যকে বাইবেল গ্রন্থ উপহার দান করিতে লাগিলেন। এই সকল বাইবেলের উপহারদানের পৃষ্ঠায় মহাত্মা যিশু খৃষ্টের দুই একটি 'বচন' (I will walk among you and will be your God and ye shall be my people... ...without me ye can do nothing—ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়া তাহার নীচে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন,—"সম্রাট উইল্‌হেম্।"

কৈসার উইল্‌হেম্ তাঁহার বহু বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি 'ঈশ্বরের প্রতিনিধি' (God's viceroy)। তিনি এ কথাও বলেন যে, হোহেন-জোলার্ণ-বংশীয়গণ পরমেশ্বরের বেদী হইতে তাঁহাদের রাজ-মুকুট গ্রহণ করেন; এবং তাঁহাদের কার্য্যের জন্য তাঁহারা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট দায়ী নহেন।—ইহা ভক্তির কথা, কি দম্ভের কথা, বলা কঠিন। কিন্তু রামপ্রসাদের গানে যেমন মায়ের উপর তাঁহার আব্দারের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কৈসারের অনেক ধর্ম্মোপদেশে (শার্ম্মনে)—ভগ-বানের উপর তাঁহারও সেইরূপ অসামান্য আব্দারের পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হয়! কৈসারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেনরী অনেক সময় অনেক বক্তৃতায় কৈসারের বিস্তর স্তুতিবাদ ও প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি কৈসারেরই রচনা! কৈসারের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ-সম্পন্ন তেজস্বী সম্রাট স্বরচিত আত্ম-প্রশংসা ভ্রাতার মুখ দিয়া প্রচারিত করিতেছেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে কাহার প্রবৃত্তি হইবে?

কিছুদিন পূর্ব্বে কৈসার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এ পর্য্যন্ত আমি

পঞ্চাশ হাজার জানোয়ার শিকার করিয়াছি। আমার অরণ্যসমূহের অফুরন্ত ভাণ্ডারের কথা চিন্তা করিলে ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের মত আমারও বলিতে ইচ্ছা হয়, 'এই জানোয়ারগুলার কি শেষ নাই?' আমি ভবিষ্যতে আমার শিকারের পরিমাণ দুই তিন গুণ বর্দ্ধিত করিব। রাজার যদি যুদ্ধ করিবার সুযোগ না থাকে, তাহা হইলে অরণ্যে গিয়া তাঁহার প্রাণী-হত্যার অভ্যাস রাখা কর্ত্তব্য। ইহাতে সমর-প্রবৃত্তি সজাগ থাকে।"

কৈসারকে অপরাধী প্রজার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞার পরোয়ানায় স্বাক্ষর করিতে হয়। তিনি কোনও অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করিয়া কখনও দয়ার পরিচয় দিয়াছেন কি না—জানা যায় না। তবে তিনি প্রত্যেক পরোয়ানায় স্বাক্ষর করিবার সময় লেখেন, "সম্রাট এই মামলার বিচারে হস্তক্ষেপণ করিতে অসম্মত। তরবারির আঘাতে অপরাধীর মস্তক দেহচ্যুত হউক।"—তবে সামরিক কর্ম্মচারীগণ অধি-কার-বহির্ভূত কোনও অন্যায়াচরণ করিলে কৈসার তাঁহাদের সে অপরাধ অনেক সময় মার্জ্জনা করেন। কৈসার যখন 'উইলেহাম্' নাটকের রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় বিচারপতিরা অনেক অপরাধীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিয়া, নথি-পত্রাদি তাঁহার দরবারে পেশ করিতেন। ইহাতে কৈসার বিরক্ত হইয়া হের ভন্ লুকানস্‌কে বলিয়াছিলেন, "অপরাধীদের অপরাধ বিচার করিয়া দেখিবার আমার সময় নাই। যাহারা আত্মসম্মান রক্ষা করিতে গিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহা-দের নামের একটা তালিকা আমার নিকট দাখিল করিও; আমি তাহাদের মুক্তিদান করিব।—অন্য সকলে রোগের উপযুক্ত ঔষধ সেবন করুক।"—যে সকল লেখক ও গ্রন্থকার তাঁহাদের স্বাধীন রাজনীতিক বিশ্বাসের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কৈসার তাঁহাদের প্রতি সুবিচারে অসম্মত হওয়ায় অধ্যাপক মোম্‌লেন্ 'একসেলেন্‌সী' নামক মহা সম্মান-

সূচক উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়া যে তেজস্বিতা ও বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা জর্ম্মানীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

কৈসার সময়ে সময়ে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, দুই তিনবার তাঁহার এরূপ আকস্মিক মূর্চ্ছা দেখা গিয়াছে; তবে এ কথা সাধারণে যাহাতে জানিতে না পারে, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে—কৈসার ও তাঁহার মহিষীর ইংলণ্ড-যাত্রার প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে এক দিন কৈসারকে তাঁহার প্রাসাদ-কক্ষে মূর্চ্ছিত অবস্থায় নিপতিত দেখা যায়। আমেলিয়া নাম্নী পরিচারিকা সেই কক্ষের দ্বারে আসিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ দেখিতে পায়; সে কয়েক বার দ্বারে করাঘাত করিয়া যখন দেখিল দ্বার খুলিল না, তখন সে দ্বার ঠেলিয়া কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্রাটকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সে সোর-গোল করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে কর্ম্মচারী ও দাস-দাসীতে কক্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। সকলেরই মুখে 'হায় কি হইল' রব! তাহারা প্রথমে মনে করিল,—কেহ সম্রাটকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করিল, কৈসার কোনও কারণে আত্মহত্যা করিয়া থাকিবেন। দুই জন দাসী তাঁহার মুখের মধ্যে মদিরা (cognac) ঢালিয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। সম্রাট অবসন্ন হইলে কখন কখন এই মদ্য পান করিয়া সুস্থ হইতেন,—তাহা তাহারা জানিত।—যাহা হউক, ডাক্তার আসিয়া এই প্রকার চিকিৎসায় অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।—তাহার পর অনেক চেষ্টায় কৈসারের চৈতন্যোদয় হইল।

ইহার পর আরও দুই বার সম্রাটের মূর্চ্ছা হইয়াছিল। পাছে তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া আহত হন, এই ভয়ে তাঁহার কক্ষ হইতে স্ফটিক-পাত্র, পোর্সেলেনের পাত্র, ও রৌপ্য-পাত্রাদি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কৈসারের চিকিৎসকের পরামর্শানুসারেই কাউণ্ট ইউলেন্‌বর্গ সম্রাটের

কক্ষ হইতে সেগুলি অপসারিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু মহিষী ইহার কারণ জানিতেন না, সুতরাং সম্রাট-কক্ষের শোভাকর সামগ্রীগুলি স্থানান্তরিত হওয়ায় তাঁহার বিস্ময়ের সীমা ছিল না !

যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলার হাত দু'খানি সুন্দর নহে,—কৈসার তাঁহাদিগকে দেখিতে পারেন না ; এমন কি, বিশেষ পরিচিতা রমণীগণকেও তিনি উপেক্ষা করেন। কিন্তু যাহার সুগঠিত সুন্দর অঙ্গুলী দেখিতে পান,—তাহার হস্ত পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হন না ! কাহারও সুন্দর অঙ্গুলীতে যদি তিনি অঙ্গুরী দেখিতে পান,—তাহা হইলে তিনি তাহার অনুরূপ অঙ্গুরী ব্যবহার করেন। এই কারণে কৈসারের অঙ্গুলীগুলিতে সর্ব্বদা একরাশি অঙ্গুরীয়ক দেখিতে পাওয়া যায়।

জর্ম্মান রাজ-দরবারের দস্তুর অনুসারে প্রত্যেক দরবারীকে দস্তানা পরিয়া দরবারে উপস্থিত থাকিতে হয়। জর্ম্মান সম্রাট-মহিষীর অঙ্গুলীগুলি সুগঠিত ও সুদৃশ্য নহে বলিয়া, বিশেষতঃ, কৈসার সুগঠিত কর-পল্লবের অত্যন্ত পক্ষপাতী বলিয়া মহিলাগণ যাহাতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম না করেন, তদ্বিষয়ে মহিষী যৎপরোনাস্তি সতর্ক। কিন্তু নাচের বা গানের পর আহারের সময় কৈসারের আদেশে কোন কোন মহিলাকে হাত হইতে দস্তানা খুলিয়া ফেলিতে হয়। যাঁহাদের সুন্দর হাত, কৈসার কখন কখন তাঁহাদিগকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদানে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। যখন কোনও যুবতীকে সম্মানিত করিবার অভিপ্রায়ে সম্রাট-দরবার হইতে 'ব্রুচ্' বা 'ব্রেষ্ট-পিন্' উপহার প্রদান করা হয়,—তখন সম্রাট সাধারণতঃ স্বয়ং তাহা পরাইয়া দেন না ; কিন্তু যখন কোনও যুবতীর কর-কমলে বলয় (ব্রেস্‌লেট্) বা অঙ্গুরী পরাইয়া দেওয়ার আবশ্যক হয়, তখন তিনি স্বয়ং সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন।

জর্ম্মান সাম্রাজ্যের কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলা কৈসার-কর্ত্তৃক এই

ভাবে সম্মানিত হইবার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; আমরা সেই মহিলাটির লিখিত বর্ণনা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

"সম্রাট আমাকে আদেশ করিলেন, নির্দ্দিষ্ট দিন বেলা দুই ঘটিকার সময় আমাকে তাঁহার প্রাসাদে উপস্থিত হইতে হইবে। সম্রাট আমাকে অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া প্রাসাদে যাইতে আদেশ করেন; অন্য লোকে আমাকে দেখিলে চিনিতে না পারে,—এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় আমাকে অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া যাইবার আদেশ হইয়াছিল।

"আমি সম্রাটের খাস-কামরায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি সেই কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান আছেন। সাধারণতঃ তাঁহার মুখ কিছু ম্লান দেখা যায়; কিন্তু সে দিন তাঁহার মুখ অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল দেখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "তোমার অবগুণ্ঠন ও কোট খুলিয়া ফেল।"—এই আদেশ প্রদান করিয়া তিনি অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি একটি সুদীর্ঘ লেস্-শোভিত জামা পরিয়া গিয়াছিলাম। আমি আমার হাত হইতে দস্তানা খুলিয়া ফেলিলে, তিনি আমার হাত দু'খানি দেখিয়া বলিলেন, 'বড় সুন্দর ত!—' অনন্তর তিনি সেই কক্ষের একটি কোণ হইতে একটি বাক্স লইয়া আসিলেন। বাক্সটি প্রকাণ্ড, উহা হীরকালঙ্কারের বাক্স, তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। এই বাক্সটি খুলিয়া তিনি একটি ব্রেস্‌লেট্ বাহির করিলেন; ব্রেস্‌লেট্‌টি দেখিতে সাপের মত! তিনি উহা লম্বা করিয়া আমার মণিবন্ধে জড়াইয়া দিলেন। তাহা জড়াইতে জড়াইতে আমার বাহুমূল পর্য্যন্ত উঠিল। আমি কৈসারকে ধন্যবাদ করিলে তিনি আমার হাতে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। চুম্বনের সময় তিনি একবারও আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলী ছাড়িয়া দেন নাই!"

সম্রাট-কর্তৃক এই ভাবে অভিনন্দিত হইয়া সেই যুবতী আপনাকে পরম ভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, সম্রাটের নিকট সহসা অন্য কোনও যুবতী এরূপ অনুগ্রহের আশা করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বার্লিন, পটস্‌ডাম, কিয়েল, ব্রেস্‌লু, কোনিগস্‌বার্গ—প্রভৃতি স্থানে এরূপ মহিলা অনেক আছেন, যাঁহারা বিভিন্ন সময়ে কৈসার-কর্তৃক এই ভাবেই সম্মানিত হইয়াছেন; কিন্তু লজ্জার মাথা খাইয়া এই সম্মানের কথা প্রচারিত করিতে তাঁহাদের সকলে সম্মত নহেন।

ইদানীং কৈসার-দরবারের অনেক যুবতী জামার এক রকম আস্তিন ব্যবহার করেন, সেই আস্তিনের মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে; সম্রাট তাঁহাদের কর-চুম্বনের উপলক্ষ্যে সেই ফাঁকে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন!

কৈসার যে যুবতীর সুগঠিত সুন্দর হাত এক বার দেখিয়াছেন, তাঁহাকে প্রায়ই বিস্মৃত হন না; এজন্য সময়ে সময়ে মহিষীর অন্তর্দ্দাহ হয়। সম্রাট ইহা বুঝিয়া মহিষীর সহিত কৌতুক করিতে ছাড়েন না। এক এক দিন সম্রাট মহিষীকে সঙ্গে লইয়া শকটারোহণে নগরের রাজপথে ভ্রমণে বাহির হইয়া, কোনও যুবতীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, "ঐ যে যুবতী ঐ দোকান হইতে বাহির হইতেছে, উহার হাতখানি দেখিয়াছ? কি চমৎকার হাতের গঠন! যেন মার্ব্বেল পাথর খুঁদিয়া হাতখানি বাহির করা!"

মহিষী সম্রাটের মন্তব্য শুনিয়া কিরূপ আনন্দ লাভ করেন, সদাশয়া পাঠিকা তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

অষ্টম অধ্যায়।

কৈসার-মহিষী প্রভুত্বানুরাগিনী হইলেও তাঁহার সহচরীবৃন্দ কখন কখন যথেষ্ট স্বাধীনচিত্তের পরিচয় প্রদান করেন; ইহাতে তিনি বিরক্ত হন বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় সে বিরাগ মুখে প্রকাশ করেন না।

কিছু দিন পূর্ব্বে বার্লিনস্থিত মার্কিন রাজদূত স্বর্গীয় উইলিয়াম্ ওয়াল্টার ফেল্পস্ নিউয়েস্ প্রাসাদে মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন; মহিষী কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলেন, "আমার ছোট ছেলেটিকে দেখিবেন কি?"

মিঃ ফেল্পস্ সম্মতি জ্ঞাপন করিলে—মহিষী একজন সহচরীকে আদেশ করিলেন, "খোকা রাজকুমারকে লইয়া এসো!"

সহচরী যথারীতি কুর্ণিস্ করিয়া বলিলেন, "সাম্রাজ্ঞী, খোকা রাজকুমার মিনিট-দুই পূর্ব্বে তাঁহার ধাত্রীর সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন।"

মহিষী বলিলেন, "কাউণ্টেস্, তোমার কথা অসম্ভব! আমি মিসেস্ ম্যাচামকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছি,—জলযোগের পূর্ব্বে কদাচ যেন সে বাহিরে না যায়।"

সহচরী এ কথা শুনিয়া ধাত্রীর সন্ধানে চলিলেন; কিন্তু অল্পক্ষণ পরে তিনি মহিষী-সকাশে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "ধাত্রী ঘরে নাই; আমার কথাই ঠিক।"

মহিষী বলিলেন, "কি! ধাত্রী আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে? ইহার কারণ কি?"

সহচরী বলিলেন, "সাম্রাজ্ঞী, ধাত্রী কাউণ্টেস্ ব্রকডর্ফকে বলিয়া

গিয়াছে,—খোকা রাজকুমারকে লইয়া বাহিরে যাইবার পক্ষে কোন্ সময়টি প্রশস্ত, তাহা তাহার বেশ জানা আছে।"

মহিষী একথা শুনিয়া উহা গোপন করিয়া সহাস্যে মিঃ ফেল্‌পস্‌কে বলিলেন, "দূত মহাশয়, দাসদাসীদের ব্যবহার সর্ব্বত্র একরূপ। প্রত্যেক পরিবারে তাহারাই আসল মনিব। আপনি খোকা রাজকুমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিলে মিসেস্ ম্যাচামের সুবিধার উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই।"

মহিষী মৃগয়া করিতে বড় ভালবাসেন। তিনি সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একটি রেশমী 'হ্যাট' মাথায় দিয়া অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতে যান। অশ্বারোহণ ও পদব্রজে ভ্রমণ ভিন্ন তাঁহাকে অন্য কোনও প্রকার ব্যায়াম করিতে বড়-একটা দেখা যায় না। তবে বার্লিনের রাজ-প্রাসাদে নাচের মজলিস হইলে তিনি বৎসরে দুই একদিন নৃত্য করেন। কিন্তু মহিষী স্থূলাঙ্গী বলিয়া নৃত্যে তেমন অভ্যস্তা নহেন। তিনি নিজেও তাহা বুঝিতে পারেন; তবে তিনি যে নৃত্য-কলায় সুদক্ষা নহেন, ইহা কাহাকেও বুঝিতে দিতে চাহেন না। তিনি সম্রাট-মহিষী, অতএব অশ্বারোহণ, নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিদ্যায় জর্ম্মানীর সকল রমণী অপেক্ষা সুদক্ষ হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত, এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল। কিন্তু মহিষী বলিয়াই বিধাতা যে তাঁহাকে দেশের সকল রমণী অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে অধিক প্রতিভাশালিনী করিবেন, এরূপ আশা করা অন্যায়।—এক দিন জর্ম্মান রাজকুমার উইলিয়াম্ অশ্বারোহণে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করায়, সকলেই তাঁহার অশ্বারোহণ-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেছিলেন। সেই প্রশংসা শুনিয়া মহিষী এড্‌জুটাণ্ট কাউণ্ট মোল্‌ট্‌কেকে বলিয়াছিলেন, "না হবে কেন? আমার ছেলে বলিয়াই সে এমন পাকা ঘোড়সোয়ার হইয়াছে!"—এরূপ দম্ভ কৈসারিনেরই উপযুক্ত।

মহিষী যখন সম্রাটের সঙ্গে মৃগয়া করিতে যান, তখন দুইজন এড্‌জুটাণ্ট, একজন কোর্ট মার্সাল, একজন সহচরী, ও একজন ‘কামার হের’ অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত খানসামা ও ডাক্তার তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন।

অনেক দিন পূর্ব্বে একবার মহিষী সম্রাটের সঙ্গে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন।—তখন সন্ধ্যাকাল। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা মৃগয়া-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই শিকারের সন্ধান পাইবেন; তাঁহাদিগকে অকৃত কার্য্য হইয়া ফিরিতে হইবে না।

এই দিন সম্রাট শিকারীর বেশে গিয়াছিলেন, কিন্তু মহিষী রূপালি পাড়বিশিষ্ট একটি সাদা পোষাকে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর চন্দ্রোদয় হইলেও চন্দ্র তখন মেঘাবৃত; মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছিল। সম্রাট ও মহিষী অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দুই একটি মৃগের সন্ধান পাইলেন বটে, কিন্তু তাহারা তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া গভীরতর অরণ্যে পলায়ন করিতে লাগিল। সম্রাট তিন ঘণ্টা কাল মৃগযুথের অনুসরণ করিয়া ক্লান্ত হইলেন; অবশেষে তিনি একখানি গাড়ীতে উঠিলেন। সেই সময় একজন বৃদ্ধ অরণ্য-রক্ষক সবিস্ময়ে মহিষীর দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ অসৌজন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্রাট ইহা লক্ষ্য করিয়া রূঢ় স্বরে বলিলেন, “তুই কি দেখিতেছিস্? আজ একটা মৃগও আমাদের বন্দুকের গুলির ‘পাল্লার’ মধ্যে আসিল না কেন, বলিতে পারিস্ বুড়া?”

বৃদ্ধ অরণ্য-রক্ষক বলিল, “পারি, হুজুর! এ কথার জবাব দেওয়া ভারি সোজা। সাদা কাপড় দেখিলে এই জানোয়ারগুলা যে ভয় পায়,—তাহা ত মহামূর্খেরাও জানে।”

কৈসার এই কথা শুনিয়া এতই আনন্দ বোধ করিলেন যে, বৃদ্ধ অরণ্য-রক্ষকের রূঢ়তা তৎক্ষণাৎ মার্জ্জনা করিয়া, কৌতুক ভরে

মহিষীকে বলিলেন, "ডনা, তুমি তোমার প্রাপ্য বুঝিয়া পাইলে ত (**Da hast du die poste mahleit**) ? ভবিষ্যতে আমি আনাড়ী শিকারী লইয়া শিকার করিতে যাইব না।"

কৈসার মহিষীকে সঙ্গে না লইয়াই মধ্যরাত্রে প্রাসাদে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বলিলেন, তিনি একাকী আহার করিবেন। সেই রাত্রে মহিষী ক্ষুণ্ণ মনে কক্ষান্তরে ভোজন করিয়াছিলেন। সে দিন কোনও খাদ্য তাঁহার মুখরোচক হয় নাই ; এবং তাঁহার পরিচারিকাগণ তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্ত্রস্তা হইয়াছিল। সেই রাত্রে কেহই তাঁহার মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় নাই। তিনি তাঁহার বিশ্বস্তা সহচরী হাকেকে বলিয়াছিলেন, "আমার যে এক স্যুটও শিকারের পোষাক নাই, এ কথা তোরা আমাকে কেন স্মরণ করাইয়া দিস্ নাই ? তুই ল্যাম্পিকে টেলিগ্রাফ্ কর, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এক স্যুট শিকারের পোষাক চাই ; যেন তাহার 'পাড়' সবুজ মখ্মল নির্ম্মিত হয়।"

একজন সহচরী বলিলেন, "পোষাকের একটা নমুনা পাঠাইলে ভাল হইত না ?"

মহিষী বলিলেন, "এ কথা মন্দ নয়। আমি নমুনা দিব।"—সেই রাত্রেই নমুনা প্রেরিত হইল। যাহা হউক, মনের মত পোষাক পাইয়া মহিষী খুসী হইলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে একদিন মহিষী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় তিনি দেখিলেন, একজন পত্র-বাহক তাহার চর্ম্মনির্ম্মিত থলিতে পত্র লইয়া প্রাসাদের দিকে যাইতেছে। মহিষীর সঙ্গে সে সময় তাঁহার একজন সহচরী ভিন্ন অন্য কেহই ছিল না। সে দিন মহিষীর পরিচ্ছদেরও পারিপাট্য ছিল না, পত্র-বাহকও তাঁহাকে চিনিত না।

এই পত্র-বাহক বৃদ্ধ, তাহার পরিচ্ছদটি অত্যন্ত জমকালো ;

তাহার বক্ষস্থলে—পোষাকের উপর কয়েকটি ব্রোঞ্জধাতু-নির্ম্মিত ‘মেডাল’ ঝুলিতেছিল।—মহিষী তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কাছে কি রাজার পত্র আছে?—পত্রগুলা আমাকে দাও!”

পত্র-বাহক বলিল, “তুমি ত খাসা মেয়ে দেখিতেছি! তুমি চাহিলেই বুঝি আমি তোমাকে পত্র দিব? তুমি আর কাহাকেও ভুলাইতে পার,—কিন্তু আমি তোমার কথায় ভুলিবার পাত্র নহি।—আর তোমার হাতের দস্তানা যে কালো তাহার স্পর্শে কৈসারের সুন্দর পত্রগুলি ময়লা হইয়া যাইবে!”

মহিষী বলিলেন, “সে জন্য তোমার চিন্তা নাই, আমার স্বামী তাহাতে বিরক্ত হইবেন না; পত্রগুলি আমাকে দাও।”

পত্র-বাহক বলিল, “তোমার স্বামী? তোমার সাহস ত কম নয়! পোযাক দেখিয়া তোমাকে যে একটা রাঁধুনী (kochin) বলিয়াও মনে হয় না!—তুমি সম্রাটের অপমান করিতে সাহস কর, আমি এ কথা তাঁহাকে বলিয়া দিব।”

ঠিক এই সময়ে মহিষীর কোন কোন সহচরী ও দেহ-রক্ষী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া পত্র-বাহক বুঝিতে পারিল, সে যাঁহার সহিত কথা কহিতেছিল, তিনিই কৈসার-মহিষী।—বেচারা কিরূপ বেয়াদপি করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তাহার মুখ শুকাইল; সে মহিষীর পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া তাঁহার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল।—মহিষী তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভয় দিলেন। মহিষীর আদেশে তাঁহার সহচরী তাহার হস্তে একটি মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিলেন, তাহার বড় ভয় হইয়াছে, এই টাকা দিয়া সে যেন এক বোতল ‘সরাপ’ (schnapps) কিনিয়া খায়; তাহা হইলে তাহার ভয় দূর হইয়া স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইবে।

রাজ-পরিবারের বহির্ভূত যে সকল রমণী সম্রাট-মহিষীর পরিচর্য্যায় রত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রিন্সেস্ জর্জ্জ রাজিউইল্ ও কাউণ্টেস্ গোয়ার্জ—এই উভয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। মহিষী ইঁহাদের সহিত বন্ধুবৎ আচরণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা উভয়েই ফরাসী রমণী। প্রিন্সেস্ জর্জ্জের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি অত্যন্ত মুক্তহস্ত, অর্থব্যয়ে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। এতদ্ভিন্ন মহিষীর ন্যায় তিনিও বহু সন্তানের প্রসূতি। কাউণ্টেস্ গোয়ার্জও এ বিষয়ে প্রিন্সেস্ অপেক্ষা ন্যূন নহেন! ইঁহারা সম্বৎসরে দুইবারও সন্তান প্রসব করিয়াছেন! কৈসার-মহিষী কাউণ্টেস্ গোয়ার্জের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে কৈসার এই যুবতীর রূপমাধুর্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা করায় মহিষীর মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইয়াছিল; এখন আর মহিষী তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করেন না। মহিষী কৈসারের বংশসম্ভূতা কোনও রমণীর সহিত তেমন ঘনিষ্ঠভাবে মেশামেশি করেন না; ইউরোপের অন্যান্য দেশের রাজ-পরিবারস্থ মহিলাগণের সহিতও মহিষীর তেমন ঘনিষ্ঠতা নাই।—ইটালীর রাজ্ঞীর সহিত কৈসার-মহিষীর পূর্ব্বে ঘনিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু মণ্টিনিগ্রোর রাজকুমারী হেলেনের সহিত নেপল্‌সের প্রিন্সের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় কৈসার-মহিষী এই বিবাহে অমত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই মতান্তর হইতে ইটালীর রাজ্ঞীর সহিত যে মনান্তরের উৎপত্তি হয়,—তাহা আর এ জীবনে দূর হইল না! কৈসার-মহিষী রুষ-সাম্রাজ্ঞীর সহিত বন্ধুতা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু হর্স ডারমষ্টাটের গ্র্যাণ্ড ডচেজ্ ভিক্টোরিয়া (Grand Duchess Victoria of Horse Darmstadt) সহিত কৈসার-মহিষীর অত্যন্ত সৌহৃদ্য থাকায়, রুষসম্রাট-মহিষী কৈসারিনের সহিত বন্ধুতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হন।

কৈসারও আত্মীয়গণের প্রতি তেমন প্রসন্ন নহেন। পারিবারিক বন্ধনের প্রতি তাঁহার নিদারুণ অবজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার জননীকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করেন; বাল্য কাল হইতেই তিনি মাতৃদ্বেষের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহার ভ্রাতা হেনরী, এবং ভগিনী সারলোটী ও সোফীর সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই বিরোধ হয়! পরিবারস্থ অন্যান্য পরিজনবর্গকেও কৈসার নিতাত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; এমন কি, তাঁহাদিগকে মানুষ বলিয়াই মনে করেন না! কৈসার তাঁহার শাশুড়ীকেও ঘৃণা করেন।

কৈসার তাঁহার জননীকে এত অশ্রদ্ধা করেন কেন,—তাহার কারণ জানিবার জন্য পাঠকগণের আগ্রহ হইতে পারে।—কৈসার-জননী ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার কন্যা; তিনি ইংলণ্ডের অত্যন্ত পক্ষ-পাতিনী। কৈসার তাঁহার এ অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহেন। অথচ, কৈসার ভয়ঙ্কর ইংরাজবিদ্বেষী হইলেও ইংরাজী ভাষায় আলাপ করেন, ইংরাজীতে চিঠি-পত্র লিখিয়া থাকেন, এবং যে সকল কর্ম্মচারী তাঁহার প্রাসাদে চাকরী করেন, তাঁহাদিগকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করেন। হের ভন্ এগ্‌লোফ্‌ষ্টিন্ পরিণত বয়সে কৈসারের হাউস্ মার্স´ালের পদপ্রাপ্ত হন; তিনি পূর্ব্বে ইংরাজী জানিতেন না, কিন্তু কৈসারের তাড়ানায় তিনি বাধ্য হইয়া বৃদ্ধ বয়সে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন।

কৈসার-মহিষী কোনও কোনও বিষয়ে ইংরাজের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি কতিপয় ইংরাজ-ললনাকে তাঁহার গৃহে ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তাঁহার আদেশে রাজপরিবারস্থ-সন্তান-সন্ততিগণকে অগ্রে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দান করিয়া, পরে জর্ম্মান ভাষায় ব্যুৎপন্ন করা হয়। এমন কি, বালক বালিকাগণের

বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হইলে তিনি তাহাদের সহিত ইংরাজী ভাষা ভিন্ন জর্ম্মান ভাষায় কথা কহেন না! পুত্রকন্যাদের জন্ম তিথিতে মহিষী স্থানান্তরে থাকিলে উৎসবের সময় তিনি তাঁহাদিগকে যে আশীর্ব্বাদ পত্র প্রেরণ করেন, তাহাও ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয়। ছেলে মেয়েদের অধিকাংশ পরিচ্ছদ ইংলণ্ড হইতে আনীত হয়। তাহাদের ছোট ছোট ঘোড়ার ও গাধার গাড়ীও গ্রেট্ ব্রিটেন হইতে প্রস্তুত হইয়া আসে। একবার রাজ-পরিবারস্থ একটি বালক এক জোড়া মোজা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"ইহার রঙ্গ কি পাকা?"—যখন সে শুনিল, পাকা রঙ্গ; তখন সে অবিশ্বাস ভরে বলিল, "তবে বুঝি ইহা জর্ম্মানীতে প্রস্তুত নহে?"—বস্তুতঃ অল্প মূল্যের জর্ম্মান পণ্যের ন্যায় বাজে জিনিস অন্য কোনও দেশে প্রস্তুত হয় কি না সন্দেহ।—এ বিষয়ে জর্ম্মানী পৃথিবীতে অদ্বিতীয়।

কৈসার-মহিষীর সহিত তাঁহার শ্বাশুড়ীরও সদ্ভাব নাই। মাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধাভক্তি না থাকিলে, পুত্রবধূ কোনও কালে শ্বাশুড়ীকে শ্রদ্ধাভক্তি করে না; অবশ্য দৈবাৎ দুই এক স্থানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য নহে।—পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাবই ইহার কারণ।

কৈসার উইল্‌হেম্ পিতার মৃত্যুর পর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার বাস-গৃহে যে ভাবে খানাতল্লাসী করিয়াছিলেন পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি; তিনি স্বর্গীয় সম্রাটের, তাঁহার মহিষীর ও কন্যার ডেস্ক, বাক্স, এমন কি, বিছানা-পত্রাদি খুলিয়া গোপনীয় দলিল দস্তাবেজের অনুসন্ধানেরও ত্রুটী করেন নাই!—কৈসার-জননী অপমানে ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া তাঁহার পুত্রবধূকে লিখিলেন, একবার যেন তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, স্বামীকে বুঝাইয়া সংযত করেন।

কৈসার-মহিষী চারি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া ফ্রেডারিক্‌ক্রনে শ্বাশুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শ্বাশুড়ী পুত্রবধূকে বলিলেন, "তোমার স্বামী আমার প্রতি বড় অত্যাচার করিতেছে, তাহাকে নিবারণ কর। আমার স্বামীর মৃতদেহের অপমান করিতে, আমার বাসগৃহ অপবিত্র করিতে নিষেধ কর। আমি তাহার কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়াছি; শিষ্টাচারের দোহাই দিয়াছি, মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়াছি; কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। এবার তোমার পালা! তুমি তাহাকে বুঝাইয়া দেখ, স্বামীর উপর স্ত্রীর যতটুকু অধিকার,—পুত্রের জননীর যতখানি অধিকার আছে—তাহা প্রয়োগ কর।—সে নিশ্চয়ই তোমার কথা শুনিবে। তোমার স্বামী আমার প্রতি যেরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতেছে, তুমি তোমার পুত্রের নিকট সেরূপ ব্যবহার কদাচ প্রত্যাশা কর না।—তুমি তাহাকে বলিয়া-কহিয়া ক্ষান্ত কর, আমাকে আমার গৃহে থাকিবার উপায় করিয়া দাও; আমার সম্পত্তি যাহাতে অপহৃত না হয়, তাহার ব্যবস্থা কর।—তাহা হইলে আমি তোমার নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকিব।"

মহিষী অগষ্টা ভিক্টোরিয়া 'লাইব্রেরী'তে কৈসারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কয়েক মিনিট পরে তিনি শ্বাশুড়ীর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "না, আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। 'উইলি' সম্রাট-রূপে যাহা যাহা করিতেছেন,—তাহাতে আমার হস্তক্ষেপণ অনধিকার-চর্চ্চামাত্র।"

সম্রাট-জননী পুত্রবধূর কথা শুনিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তবে তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? যাও, তোমার মার্ব্বেল্ প্রাসাদে ফিরিয়া গিয়া তোমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা কর।"

মহিষী প্রস্থান করিলেন। সম্রাট আদেশ দিলেন, তিনি এখন

স্বর্গীয় সম্রাটের সমগ্র সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী, এই প্রাসাদের কর্ম্মচারী ও পরিচারকবর্গের একমাত্র প্রভু; তাহারা তাঁহার প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন করিতে বাধ্য। তাহারা অন্য কাহারও (অর্থাৎ তাঁহার জননীর) আদেশে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিলে—তাহাদের মঙ্গল নাই।

এ কথা শুনিয়া কৈসার-জননী বলিলেন, "যে কোনও কর্ম্মচারী স্বেচ্ছায় আমার কোনও আদেশ পালনে সম্মত না হইবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করা হইবে; এবং ভবিষ্যতে সে পেন্সনের অধিকারে বঞ্চিত হইবে।"

সম্রাট-জননী তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তিনি আদেশ করেন, সেই সকল কর্ম্মচারী স্বর্গীয় সম্রাটের মৃতদেহ দেখিবার জন্য প্রাসাদে উপস্থিত থাকিবেন। সম্রাট-জননী যাঁহাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিতেন, কেবল তাঁহাদেরই নাম এই তালিকায় স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু সম্রাট উইল্‌হেম্—সেই তালিকা গ্রহণপূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করিলেন, এবং প্রহরীদের আদেশ দিলেন,—যে সকল সামরিক কর্ম্মচারী সেখানে আসিতে চান, তাঁহাদের সকলকেই আসিতে দেওয়া হইবে।

সম্রাটের মৃত দেহ প্রাসাদে নিপতিত থাকিতে তাঁহার প্রাসাদে এরূপ ঘৃণিত জঘন্য ব্যবহার পৃথিবীর কোথাও—কোনও সভ্য দেশে কোনও সম্রাট-পুত্র দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে কি না সন্দেহ!

সেই সময় হইতে জননীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সম্রাট উইল্‌হেমের সহিত তাঁহার জননীর মনের মিলন হয় নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজনীতিকগণ কৈসারের এই অশিষ্টতার কথা দীর্ঘকাল স্মরণ রাখেন নাই; তাঁহারা কোনও দিন কৈসারের বিরাগভাজন হইবারও চেষ্টা করেন নাই।

যাহা হউক, কৈসার উইল্‌হেম্ জননীকে তাঁহার প্রাসাদ হইতে বিতাড়িত করিয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ফ্রেডারিকক্রন প্রাসাদ অধিকার করেন,—এবং তাহার নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া সরকারী কাগজ-পত্রে সেই প্রাসাদের 'মিউয়েস্ প্রাসাদ' নাম প্রদান করেন। এইরূপে তিনি প্রাসাদ হইতে পিতার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিলেন! এমন পিতৃভক্ত সন্তান আর আছে কি? বিতাড়িতা সাম্রাজ্ঞী পুত্র কর্ত্তৃক যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন,—তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত করিবার আবশ্যক নাই; এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি যেরূপ নীল বর্ণের রুল-টানা কাগজে পত্রাদি লিখিতে ভাল বাসিতেন, চিঠিপত্র লিখিবার জন্য তাঁহাকে সে কাগজখানি পর্য্যন্ত দেওয়া হইত না, সরকারী ফুল্‌স্কাপ কাগজেও তাঁহার পত্রাদি লিখিবার অধিকার ছিল না; বাজারের অতি জঘন্য কাগজ তিনি ব্যবহারের জন্য পাইতেন!

কৈসার উইল্‌হেম্ তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীর প্রতিও দুর্ব্যবহারে কুণ্ঠিত হন নাই। এজন্যও তাঁহার জননীকে অত্যন্ত মনোকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কৈসার-সহোদর হেনরী তাঁহার জন্মগত অধিকার বলে যে অট্টালিকা লাভ করিয়াছিলেন,—তাহার নাম 'ভিলা' কারলোটা; এই অট্টালিকা সান্‌স-সসি পার্কে অবস্থিত। কৈসার হেনরীকে এই অট্টালিকা হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহা তাঁহার অমাত্য ব্যারন্ ভন্ লিঙ্কারকে প্রদান করেন।

সম্রাট ফ্রেডারিক তাঁহার কন্যা ও জামাতাকে 'মারগার্টেন ভিলা' নামক যে উদ্যান-ভবনটি বাস করিতে দিয়াছিলেন, রাজভাণ্ডার হইতে সেই অট্টালিকার ভাড়া দেওয়া হইত। সম্রাট ফ্রেডারিকের আদেশ ছিল—যত দিন তাঁহার কন্যা-জামাতা এই অট্টালিকায় বাস করিবেন, তত দিন সরকার হইতে সেই বাটীর ভাড়া দেওয়া হইবে। কৈসার

উইলিয়াম সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া যখন এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "উহাদের বাড়ী ভাড়া আমি দিব না; এক দিনও না, এক ঘণ্টার জন্যও তাহা দিব না।"—অনন্তর বাড়ীওয়ালা রাজ-জামাতাকে সেই বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করিলেন! তিনি এ কথাও জানাইলেন, সরকারী তহবিল হইতে তিনি সে বাড়ীর ভাড়া গ্রহণ করিবেন না।—কৈসারের ভগিনী ও ভগিনীপতি ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অবিলম্বে বার্লিন পরিত্যাগ করিলেন।

এই গ্রন্থের ক্ষুদ্র পরিসরে কৈসারের অন্তঃপুরের সকল রহস্য প্রকাশের স্থান নাই; অগত্যা আমরা এখানেই এই গ্রন্থের উপসংহার করিলাম। আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ এই গ্রন্থ পাঠে কৈসার ও কৈসার-মহিষীর জীবন-যাপন প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিলেন। কৈসারের প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে এই পুস্তক-বর্ণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের আলোচনাও অপরিহার্য্য। পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কৈসার যে বিপুল জনক্ষয় ও ধনক্ষয়ের কারণ হইয়াছেন, সে জন্য তাঁহার নিন্দা বা প্রশংসা ভবিষ্যৎ যুগে অপক্ষপাত ঐতিহাসিকের লেখনী-মুখে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপের যে সর্ব্বনাশ হইল,—কত দিনে তাহা পূর্ণ হইবে, কখন তাহা পূর্ণ হইবে কি না বিধাতাই বলিতে পারেন। পশুবলদৃপ্ত ইউরোপের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য, বিলাসিতা ও ধনলিপ্সার উৎস-মূল পর্য্যন্ত ধ্বংশ করিবার নিমিত্ত—ভগবান এই বিরাট মুষলের সৃষ্টি করিয়াছেন কি না তাহাও তিনিই বলিতে পারেন। কিন্তু দর্পান্ধ দুর্য্যোধন যেমন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কুরুকুল ধ্বংসের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—বাহুবলদৃপ্ত দাম্ভিক কৈসারও সেইরূপ ইউরোপের মহা-কুরুক্ষেত্রে বর্ত্তমান ইউরোপের বীর-বংশ নিপাতের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন,—বিধাতার অমোঘ

বিধান পুর্ণ করিবার উপলক্ষ্য স্বরূপ হইয়াছেন—এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না।

সম্পুর্ণ।

'রহস্য-লহরী'র অষ্টম খণ্ড "ডাকাত ডাক্তার" শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া অনুগ্রাহক গ্রাহক মহোদয়গণের করকমলে প্রেরিত হইবে। এই উপন্যাসখানি সর্ব্বজন-পাঠ্য ও মনোমুগ্ধকর করিবার জন্য আমরা চেষ্টা-যত্নের ত্রুটী করি নাই; ইউরোপের একজন সর্ব্বজন-সমাদৃত অসামান্য বিজ্ঞানবিৎ, রসায়ন শাস্ত্রে ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী, অদ্বিতীয় চিকিৎসক কি কৌশলে আমাদের একজন ইউরোপ প্রবাসিনী ভারতীয়া মহারাণীকে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে লুণ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং তাহার কি পরিণাম হইয়াছিল, তাহাই এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়।—ইহা বঙ্গ-সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি!

তৃতীয় বর্ষ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার অষ্টম খণ্ড

—:*:—

কৈসার-অন্তঃপুর রহস্য

(প্রথম সংস্করণ)

কলিকাতা,
১৪ এ নং রামতনু বসুর লেনস্থ
মানসী প্রেসে
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ;
ও
নদীয়া, মেহেরপুর হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বৈশাখ, ১৩২২ সাল।

কাপড়ে বাঁধাই রাজ-সংস্করণ] [মূল্য এক টাকা চারি আনা

উৎসর্গ

পরম স্নেহাস্পদ,

শ্রীমান্ স্থরথলাল চৌধুরী

করকমলেষু।